পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 24 Tuesday, 24 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা ✱ ৮ পৌষ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

শ্বশুর পার্থ জেলে, আমেরিকা থেকে ছুটে এলেন জামাই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়ে গিয়েছিল জামাইয়েরও। আমেরিকাবাসী জামাইকে আগেও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তদন্তকারী সংস্থা। আর এবার দেশে ফিরে কিছুটা স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়েপ জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার পঞ্চম চার্জশিটে নাম ছিল তাঁর। নির্দেশমতো সোমবার সকালে বিশেষ সিবিআই আদালতে সশরীরে হাজির হন কল্যাণময়। আদালত তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে। বিচারক শুভেন্দু সাহা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ''কল্যাণময়বাবু আপনাকে কি জেরা করা হয় এই মামলায়?'', কল্যাণময় জানান, ''হ্যাঁ করা হয়।'' বিচারক জানিয়ে দেন, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি, ফলে তাঁকে জামিন দেওয়া হল। তবে আদালতের শর্ত হল, আদালতের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ভারত ছাড়তে পারবেন না কল্যাণময়। আগামী ২ জানুয়ারি থেকে খুলে যাচ্ছে কল্যাণময়ের অফিস, তাই আমেরিকা ফেরার আবেদন জানান তিনি। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর হয়নি। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেখানেও হাজির থাকতে হতে পারে কল্যাণময়কে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা তদন্ত করতে গিয়ে পিংলায় একটি অভিজাত মানের স্কুলের খোঁজ পেয়েছিলেন। ওই স্কুলটি ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী'র নামে। পরে জানা যায়, ওই অভিজাত মানের স্কুলটির চেয়ারম্যানের পদে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। এরপর তাঁকে একাধিকবার তলব করা হয়। ২০২২ সালে ইডি দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। এদিকে, সোমবার সকালে আদালতে যাওয়ার সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও একবার দাবি করেন, দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

বোমার পাল্টা গুলি! তিন খলিস্তানি জঙ্গিকে খতম করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বরঃ পঞ্জাবে দাপট ছড়িয়ে উত্তরপ্রদেশে পুলিশের গুলিতে নিহত তিন খলিস্তানি জঙ্গি। গতকাল মাঝরাতে পুলিশে জঙ্গিতে চলে গুলি যুদ্ধ। তিন সন্ত্রাসবাদীকে পাকড়াও করতে যৌথ অভিযানে নামে উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাব পুলিশ। আর সেই অভিযানেই ঘটে যায় এই ঘটনা। পুলিশের গুলিতে প্রাণ যায় গুরবিন্দর সিং, ভিরেন্দ্র সিং ও জসনপ্রীত সিংয়ের। জানা গিয়েছে, এরা প্রত্যেকেই খলিস্তানি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি একটি পুলিশ পোস্ট বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এদিন সেই অভিযোগের ভিত্তিতে যৌথ অপারেশনে নেমেছিল দুই রাজ্যের পুলিশবাহিনী। পঞ্জাব পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তিন অভিযুক্ত পাকিস্তানি মদতপুষ্ট সংগঠন খলিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্সের সদস্য। বিগত কয়েকদিন ধরেই পঞ্জাবের একাধিক জায়গায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছিল তারা। উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহে পরপর আক্রমণ চালানো হয় পঞ্জাবের তিনটি থানায়। সেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়ে খলিস্তানি সংগঠনগুলির দিকে। এমতাবস্থায়, সমাজমাধ্যম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একটি পোস্ট। আগ-বাড়িয়ে পঞ্জাবের তিন থানায় আক্রমণের ঘটনার দায় স্বীকার করে খলিস্তানি জিন্দাবাদ ফোর্স। আর তারপরই তদন্তে নেমে পড়ে পুলিশ। পুলিশি অনুসন্ধানে প্রকাশ্যে আসে এই খলিস্তানি জঙ্গিদের নাম। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের পিলিভিটে তারা ডেরা করে আশ্রয় নিয়েছিল বলেই খবর পায় পঞ্জাব পুলিশ। আর সেই তথ্যের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে নেমে পড়ে তারা। শুরু হয় অভিযান। গ্রেফতার করতে গেলে প্রথমেই গুলি চালায় জঙ্গিরা। প্রত্যাঘাত করে পুলিশও। মৃত্যু হয় তিন খলিস্তানি জঙ্গির। মৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একে ৪৭ রাইফেল, দু'টি পিস্তল, কয়েক রাউন্ড গুলি।

'শেখ হাসিনাকে এখনই ফেরত পাঠান!'

ভারতকে 'কূটনৈতিক নোট' পাঠাল ইউনুসের প্রশাসন

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বরঃ সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বাংলাদেশের তরফ থেকেই এ নিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, ঢাকার পক্ষ থেকে নয়াদিল্লিকে একটি 'কূটনৈতিক নোট' পাঠানো হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, অবিলম্বে বাংলাদেশের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ফেরত পাঠাতে হবে। বাংলাদেশের তরফে আগেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল, তারা নাকি ভারতের কাছ থেকে তাদের দেশের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইবে। ইতিমধ্যেই শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপও করেছে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। আর, এবার আরও একধাপ এগিয়ে ভারতের কাছে হাসিনাকে ফেরত চাইল বাংলাদেশ প্রশাসন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বাংলাদেশের তরফ থেকেই এ নিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, ঢাকার পক্ষ থেকে নয়াদিল্লিকে একটি 'কূটনৈতিক নোট' পাঠানো হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, অবিলম্বে বাংলাদেশের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ফেরত পাঠাতে হবে। উল্লেখ্য, প্রবল ছাত্র আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের মুখে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। দিনটি ছিল চলতি বছরের

৫ আগস্ট। তারপর থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়েছে। হিন্দু-সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার বেড়েছে। শুরু হয়েছে কট্টরপন্থীদের প্রকাশ্য দাপাদাপি। এই প্রেক্ষাপটে এবার ভারত সরকারের কাছে হাসিনাকে ফেরত চাইল বাংলাদেশের তদারকি সরকার। ইতিমধ্যেই ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিটি) শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার থাকাকালীন তৎকালীন মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। একই পদক্ষেপ করা হয়েছে তৎকালীন সরকারের একাধিক উপদেষ্টা এবং সেই সময়কার একাধিক সেনা আধিকারিক ও নাগরিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে। তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যা' ঘটানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের তদারকি সরকারের বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রকের কার্যনির্বাহী মন্ত্রী তৌহিদ হোসেন সোমবার তাঁর কার্যালয় থেকেই এই তথ্য স্থানীয় সাংবাদিকদের দেন। তিনি বলেন, ''আমরা ভারতের কাছে একটি নোট (কূটনৈতিক বার্তা) পাঠিয়েছি। আমরা ভারত সরকারকে বলেছি, যাতে তারা শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। যাতে তিনি বাংলাদেশের বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে পারেন।'' এর আগে এদিনই সকালে প্রায় একই খবর দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম। যদিও তিনি কোনও কূটনৈতিক নোট পাঠানোর কথা বলেননি। তাঁর দাবি ছিল, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠিতে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে বলা হয়েছে। এ নিয়ে সাংবাদিকরা যখন জাহাঙ্গীর আলমকে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন ''শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে আমরা ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছি।'' জাহাঙ্গীর আলম সাংবাদিকদের সামনে আরও দাবি করেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আগে থেকেই একটি প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। এবং সেই চুক্তির অধীনেই নাকি শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লির কাছ থেকে ঢাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে ফিরছে পাশ-ফেল

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বরঃ স্কুল শিক্ষায় ফের আসছে বড় বদল। পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথা ফেরাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই নিয়মের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রত্যেক পড়ুয়াকে ক্লাস ফাইভ এবং ক্লাস এইটের পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে। শিক্ষার অধিকার আইনে সংশোধনী এনে এই প্রথা চালু করতে চলেছে কেন্দ্র। তবে ফেল করলে সেই পড়ুয়ার জন্য দ্বিতীয় সুযোগ থাকছে। যদি কেউ ফেল করে তাহলে দু'মাসের মধ্য সেই পড়ুয়াকে ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও পাশ না করলে সেই পড়ুয়াকে পঞ্চম বা অষ্টম শ্রেণিতেই আরও এক বছর থেকে পড়াশোনা করতে হবে। স্কুলগুলির ওপর দায়িত্ব থাকবে, যাতে ওই পড়ুয়ার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তার শিক্ষায় কোথায় ফাঁক থেকে গিয়েছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। সম্মানের

সঙ্গে তাকে শেখাতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারি স্কুলগুলিতে বলব হবে। তবে রাজ্য সরকারি স্কুলগুলি এই প্রস্তাব কার্যকর করবে কি না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। শিক্ষাবিদ অভীক মজুমদারের মতে এই বিষয়ে শিক্ষাবিদদের নতুন করে ভাবা দরকার। তিনি বলেন, ''অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পড়ুয়ারা অকৃতকার্য হলে শিশু শ্রমিক তৈরি হয়ে যায়।'' শিক্ষার মূল স্রোত থেকে পড়ুয়াদের সরিয়ে দেওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন তিনি। উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৯ সালে শিক্ষার অধিকার বিল সংশোধন করেছিল মোদি সরকার। যে বিলের মাধ্যমে ফেরানো হয়েছিল পাশ-ফেলের পুরানো নিয়ম। সেই বিল পাশের পর ১৬ রাজ্য ও দুই কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে তা লাগুও করা হয়। এবার কেন্দ্রের তরফে এই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর দেশের সব কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে নয়া নীতি লাগু হয়ে যাবে। তবে রাজ্যগুলি কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কিনা তা সম্পূর্ণ রূপে থাকবে রাজ্যের হাতে।

কল্যাণের সওয়াল ধোপে টিকল না, বড়দিনেও চলবে আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ সিঙ্গল বেঞ্চের পর ডিভিশন বেঞ্চেও হার রাজ্যের। চিকিৎসকদের অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। কর্মসূচি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। চিকিৎসকদের আবেদন অনুযায়ী ১০০ জন চিকিৎসক অবস্থান স্থলে থাকতে পারবে। আরজি কর খুন-ধর্ষণ মামলায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ জামিন পেয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আন্দোলনে পথে নেমেছেন চিকিৎসকরা। প্রথমে ধরনার অনুমতি না পেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন চিকিৎসকরা। আদালত অনুমতি দিয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর অবস্থান বন্ধ রাখা সম্ভব কি না, তা আদালতে জানাবে চিকিৎসক সংগঠন। ধর্মতলায় চিকিৎসকদের অবস্থান-বিক্ষোভের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। আগামী ২৪ এবং ২৫ ডিসেম্বর কর্মসূচি থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিক আদালত। তার পরিবর্তে ২৭ এবং ২৮ ডিসেম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হোক। এমনটাই আবেদন জানায় রাজ্য। রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''কেন অনুমতি দেওয়া হল তার স্বপক্ষে কোনও যুক্তি দেননি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।'' এই ধরনের অন্তর্বর্তী নির্দেশের ফলে

মামলাকারীরা চূড়ান্ত পর্যায়ের দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছে বলেও সওয়াল করেন তিনি। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ''সিবিআই চার্জশিট দিতে পারেনি। সিবিআই যদি সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জশিট না দেয় তাহলে ডোরিনা ক্রসিংয়ে কেন? সিবিআই অফিসে যাক, সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করুক। এ যেন উঠল বাই তো মক্কা যাই।'' সুপ্রিম কোর্ট মামলার নজরদারি করছে। এই অবস্থায় এভাবে ধরনা দেওয়া যায় কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, প্রতিটি উৎসবের সময় এই ধরনের কর্মসূচি করা হচ্ছে। এটা বড়দিনের সময়। তিনি আরও দাবি করেন, প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাওয়া যাচ্ছে না, শেষ লগ্নে পুলিশকে নোটিস দেওয়া হচ্ছে।এই কর্মসূচির ফলে যানজট হচ্ছে বলে দাবি করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ওয়াই চ্যানেল কেন নয়? কেন মেট্রো চ্যানেল? শুধু মামলাকারীদের মৌলিক অধিকার বিচার করলে হবে? রাজ্যকে তো অন্যদের মৌলিক অধিকারের কথাও ভেবে দেখতে হবে।'' যদি কর্মসূচিতে লোক আসে, তাহলে রাজ্যের অসুবিধা কোথায়? জানতে চান আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি উল্লেখ করেন, আদালতের নির্দেশে গার্ড রেল দেওয়া আছে। সবাই গার্ড রেলের মধ্যেই আছে। পথচারীদের কোনও অসুবিধা বা যানজট হচ্ছে না। আন্দোলনকারীদের দাবি, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি হলে রাজ্য এই প্রশ্ন তোলে না। আর তাছাড়া বড়দিনে মানুষ কখনই ডোরিনা ক্রসিংয়ের দিকে যায় না বলেও দাবি করেন তিনি।

বাড়ি প্রকল্পে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কঠোর রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এধরণের যেকোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি নিতে সমস্ত জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবাস প্রাপকদের কাছ থেকে ঘুষ চাওয়া বা হুমকি দেওয়ার মত ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযুক্ত যেই হোক না কেন, অভিযোগকারী যাতে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে অভিযোগ জানাতে পারে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে রাজ্য সরকারের তরফে জেলা শাসকদের উদ্দ্যেশ্যে ৪ দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে এই ধরনের কোনও অভিযোগ এলে পুলিশ সুপারকে অবগত করে সংশ্লিষ্ট থানার ওসিকে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আবাস সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে জেলা স্তরে খোলা কন্ট্রোল রুমের নম্বর যাতে সব উপভোক্তার কাছে থাকে তাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। আবাস প্রকল্পের টাকা বিলির ক্ষেত্রে যাতে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় বজায় থাকে তার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে।

পড়তে হবে ক্রাইম ব্রাঞ্চের চোখা চোখা প্রশ্নের মুখে, আরও বিপদে রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বরঃ বিপাকে রাহুল গান্ধি। পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হতে পারে কংগ্রেস সাংসদকে। জানা গিয়েছে, শীতকালীন অধিবেশনে সংসদ চত্বরে ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। গত সপ্তাহেই শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন আম্বেদকর ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কংগ্রেস ও বিজেপির সাংসদরা। সংসদের বাইরে মকর দ্বারের সামনে হঠাৎ বচসা, হাতাহাতি বেঁধে যায়। পড়ে গিয়ে আঘাত পান বিজেপির দুই সাংসদ প্রতাপচন্দ্র সারেঙ্গি এবং মুকেশ রাজপুত। অভিযোগ ওঠে, রাহুল গান্ধির ধাক্কাতেই পড়ে গিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ। সেদিনই বিকেলে রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রাহুল গান্ধিকে জেরা করা হবে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আজ, সোমবার হাসপাতালে ভর্তি দুই বিজেপি সংসদ প্রতাপচন্দ্র সারেঙ্গি এবং মুকেশ রাজপুতের বয়ান রেকর্ড করতে চলেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। গতকাল রাতেই দিল্লির বেসরকারি হাসপাতালের কাছ থেকে চিকিৎসাধীন দুই সাংসদের মেডিকেল রিপোর্ট নিয়েছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি, লোকসভার সচিবালয়ের কাছে চাওয়া হয়েছে সংসদ চত্বরে সেই দিনের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ। এদিকে, আম্বেদকর ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে মরিয়া কংগ্রেসও। আজ দিনভর দেশজুড়ে অমিত শাহের আম্বেদকরকে অপমানের ঘটনার প্রতিবাদে কর্মসূচি পালন করছে কংগ্রেস। আজই মহারাষ্ট্রে পুলিশ হেফাজতে নিহত আম্বেদকরপন্থী সমাজকর্মীর বাড়িতে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধি। চলতি মাসে মহারাষ্ট্রের পরভানিতে সংবিধান অবমাননার ঘটনায় সৃষ্ট ঝামেলায় ধৃত আম্বেদকরপন্থী সোমনাথ সূর্যবংশী পুলিশ হেফাজতে মারা যান। যদিও পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস।

বাবা-মা, বোনকে গলার নলি কেটে খুন, ৩ বছর পর ফাঁসি চুঁচুড়ার যুবকের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ ডিসেম্বরঃ বাবা, মা, বোনকে হাতের শিরা গলার নলি কেটে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে দোষী প্রমথেশ ঘোষাল নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত। গত ২৮ নভেম্বর চুঁচুড়া আদালতে সাত জনের ফাঁসির সাজা হয় ২০২০ সালে বিষ্ণু মাল হত্যা মামলায়। সোমবার ধনিয়াখালির দশঘড়ার ঘটনায় ফাঁসির সাজা হল একজনের। সোমবার চুঁচুড়া আদালতের বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা শুনানির পর অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা শোনান। পেশায় গৃহশিক্ষক প্রমথেশ সাজা ঘোষণার পর এজলাসে দাঁড়িয়ে বিচারকের কাছে মুক্তির আবেদন করেন। কিন্তু বিচারক আবেদন নাকচ করে দেন। তিন বছর আগে ২০২১ সালের ৮ই নভেম্বর ধনিয়াখালি

থানার দশঘড়া গ্রামের পাল পাড়াতে প্রমথেশ তাঁর বাবা অসীম ঘোষাল (৬৮), মা শুভ্রা ঘোষাল (৬০) ও বোন পল্লবী চট্টোপাধ্যায় (৩৮)-এর গলার নলি ও হাতের শিরা কেটে খুন করে। সেই সঙ্গে প্রমথেশ নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আহত রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ প্রমথেশকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই ঘটনায় পল্লবীর স্বামী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ধনিয়াখালি থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে হাসপাতালে চিকিৎসারত প্রমথেশকে গ্রেফতার করে। খুনের মামলায় সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মোট ১৪ জন খুনের মামলায় স্বাক্ষী দিয়েছে। মামলা চলাকালীন অভিযুক্ত জেলেই ছিল। খুনের ভয়াবহতা বিচার করে বিচারক মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। পুলিশ সঠিক সময়ে চার্জশিট জমা দিয়েছে।

বাংলায় বসেই কাশ্মীরকে অশান্ত করার প্ল্যান! পাকিস্তান থেকে সরাসরি আসছিল টাকা। সূত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ পাক পন্থী হুরিয়তকে পুনর্গঠনের চেষ্টায় ছিলেন জাভেদ আহমেদ মুন্সী। ক্যানিং থেকে ওই কাশ্মীরি জঙ্গিকে গ্রেফতার করার পর এই সন্দেহই প্রকট হচ্ছে। গোয়েন্দারা মনে করছেন, বাংলাকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করে ওই জঙ্গি পাকিস্তানে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে যাওয়াটা সহজ হত তাঁর পক্ষে। তাঁকে জেরা করে ও তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্র খতিয়ে দেখে আসল উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা চলছে। জাভেদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি মোবাইল। সূত্রের খবর, মোবাইল থেকে মিলেছে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ। গোয়েন্দারা মনে করছেন, নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হওয়া মুসলিম লীগ অব জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর (মাসারত আলম) সংগঠনটি নতুন নামে পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হচ্ছিল। আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই জাভেদ। ওই সংগঠনকে সামনে রেখে কাশ্মীরকে স্বাধীন কাশ্মীরের নামে অশান্ত করার পরিকল্পনা ছিল জাভেদের। গোন্দোদের দাবি, পাকিস্তান থেকে সরাসরি আর্থিক সহযোগিতা এবং নির্দেশ পাচ্ছিলেন জাভেদ। এর আগেও একাধিকবার কলকাতায় এসেছেন তিনি। এই রাজ্যে কারও সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না, সেটা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। গোপন সূত্রে শ্রীনগরের বাসিন্দা জাভেদের বাংলায় আসার খবর পেয়েছিল কাশ্মীর পুলিশ। কাশ্মীর থেকে সরাসরি বাংলার ক্যানিংয়ে স্যাটালাইট লোকেশন দ্বারা জাভেদের হদিশ পায় কাশ্মীর পুলিশ। তারপরই যোগাযোগ করা হয় কলকাতা পুলিশের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ক্যানিং-এ আত্মীয়ের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় জাভেদকে।

'তসলিমা মানুষ নন', হঠাৎ কেন ক্ষুব্ধ হলেন ফিরহাদ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ প্রথমে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তারপর এখন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নিশানায় বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। প্রথমজন বলেছিলেন 'শিক্ষিত শয়তান', দ্বিতীয়জন একধাপ এগিয়ে আবার বললেন, 'মানুষ বলেই গণ্য করেন না'। কেন বারবার তৃণমূলের মন্ত্রী বিধায়কদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে তসলিমাকে? আসলে তলসিমার অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাঁর লেখা 'লজ্জা' নাটকটি এ রাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই নিয়ে সমাজ মাধ্যমে ফুঁসে উঠেছেন লেখিকা। এবার তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই মন্তব্য করেছেন ফিরহাদ। বস্তুত, বাংলাদেশ ইস্যুতে

সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। সে দেশে হিন্দুদের উপর নিগ্রহ চলছে। অভিযোগ উঠছে সে দেশে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি। মারধর করা হচ্ছে তাঁদের। এই সবের প্রভাব পড়েছে এ রাজ্যেও। এই পরিস্থিতি এ রাজ্যে কোনও রকম অস্থিরতা যাতে না তৈরি হয় তার জন্যই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছেন লেখিকা। যার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''ধুত ও আবার মানুষ নাকি। ধরি না ওকে।'' এর আগে ভরতপুরের বিধায়কের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল তসলিমাকে। লেখিকা অভিযোগ করেছিলেন, মাদ্রাসায় জঙ্গি কার্যকলাপের। তার প্রেক্ষিতেই হুমায়ুনের থেকে লেখিকাকে শুনতে হয়েছে, শিক্ষিত শয়তান। উল্লেখ্য, এ দিন তসলিমা পোস্ট করে লিখেছেন যে, গোবরডাঙা আর পাণ্ডুয়ায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল। যার জন্য দু'মাস যাবত বিজ্ঞাপন দেওয়াও হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎই পুলিশ জানিয়েছে এই নাটক চলবে না। তাতে এ রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।

দ্রুত বিচার দাও নাহলে তদন্ত ছাড়ো, দাবি শান্তনুর! আরজিকর ইস্যুতে হল সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত আরও দ্রুততার সঙ্গে হোক। এই দাবি তুলে সোমবার সিজিও কমপ্লেক্স অভিযোন করে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএমএ। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডঃ শান্তনু সেন। সিবিআই অফিসে ডেপুটেশনও জমা দেন তাঁরা। দাবি করা হয়েছে, হয় দ্রুত তদন্ত করে বিচার দেওয়া হোক, নাহলে তদন্তভার ফের রাজ্যের হাতে ফিরিয়ে দিক সিবিআই। শান্তনু সেনের বক্তব্য, তদন্তের একটা প্রক্রিয়া থাকে ঠিকই। কিন্তু যেখানে রাজ্যের পুলিশ ৫২-৫৫ দিনের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং দোষীদের ফাঁসির সাজা হয়, সেখানে এত বড় একটি ঘটনায় সিবিআই-এর মতো প্রতিষ্ঠানের এই তদন্ত প্রক্রিয়া প্রশ্ন তুলেছে। এই প্রেক্ষিতেই আইএমএ-র স্পষ্ট দাবি, দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত সম্পন্ন করে দোষীদের শাস্তি দিক সিবিআই, নাহলে রাজ্যের হাতে তদন্ত ফেরাক। আরজি কর কাণ্ডের ১০০ দিন পেরিয়ে গেছে। কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাকে গ্রেফতার করেছিল সেই সঞ্জয় রায়কেই মূল দোষী হিসেবে চিহ্নিত করেছে সিবিআই। আর কাউকে গ্রেফতারই করা হয়নি। এদিকে

চার্জশিট জমা দিতে না পারায় ইতিমধ্যে জামিন হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ সন্দপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। সেই ইস্যুতে এমনিতেই ক্ষোভ বেড়েছে সকলের। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শান্তনুর বক্তব্য, যে রাজ্য পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করতে পারে, তারা ১০০ দিন তদন্তের সুযোগ পেলে অনেক আগেই অনেক কিছু সত্য উদ্ঘাটন করতে পারত। সোমবারের আইএমএ-র অভিযানে ইডি-সিবিআই বিরোধী পোস্টারও দেখা যায়। তাতে লেখা ছিল, 'ইডি-সিবিআই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই...ফনা আছে, বিষ নাই... বাংলা ছেড়ে নাও বিদায়!' একইসঙ্গে, ১০০ দিনেও বিচার না দেওয়ার জন্য সিবিআই-কে অপদার্থ বলেও কটাক্ষ করা হয়েছে তাঁদের তরফে। ইতিমধ্যে জানা গেছে, নতুন করে মেয়ের খুনের তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। বর্তমানে যে তদন্ত চলছে তাতে তাদের আস্থা নেই। তাঁদের দাবি, দ্রুত নতুন করে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিক আদালত। নির্যাতিতার পরিবার দাবি করেছে, এই তদন্তের নামে সব তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়ে গেছে। বর্তমানে বিচার প্রক্রিয়া চলছে এবং সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। এখনই যদি আদালত হস্তক্ষেপ না করে তাহলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। এমনটাই আশঙ্কা নির্যাতিতার বাবা-মার।

চৌধুরী চরণ সিংকে শ্রদ্ধার্ঘ্য উপ-রাষ্ট্রপতির, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিচারণায় ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জগদীপ ধনখড়। উপ-রাষ্ট্রপতি ছাড়াও সোমবার সকালে দিল্লির কিষাণ ঘাটে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংকে শ্রদ্ধা জানান আরএলডি প্রধান এবং চৌধুরী চরণ সিংয়ের নাতি জয়ন্ত চৌধুরীও।উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ। এদিন বলেছেন, কিষাণ দিবস উপলক্ষ্যে আমি ভারতের সমস্ত কৃষকদের শুভেচ্ছা জানাই। ২০০১ সালে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং এমন একজন মহান ব্যক্তির নামে কিষাণ দিবস শুরু হয়েছিল যিনি কৃষক এবং গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নযনে নিজস্ব জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শন আমাদের সবার জন্য অনুকরণীয়। এখন সরকার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকৃত অর্থে কৃষককে 'অন্নদাতা' ও 'ভারত বিধাতা' বলে অভিহিতকরেছে৷ আগামী বছর কিষাণ দিবসের ২৫ বছর পূর্ণ হবে।

হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে তোপ তথাগতর

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।একটি ভিডিও-সহ তিনি রবিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, এক চামচ শুওরের মাংস এদের মুখের কাছে ধরলেই হুড় হুড় করে এদের মুখ দিয়ে সব তথ্য বেরিয়ে আসবে। আর তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে রাশিয়ান দাবাই দিতে হবে। এদের বলতে হবে, এদেরকে মেরে ফেলার পর লাশ শুওরের চামড়ায় মুড়ে উপুড় করে কবর দেওয়া হবে। তাহলে এরা জান্নাত গিয়ে হূর তো পাবেই না, উল্টে জাহান্নামে গিয়ে সাপ আর বিছের কামড় খেতে হবে। মরার আগে শুওরের সংস্পর্শে ইসলামের এমনি বিধান। এই করে রাশিয়ায় ইসলামী নাশকতা বন্ধ হয়ে গেছে।

আজ নীরজ চোপড়ার জন্মদিন

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ নীরজ চোপড়া ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭ হরিয়ানার পানিপথ জেলার খন্ডরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় জ্যাভলিন নিক্ষেপকারী হিসাবে বিবেচিত। সেই সঙ্গে বিশ্বের দরবারেও তিনি একজন সেরা জ্যাভলিন নিক্ষেপকারী হিসাবেও বিবেচিত। তিনি অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসশিপ এবং এশিয়ান গেমসে সোনা কিংবা রুপোর পদক জয়ী । তিনি একবার ডায়মন্ড লিগও জিতেছেন ।২০২০ অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জেতার জন্য প্রথম এশিয়ান জ্যাভলিন থ্রো অ্যাথলিট হয়ে উঠেছেন। প্রথম এশীয় তিনি, যিনি ২০২৩ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসশিপে জ্যাভলিনে সোনা জেতেন। ২০২১ সাল থেকে জ্যাভলিন নিক্ষেপে তিনি ধারাবাহিক সাফল্য দেখিয়ে পরপর ২৪টি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বা রানার-আপ হয়েছেন। যা কোনও ভারতীয় অ্যাথলিটের নেই।চোপড়ার এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এএফআই) দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া পুরস্কার মেজর ধ্যানচাঁদ খেল রত্ন-এর জন্য সুপারিশ করেছিল। নীরজ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হন। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁকে সুবেদারের আউট-অফ-টার্ন পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে।

যুবসমাজের মাধ্যমেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হয়ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃযুবসমাজের মাধ্যমেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হয়, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, গত এক দশকের নীতিই দেখুন, মেক ইন ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারত অভিযান, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া,ডিজিটাল ইন্ডিয়া, প্রতিটি পরিকল্পনা যুবকদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। ভারত মহাকাশ ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি প্রবর্তন করেছে। ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উৎপাদনকে উন্নীত করেছে এবং তরুণরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন। এখন ভারতের যুবসমাজ নতুন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। এখন আমরা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছি।রোজগার মেলার অধীনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৭১,০০০-এর বেশি নতুন নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন। এই

রোজগার মেলায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি গভীর রাতে কুয়েত থেকে ফিরেছি। সেখানে ভারতের তরুণ ও বিভিন্ন পেশার মানুষদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছি। এখন এখানে আসার পর দেশের তরুণদের নিয়ে আমার প্রথম অনুষ্ঠান হচ্ছে। এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, দেশের হাজার হাজার তরুণের জীবনের একটি নতুন সূচনা হচ্ছে। আপনাদের বহু বছরের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। বহু বছরের পরিশ্রম সফল হয়েছে। অন্যদিকে মহাকাশ থেকে প্রতিরক্ষা, সব ক্ষেত্রেই প্রগতির নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছে ভারত, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ৭১ হাজারেরও বেশি প্রাপকের হাতে চাকরির নিয়োগ পত্র তুলে দিয়েছেন। সারা দেশের ৪৫টি স্থানে এই রোজগার মেলা আয়োজিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন রোজগার মেলায় বলেছেন, ভারতের তরুণদের সম্ভাবনা ও প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার আমাদের সরকারের অগ্রাধিকার। আমরা আমাদের উদ্যোগের মাধ্যমে এই দিকে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি। গত ১০ বছর ধরে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য অভিযান চলছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভাষা একসময় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বাধা ছিল। যাইহোক, আমরা এই ব্যবধান পূরণ করতে আমাদের নীতিতে বিপ্লব এনেছি। এখন শিক্ষার্থীরা ১৩টি ভাষার যে কোনও একটিতে পরীক্ষা দিতে বেছে নিতে পারেন।

দমদম বই মেলার উদ্বোধনে প্রকাশিত হলো ব্রাত্য বসুর নতুন নাটকের বই 'এই রাত তোমার আমার'

ফারুক আহমেদ,কলকাতাঃগত শুক্রবার ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ দমদম বই মেলার উদ্বোধনে প্রকাশিত হলো ব্রাত্য বসুর নতুন নাটকের বই 'এই রাত তোমার আমার'। বই মেলার আয়োজনে দক্ষিণ দমদম পুরসভার পৌর প্রতিনিধি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।এই দ্বিতীয় বর্ষের রাহুল সাংকৃত্যায়ন সাহিত্য সম্মান ২০২৪ পুরস্কার প্রাপক কথাসাহিত্যিক জনাব আনসারউদ্দিন।উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়, বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং দমদম বইমেলার আজকের উদ্বোধক উল্লাস মল্লিক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রকাশক ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় সংগঠক প্রকাশক সংস্থা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, প্রাক্তন পৌরপ্রধান ও লেখক ড. পাচু রায়, দমদম বিধানসভার পৌর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং অন্যান্যরা। সাহিত্য থেকে সিনেমা। নাটক থেকে অভিনয়। ব্রাত্য বসু বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। বড্ড মনে পড়ে ব্রাত্যজনের প্রথম নাট্য প্রযোজনা রুদ্ধসঙ্গীত। ২০০৯ সাল থেকে খুব কাছ থেকে দেখছি এই বিরল প্রতিভাকে। বাম বিকল্পের সন্ধানে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত করতে বহু আন্দোলনের মুখ ব্রাত্য বসু। বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে তুখড় লেখালেখি ও বক্তব্য রেখেছিলেন ওই সময় বিভিন্ন পত্রিকায় এবং টেলিভিশনের পর্দায়। যুক্তিতর্কের দিক থেকে তাঁর বক্তব্য, নাটক, সিনেমা, অভিনয, পথসভা, মিছিল, গণ আন্দোলনের কান্ডারি হয়ে উঠেছিলেন ব্রাত্য বসু। কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে ব্রাত্য বসু উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি যখন যে কাজটি করেছেন চূড়ান্ত পর্যায়ে সফল হযেছেন। এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালযের দাযিত্ব পালনেও সফল। শিক্ষা মন্ত্রণালযের গুরুত্বপূর্ণ স্কুল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়ে বহু ঐতিহাসিক কাজ করছেন। অনেক নতুন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন। বাংলার মুখ উজ্জ্বল করছেন ব্রাত্য বসু। বাঙালির গর্ব ব্রাত্য বসু। নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালযের বিল পাশ করিয়ে চমক দেখিয়েছেন ব্রাত্য বসু। কেন্দ্রের ধ্বংসাত্মক শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিরোধিতা করছেন ব্রাত্য বসু। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও কলম সচল রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর। ধারাবাহিক উপন্যাস, সমালোচনা, নাটক লেখার পাশাপাশি পরিচালক হিসেবে ব্রাত্য বসু দাগ কেটে গিয়েছেন।ঐতিহাসিক দাযিত্ব পালনে রাজ্যবাসীর কাছে তিনি পূজনীয়। বাংলার আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জন্য সদা শিক্ষা দফতরকে প্রাণবন্ত করে তুলতে বদ্ধপরিকর হযেছেন। ব্রাত্য বসু বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী হযেও বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে চলেছেন। মানুষের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করছেন। বিভিন্ন সমাজকল্যাণে অগ্রনায়ক হয়ে বিরাজ করছেন ব্রাত্য বসু। আগামীতে মানুষের মনে দাগ কেটে ইতিহাস হয়ে বিরাজ করবেন ঐতিহাসিক চরিত্র ব্রাত্য বসু। বহু গ্রন্থের প্রণেতা ব্রাত্য বসু। সাহিত্যের চর্চাকে উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ লেখার জন্য ব্রাত্য বসু পাঠক দরবারে সমাদৃত হযেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ফসল যা উচ্চ মানের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সব্যসাচী লেখক ও অত্যন্ত রঙিন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হযেছেন ব্রাত্য বসু। বিষয় ভাবনা ও বৈচিত্র্যময় কর্মসূচির মধ্যে রযেছেন তিনি স্বতন্ত্র। উচ্চ মানের সাহিত্য সৃষ্টি করে পাঠক দরবারে সমাদৃত হয়েছেন ব্রাত্য বসু। নাটক থেকে অভিনয়। চলচিচত্র নির্মাতা থেকে সম্পাদনা। রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা থেকে সব দিক দশভুজা হয়ে একা হাতেই সামলাতে পারার আর এক নাম ব্রাত্য বসু।

ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৩ডিসেম্বরঃ এআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহ হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও

স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ সারা জীবন একটি অস্পৃশ্যতা মুক্ত সমাজ গঠনে তিনি নিবেদিত ছিলেন। সোমবার স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতীকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু লিখেছেন, একদিকে যেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী জি দেশে স্বাধীনতার শিখা জ্বালিয়েছিলেন, অন্যদিকে তিনি নিজের সংস্কৃতি এবং নিজের ভাষাকে রক্ষা করেছিলেন তাঁর জীবনের লক্ষ্যে। স্বামীজি ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ভবিষ্য

ভারতের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি সারা জীবন একটি অস্পৃশ্যতা মুক্ত সমাজ গঠনে নিবেদিত ছিলেন।জাতি, ধর্ম, অঞ্চল এবং বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে স্বামীজী প্রতিটি শ্রেণীর জন্য কাজ করেছেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জিকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে শত শত প্রণাম।

ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের ডাক যুব কংগ্রেসের

রায়পুর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ সোমবার ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের বাসভবন ঘেরাও করতে চলেছে যুব কংগ্রেস। জানা গেছে, সমাজে অপরাধ বৃদ্ধি, বিদ্যুৎতের বাড়তি দামের বিরুদ্ধে এবং ৩৩ হাজার শিক্ষক নিযোগের দাবিতে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের ডাক দেয় যুব কংগ্রেস।এই সমাবেশে যুব কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিব, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীপক বেজ, বিরোধী দলনেতা চরণ দাস মহন্ত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল-সহ রাজ্যের একাধিক বরিষ্ঠ কংগ্রেসনেতা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, এদিন দুপুর ২টোয় গান্ধী ময়দানের কংগ্রেস ভবন থেকে সমাবেশ শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছাবেন কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ।

খেলরত্ন পুরস্কারে নাম হকির হরমনপ্রীত সিং এবং প্যারা অ্যাথলিট প্রবীণ কুমারের

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ মেজর ধ্যান চাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে হকির হরমনপ্রীত সিং এবং প্যারা অ্যাথলিট প্রবীণ কুমারকে।প্যারিস অলিম্পিক্স-এ হরমনপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বে ভারত হকিতে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। তাই এবার দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মান মেজর ধ্যান চাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করা হযেছে। এর পাশাপাশি প্যারা অ্যাথলিট প্রবীণ কুমারের নামও সুপারিশ করা হয়েছে।দিকে পুরস্কার

কমিটি অর্জুনের জন্য ৩০ জন ক্রীড়া বিদদের নামও সুপারিশ করেছে। সেই তালিকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন পুরুষদের ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিগীর আমান সেহরাওয়াত। তিনি প্যারিস এবং হ্যাংজু এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন।

বেঙ্গল মোবাইল ফোন ডিলার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিচালনায় সেমিনার চুঁচুড়ায় জেলা পরিষদ ভবনে

দুরন্ত বার্তা,২৩ ডিসেম্বরঃহুগলি জেলার চুঁচুড়ায় জেলা পরিষদ ভবনের নতুন সভাগৃহে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বেঙ্গল মোবাইল ফোন ডিলার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের-(BMPDWA)-পরিচালনায় তথা হুগলি জেলা কমিটির তরফে, ইল্লিগাল ইউজ অফ সিম কার্ড এ থ্রেট টু ন্যাশনাল সিকিউরিটি-র প্রোগ্রাম। সংস্থার সম্পাদক অরূপ দাস-এর উদ্যোগে এদিন এত বড় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় প্রায় শতাধিক মোবাইল কোম্পানি ও ডিলারদের অংশগ্রহণে । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যেমন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ব্যাংক ম্যানেজার, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী সহ বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষজন। কিভাবে মোবাইল ও মোবাইলের সিম কার্ড থেকে সাবধান থাকবেন সেই বিষয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে বার্তা দিয়ে সচেতন করেন উপস্থিত সকল ডিলারদের ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের। সংস্থার সম্পাদক অরূপবাবু জানালেন, ইউনিক থিংক আমাদের ভাবনায় আসাতে ও অভিনব ভাবনায় আমাদের আজকের এই ধরনের সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে। আগামী দিনে আমরা আরো বেশি মানুষকে সচেতন করার জন্য আরো বড় ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার চেষ্টা করব।

সেন্ট লুক ডে স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান-২০২৪ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল

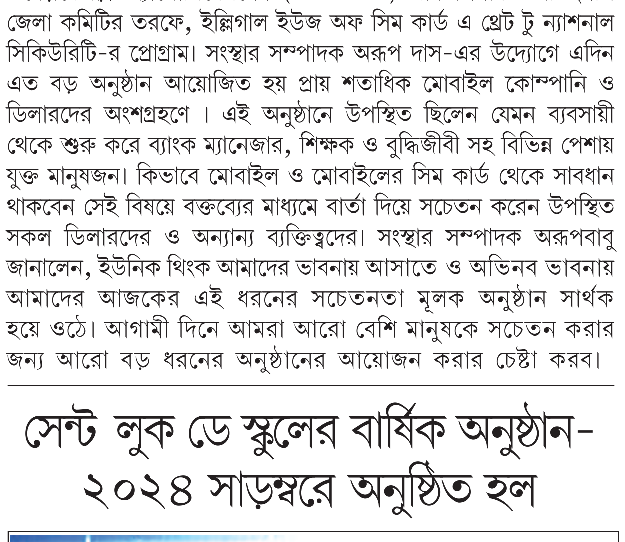

দুরন্ত বার্তা,২৩ ডিসেম্বরঃগত ১৮ ও ২০ ডিসেম্বর-২০২৪, আলাদা আলাদা দুই দিন ধরে সেন্ট লুক ডে স্কুল-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানের সাথে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে। প্রায় শহশ্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মনোরঞ্জিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান সারা দিন ধরে চলে। এই মহতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর লোকসভার সাংসদ পার্থ ভৌমিক মহাশয়। এছাড়া উপস্থিত হয়েছিলেন নৈহাটি পৌরসভার শিক্ষা দপ্তরের পৌরপরিষদ কানাইলাল আচার্য মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং তার সাথে সাথে অতিথি আপ্যায়নের সক্রিয়তাও পালন করেন সেন্ট লুক ডে ইস্কুলের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সাধনা ভট্টাচার্য মহাশয়া ও সম্পাদক সুজিত ভট্টাচার্য মহাশয়। গত দু'দিনের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সমস্ত দিক দিয়ে তীক্ষ্ণ নজর ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেন ভাইস প্রিন্সিপাল ডাক্তার সুপ্রতিক ভট্টাচার্য।

জামশেদপুরে ওষুধের দোকানের আড়ালে মাদক ব্যবসা, গ্রেফতার তিন

পূর্ব সিংভূম, ২৩ ডিসেম্বরঃ ঝাড়খন্ডের পূর্ব সিংভূম (জামশেদপুর) পুলিশ ওষুধ দোকানের আড়ালে মাদক ব্যবসার পর্দা ফাঁস করেছে এবং ২৫ লাখ টাকারও বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ ওষুধ উদ্ধার করেছে। উলিডিহ ওপি এলাকায় অবস্থিত একটি ওষুধের দোকানে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালায়। দোকানের মালিক সহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।সোমবার পুলিশের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট (এসএসপি) কিশোর কৌশল জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে দোকানের মালিক রাজকুমার গুপ্ত, উমেশ কুমার গুপ্ত এবং ড্রাইভার সোনু পান্ডে রযেছে। তিনি জানান, ডিমনা রোডে অবস্থিত মা বৈভব লক্ষ্মী মেডিকেল স্টোরে এই অবৈধ মাদক ব্যবসা চলছিল। ওষুধের দোকানের মালিক তার বাড়িতে একটি গুদাম তৈরি করেছিলেন। অভিযানে এসব গুদাম থেকে ২৫ লাখ ১০ হাজার ৪৯ টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ ওষুধ উদ্ধার করা হয়।

আবহাওয়া

আগামী ৩-দিনে কলকাতা অথবা আশপাশের অঞ্চলের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হবে না। তবে তার পর থেকে আবার দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমবে তাপমাত্রা। বড়দিনে পারদ কিছুটা নামতে পারে বলে আশাবাদী আবহবিদেরা। পৌষের শুরুতেই শীতে ভাটা পড়েছে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টিও হয়েছে অনেক জেলায়। মেঘলা আকাশ। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায়। সঙ্গে সকালের দিকে প্রায় সব জেলাতেই ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫৬মনিট এবং রাত ১ টা ৫৬মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৭ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৮ পৌষ, চান্দ্রঃ ২৩ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৮ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৩ পোইনু, আসামঃ ৭ পুহ, মুসলিমঃ ২১-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৫ঃ৪৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৫ঃ২৪।চন্দ্র উদয়ঃ রাত্রি ১২ঃ১৫ঃ৫৪(২৩) এবং অস্তঃসকাল ১২ঃ১১ঃ৫১(২৪)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অষ্টমী (জয়া) সন্ধ্যা ঘ ০৪ঃ৫৯ঃ৫৭ দং ২৬৫০২০ পর্যন্তনক্ষত্রঃ হস্তাকরণঃ কৌলব সন্ধ্যা ঘ ০৪ঃ৫৯ঃ৫৭ দং ২৬৫০২০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃ সৌভাগ্য রাত্রিঃ ০৮ঃ৫৭ঃ৩২ দং ৩৬৪৪১৭.৫ পর্যন্ত পরে শোভনঅমৃতযোগঃ দিন ০৬ঃ১৫ঃ৪৯ থেকে - ০৭ঃ৪১ঃ০৬ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০৬ঃ২৪ থেকে - ১১ঃ১৪ঃ২০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩৫ঃ৩৪ থেকে - ১১ঃ০৮ঃ৫৯ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৪২ঃ২৪ থেকে - ০৩ঃ৩৫ঃ৪৫ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ০৪ঃ৫৫ থেকে - ০২ঃ৪৭ঃ৩৪ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৪৯ঃ০৩ থেকে - ০২ঃ৪২ঃ২৪ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০২ঃ১৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ৩৫ঃ৩২ পর্যন্ত।কালবেলাঃ দিন ০৭ঃ৩৫ঃ৪৭ থেকে - ০৮ঃ৫৫ঃ৪৪ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৯ঃ৫৫ঃ৩৭ থেকে - ১১ঃ৩৫ঃ৩৯ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবি ৮৮৫৪১ (১৯) ৩ পদচন্দ্রঃ ৫১৯৩৪৪৫ (১৩) ৩ পদমঙ্গলঃ৩৯৫২৩৪ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৪৪৯৪৯ (১৭) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২০৫৫৫২ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯২৩৪৯১৯ (২৩) ১ পদশনিঃ১০১৬৩৯২৬ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১০০২৫ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১০০২৫ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৭ঃ৪৯ঃ৩৬ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ৩৬ঃ৩১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ০৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ৪০ঃ৫৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ২১ঃ৩১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ১৯ঃ৫৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ৩৩ঃ১৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৪৮ঃ৫৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ০০ঃ১৭ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ১০ঃ২৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ২৪ঃ৩৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ৪০ঃ২৪ পর্যন্ত।

বিহারের পাটনার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের নব্য নিযুক্ত প্রধানদের প্রশিক্ষন হয়ে গেল নিমপীঠে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ বিহারের পাটনার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের নব্য নিযুক্ত প্রধানদের প্রশিক্ষন হয়ে গেল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অধীনে ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় রয়েছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। এইভাবে সারা দেশে ৭৩১ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে।এদের কাজ মুলত কৃষি সংক্রান্ত উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ চাষিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কাজের নিরিখে কিছু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বশ্রেষ্ঠ কেভিকে তকমা দিয়ে থাকে, এই রকম বেস্ট কেভিকের শিরোপা পায় নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। তাই অনান্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধানদের প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল নিমপীঠের এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে।আই.সি. এ.আর এর

পাটনা জোনের ৬ জন নব্য নিযুক্ত কে ভি কে প্রধানদের নিয়ে এই রকম একটি ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির সোমবার শেষ হয়ে গেল যা শুরু হয়েছিল গত ১৪ই ডিসেম্বর । নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মকান্ড ঘুরিয়ে দেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে আইসিএআর এর বিভিন্ন প্রকল্প কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা ও দেখানো হয় এই কয়েক দিনে । নিমপীঠ কেভিকের ল্যান্ড শেপিং প্রযুক্তি, তুলো চাষ, মাগুর মাছের হ্যাচারি সহ একাধিক কাজ দেখে আগত অতিথিরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।সোমবার অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে নিমপীঠ কেভিকের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ডঃ চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন ,আইসিএআর আমাদের কেভিকে কে এই প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়ায় আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত। আমরা এই ৬ জন অতিথিকে আমাদের সমস্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করতে পেরেছি এবং আশা করি নিমপীঠের এই প্রযুক্তি বিহারের গ্রামে পৌঁছে চাষিদের কৃষি কাজে উসাহিত করবে। যা আগামী দিনে কৃষকদের উপকার হবে।

ডানকুনিতে দিল্লি রোডের ধারগুলিতে কে বা কারা আবর্জনায় আগুন দিচ্ছে

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ডানকুনি এলাকায় দিল্লি রোডের পাশে প্রায় প্রতিদিন কে বা কারা আবর্জনায় আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। যাতে পরিবেশ ভয়ঙ্কর ভাবে দূষিত হচ্ছে। বহু কারখানার দূষিত বর্জ্যও নিয়মিত কারখানা কর্তৃপক্ষ রাস্তার পাশে ফেলায় ও তাতে আগুন লাগার ফলে বায়ুদূষণ মাত্রা ছাড়া হয়ে উঠছে। ওখানে বিভিন্ন আবর্জনার সঙ্গে পুড়ছে প্লাস্টিকের বর্জ্যও, ফলে তীব্র ধোঁয়ার কারণে এলাকার মানুষজনের অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ছে। এই সময়ে এমনিতেই বাতাসে ভাসমান ধুলি কণার পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে বাতাসের শুদ্ধতা কমে। তার উপর আবর্জনা জ্বালালে বাতাসের মান আরও খারাপ হয়। অবিলম্বে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে সবুজ মঞ্চ হুগলী জেলার পক্ষ থেকে রিজিওনাল পরিবেশ ইন্‌জিয়ার চিঠি দেওয়া হয়। পরিবেশ কর্মী মাবুদ আলির বক্তব্য, কারখানা মালিকরা সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে এলাকায় দূষণ ছড়ালেও প্রশাসন নির্বিকার থাকছে তাছাড়া ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছে কিছু ভাংড়ির দোকানদার তারা প্রতিনিযত্ দূষণ করে যাচ্ছে। কোন বাধাই মানে না। সবুজ মঞ্চের হুগলী জেলার আহ্বায়ক গৌতম সরকারের বক্তব্য নাড়াপোড়া নিয়ে সরকার কিছু পদক্ষেপ করলেও এই দূষণ নিয়ে পুরোপুরি উদাসীন, ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচলতি মানুষকে রোজ সহ্য করতে হচ্ছে দূষণ।

চিকিৎসক অনিল সাহার মতে ঐ সব আবর্জনা জ্বালালে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি মানুষের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়, হতে পারে ক্যানসারের মতোই মারণ রোগও।

কোন্নগরে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগীতা শুরু

মলয় সুর, হুগলি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ৩৯ তম রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা শুরু হলো কোন্নগর ঋষি অরবিন্দ ময়দানে। তিন দিনব্যাপী (২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর)এই প্রতিযোগিতার উদ্যোগী সংস্থা হল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখা। ভেটারেন্স পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ২৭৮ টি ইভেন্ট রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৩০ থেকে ৮৫ বছর পর্যন্ত বয়স সীমা রাখা হয়। বিভিন্ন জেলার প্রতিযোগিরা আসেন। যার তালিকায় রয়েছেন আলিপুরদয়ার ,দার্জিলিং, দিনহাটা, বীরভূম, বাঁকুড়া, আসানসোল, শিলিগুড়ি ও অন্যান্য জেলার অ্যাথলেটিক্সরা। সংগঠনে বর্ষিয়ান অরগানাইজিং কমিটির সচিব শরিফ হোসেন বলেন, কোন্নগরে এই ধরনের প্রতিযোগিতা দু'বছর ধরে হচ্ছে। এখান থেকে বাছাই করা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সরা সুযোগ পাবেন ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জাতীয. মাস্টার্স

অ্যাথলেটিক্সে। যেখানে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা ও শরীরচর্চা থেকে সরে গিয়ে মোবাইলে আসক্ত হচ্ছে, সেখানে এই প্রতিযোগিতার বয়স্ক মানুষরাই যুব প্রজন্মের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন। প্রত্যেক বিজয়ীদের গোল্ড রুপো ও ব্রোঞ্জ পদকে ভূষিত করা হয়। এদিন রাজ্য যুগ্ম সেক্রেটারি পবিত্র চ্যাটার্জি জানান, এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বর্ষিয়ান পুরুষ ৮৫ বছরের সুনীল শ্রীমানি হাঁটা ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন, অন্যদিকে ৮৫ বছরের মহিলা গ্রেস. এ. চিরামল অংশ নেন।

অরূপ রায়ের নেতৃত্বে মধ্য হাওড়ায় মিছিল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের বিরুদ্ধে 'কটূক্তি' করায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে মধ্য হাওড়ায় ধিক্কার মিছিল করলো তৃণমূল। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ শিবপুর ট্রামডিপো থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে ওই প্রতিবাদ মিছিল হয়। প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'অপমানজনক' মন্তব্যের প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সোমবার সকালে মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস এবং দলীয় সমস্ত শাখা সংগঠনের উদ্যোগে শিবপুর ট্রামডিপো থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ওই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। ওই প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। তিনি জানান, বিজেপির এই অপসংস্কৃতির আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণপুরুষ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর এর প্রতি আমরা ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আম্বেদকরকে অপমান', প্রতিবাদে পথে তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধিক্কার মিছিল বার করল তৃণমূল। কলকাতায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই প্রতিবাদ মিছিল হয়। কিছু জেলাতেও নানা ব্লকে এই মিছিল হয়েছে। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত শুক্রবার দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দেন। তার প্রেক্ষিতে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী দলের সমস্ত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, জেলার চেয়ারম্যান, সাংসদ, বিধায়ক, শাখা সংগঠনের সভাপতি, কর্পোরেশন ও পুরসভার মেয়র ও চেয়ারম্যানদের উদ্দেশে নির্দেশিকা পাঠান। প্রসঙ্গত, আম্বেদকর নিয়ে শাহের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ধিক্কার কর্মসূচির

পর তৃণমূলের মহিলা সংগঠন টানা দু'মাসের কর্মসূচি নিয়ে রাস্তায় নামছে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে জেলায় জেলায় কর্মিসভা করতে চলেছে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। কয়েক দিন আগে তৃণমূল ভবনে সংগঠনের এই কর্মসূচি নিয়ে বিশদ বৈঠক করেছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

জয়নগরে এবারে চালু হলো গুনগত মান বজায় রেখে সুগার ফ্রী মোয়া

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগীদের সংখ্যা বেড়ে চলছে। আর এই সব রোগী মিষ্টি খুব ভালোবাসে। আর তাদের কথা ভেবেই এবার জয়নগরে তৈরি হলো সুগার ফ্রী মোয়া। শীত কাল মানে বাঙালির কাছে জয়নগরের মোয়ার অনন্য স্বাদ। এই মোয়া অন্তত বার কয়েক চেখে না দেখলে বছরটাই যেন বৃথা। কিন্তু এখন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে কমবেশি ডায়াবেটিসের আক্রান্তের সংখ্যা গত কয়েক বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। তাই বলে কি এই শীতেরলোভনীয় জয়নগরের মোয়া খেতে পারবেন না তাঁরা! মোটেও না! তাদের কথা মাথায় রেখে জয়নগরে মিলছে নো অ্যাডেড সুগার অর্থাৎ সুগার ফ্রী মোযা। আসল মোয়ার স্বাদ ও গন্ধ যে অতুলনীয় তা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু ডাইবেটিস বা সুগারে আক্রান্ত রোগীরা এই মিস্টি মোয়ার অতুলনীয় স্বাদ থেকে বঞ্চিত হন। সেই আক্ষেপ আর নেই। কারণ এবার বাজারে এসেছে সুগার ফ্রী মোয়া। কিন্তু মানুষ এখন অনেক স্বাস্থ্য সচেতন। ফলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোয়ার গুণগত মান যেমন ঠিক রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা,পাশাপাশি ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষ জনও যাতে এই মোয়া খেতে পারেন তাঁদের জন্য সুগার ফ্রী মোয়া তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।মোয়া প্রস্তুতকারকরা এই জয়নগরের মোয়ার স্বাদ হুবহু বজায় রেখেই তৈরি করেছেন এই সুগার ফ্রী মোয়া। সুগার ফ্রী মোয়ার বাজারে আসার খবর ইতিমধ্যেই বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। আর এই শীত কালীন মিষ্টির স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন জেনে খুশি খাদ্যপ্রেমীরা। তবে একাংশের মনে সন্দেহ থাকছেই। সেই স্বাদ, সেই গন্ধ মিলবে তো সুগার ফ্রী মোয়ায়! এ ব্যাপারে মোয়া নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত সাইনটিস্ট দেবশ্রী দে বলেন,এই সুগার ফ্রি মোযার টেস্ট করার জন্য বেসরকারি উদ্যোগে জয়নগরে তৈরি করা হয়েছে একটি পরীক্ষাগার।যেখান থেকে মোয়া সুগার ফ্রী হলো কিনা তা পরীক্ষা করা হচছে। পাশাপাশি মোয়ার গুনগত মান, মোয়ার আয়ু ও নির্ধারন করা হচ্ছে। তাই চোখ বুজিয়ে সুগার ফ্রী মোয়া জয়নগরে খোকন দাসের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। এ ব্যাপারে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস বলেন,সুগার ফ্রী মোয়ার ভালো বাজার পাচ্ছি। দিন দিন সুগার ফ্রী মোয়ার চাহিদা ও বাড়ছে। আর ডায়াবেটিস মানুষদের মোয়ার স্বাদ তুলে দিতে পেরে আমরা খুশি।

বিধানসভায় ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার্স গ্রোয়ারস অ্যাসোসিয়শনের যৌথ উদ্যোগে পুষ্প প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ৭১ তম চন্দ্রমল্লিকা ও পুষ্প প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । উপস্থিত ছিলেন উপঅধ্যক্ষ শ্রী আশীষ বন্দোপাধ্যায় ,পরিষদীয় বিষয়ক ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী প্রদীপ মজুমদার সরকারি মুখ্য সচেতক শ্রীনির্মল ঘোষ সরকারি, উপমুখ্য সচেতক দেবাশীষ কুমার কুমার বিধানসভার প্রধান সচিব ওক্যালকাটা ফ্লাওয়ার্স গ্রোয়ারস অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি এর সভাপতি শ্রী সুকুমার রায় ও অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাশিয়া চীন মালয়েশিয়া ও মায়ানমারের রাষ্ট্রদূতগণ । আগামী ২৬ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই পুষ্প প্রদর্শনী দুপুর ১২টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত । সর্ব সাধারণের জন্য খোলা থাকবে । কোনো প্রবেশ মূল্য নেই। ছবি সুবল সাহা।

হারানো মানিব্যাগ যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল মেট্রোর আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ১৯.১২.২০২৪ তারিখে, ০৮.৪০ টায় হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে একটি অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত টহল চালানোর সময় প্ল্যাটফর্মে একটি দাবিহীন পার্স উদ্ধার করে এবং স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেয়। মানিব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে পার্সের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে, একজন মহিলা যাত্রী হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন এবং উদ্ধার হওয়া পার্স এবং এতে থাকা জিনিসগুলির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করার পরে, অন্যান্য সমস্ত আইটেম সহ পার্সটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে তাকে অন্যান্য সমস্ত আইটেম সহ হারিয়ে যাওয়া পার্সটি ফিরে পেতে সহায়তা করার জন্য।

শীঘ্রই ফিরবে জাঁকিয়ে শীত, মহানগরীতে তাপমাত্রার তারতম্য অব্যাহত রয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শীঘ্রই ফিরতে চলেছে জাঁকিয়ে শীত, বড়দিনের পর থেকেই কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত রাতের তাপমাত্রার হেরফের হচ্ছে না। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কয়েকটি জেলা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ২৭ ডিসেম্বর থেকে রাতের তাপমাত্রা একটু একটু করে কমতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই

আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। তবে কোথাও সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.৯ ডিগ্রি বেশি। এদিন সকালে বীরভূম জেলার বিভিন্ন অংশ ঘন কুয়াশায় মো।। ছিল, ফলে দৃশ্যমানতা কমে যায়।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠন পিছিয়ে গেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ সোমবার ইডির বিশেষ আদালতে চারজনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের কথা ছিল। সেইমতো তাঁদের হাজিরার নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু এর ঠিক আগেই কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল-সহ যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে নতুন করে মামলা দায়ের করেন। সেই কারণে এদিন চার্জ গঠন প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেল। সূত্রের খবর, কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল, মানিক ভট্টাচার্য, তাঁর স্ত্রী শতরূপা ও ছেলে শৌভিক-সহ মোট ৯ জন এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে নতুন করে মামলা দায়ের করেছেন। পাশাপাশি সুশীল মেহতা নামে ব্যবসায়ীও এই আবেদন জানান। অভিযুক্ত সুশীল মেহতার আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, সকলের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন না করে সুপ্রিম কোর্টে যিনি আবেদন করেছেন অর্থা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই শুধু চার্জ গঠন করা হোক। কারণ, ১০ হাজার পাতার নথি পড়ে ওঠার সুযোগ পাননি বাকি অভিযুক্তদের আইনজীবীরা।

কলকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে যোগাযোগ সংযোগকারী সেতুর উপর থেকে চাপ কমাতে বিকল্প ভাবনা সরকারের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে যোগাযোগ সংযোগকারী সেতুর উপর থেকে চাপ কমাতে এবার বিকল্প ভাবনার পথে হাঁটল রাজ্য সরকার। এবিষয়ে রোরো ভেসেলের সাহায্য নেওয়ার ঘোষণা করলেন পরিবহন মন্ত্রী। জানা গেছে, এবার রোরো ভেসেলের মাধ্যমে পণ্যবাহী ভারী ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন দ্রুত গঙ্গা পার করানো হবে। সোমবার নাজিরগঞ্জের শালিমার জেটিঘাটে একটি নতুন রোরো ভেসেলের উদ্বোধনে এসে ওই ঘোষণা করেন তিনি। পরিবহন মন্ত্রী জানান, আপাতত এই ভেসেলটি গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ব্যবহার করা হবে। রাযচক থেকে কুমড়োহাটি পর্যন্ত যানবাহন পারাপার করানো হবে

এর মাধ্যমে। জানা গিয়েছে, এই রোরো ভেসেলে একসঙ্গে ৬টি ভারী ট্রাক ও ৫০ জন যাত্রী পারাপার করতে পারবে। পরবর্তীতে শালিমার থেকে গার্ডেনরিচ পর্যন্ত এই রোরো ভেসেল চলবে। এরজন্য ইতিমধ্যেই দুটি জাযগায জেটিঘাট তৈরির জন্য জায়গা চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। রোরো ভেসেলটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় ৫ কোটি টাকা। হাওড়া ও কলকাতা সংযোগকারী ব্রিজে যেভাবে নিত্যদিন যানবাহনের চাপ বাড়ছে তাতে একাধিক রুটে জেটিঘাট ও ব্রিজ নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে প।ছে। কিন্তু সেটি সময়সাপেক্ষ বিষয় হওয়ায় আপাতত রোরো ভেসেলের মাধ্যমেই জল পরিবহনে গতি আনতে চায় সরকার। আগামীতে আরও নতুন একাধিক ভেসেল তৈরি করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

খুনের অভিযোগে দোষীকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বাবা,মা,বোনকে হাতের শিরা গলার নলি কেটে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে দোষী প্রমথেশ ঘোষাল নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত। গত ২৮ নভেম্বর চুঁচুড়া আদালতে সাত জনের ফাঁসির সাজা হয় ২০২০ সালে বিষ্ণু মাল হত্যা মামলায়। সোমবার ধনিয়াখালির দশঘড়ার ঘটনায় ফাঁসির সাজা হল একজনের। সোমবার চুঁচুড়া আদালতের বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা শুনানির পর অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা শোনান।

বাংলাদেশে এখন যা হচ্ছে তা কোনও সমাজের পক্ষে ভালো নয়ঃ সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়নের ঘটনায় ফের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সোমবার জলপাইগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, বাংলাদেশ সংলগ্ন দেশগুলি অনুপ্রবেশ ও জনসংখ্যা পরিবর্তনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন যা হচ্ছে তা কোনও সমাজের জন্যই ভালো নয়। বাংলাদেশে উগ্রপন্থা বৃদ্ধি পাওযায় ভারত সমস্যায় পড়বে। কিন্তু আমাদের সরকার ও বাহিনী তা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

বাঙালি সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও লালন করার আর্জি দিলীপ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বাঙালি হিসেবে, বাঙালি সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও লালন করার জন্য গর্ববোধ করুন। সোমবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি লেখেন, বাংলা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। তবু, পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ম্লান হযে যাচ্ছে। বিয়েতে হিন্দি গানের প্রাধান্য। এমনকি বাংলা টেলিভিশন সিরিযালেও এখন হিন্দি গান দেখানো হয়। শ্রদ্ধা জানানোর সংস্কৃতি (প্রণাম) বাঙালিরা ভুলে যাচ্ছে। আজকের প্রজন্ম প্রনামের অর্থ খুব কমই বোঝে, অভ্যাস করা যাক। যদি তারা এই মূল্যবোধগুলি উপলব্ধি না করে তারা কীভাবে তাদের পিতামাতাকে সম্মান করবে? ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া ভালো, কিন্তু ডাল আর চচ্চড়ি থালায় রাখতে ভুলবেন না। আপনার শিকড় থেকে দৃষ্টি হারাবেন না।

হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে তোপ তথাগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। একটি ভিডিও-সহ তিনি রবিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, এক চামচ শুওরের মাংস এদের মুখের কাছে ধরলেই হুড় হুড় করে এদের মুখ দিয়ে সব তথ্য বেরিয়ে আসবে। আর তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে রাশিয়ান দাবাই দিতে হবে। এদের বলতে হবে, এদেরকে মেরে ফেলার পর লাশ শুওরের চামড়ায় মুড়ে উপুড় করে কবর দেওয়া হবে। তাহলে এরা জান্নাত গিয়ে হূর তো পাবেই না, উল্টে জাহান্নামে গিয়ে সাপ আর বিছের কামড় খেতে হবে। মরার আগে শুওরের সংস্পর্শে ইসলামের এমনি বিধান। এই করে রাশিয়ায় ইসলামী নাশকতা বন্ধ হয়ে গেছে।

আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং এবং হুরুন ইন্ডিয়া স্ব-নির্মিত উদ্যোক্তা প্রকাশ করেছে

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং এবং হুরুন ইন্ডিয়া 'আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট অ্যান্ড হুরুন ইন্ডিয়া'স টপ ২০০ সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া ২০২৪'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ চালু করেছে, যা বছরের পর প্রতিষ্ঠিত ভারতের ২০০টি মূল্যবান কোম্পানির তালিকা। ২০০০. এই কোম্পানিগুলিকে তাদের মূল্য অনুসারে র‍্যাঙ্ক করা হয়েছে, বাজার মূলধন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য এবং অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য মূল্যায়ন। এই তালিকায় পৌঁছানোর কাট-অফ তারিখ ছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৪। এই তালিকাটি শুধুমাত্র ভারতে সদর দফতরের সংস্থাগুলিকে বোঝায় (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলি এবং বিদেশী সংস্থাগুলির সহযোগী সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়)। তালিকায় থাকা সমস্ত কোম্পানির ক্রমবর্ধমান মূল্য INR ৩৬ লক্ষ কোটি। ইন্ডিয়াস টপ ২০০ সেল্ফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া ২০২৪ দেশব্যাপী ৪৬টি শহরের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত।

চলে যেতে বসা বছরটায় বেশ কিছু বিষয় ....
(ফিরে দেখা-২) ২০২৪ ঃ দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ের বিশ্ব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ চলে যেতে বসা বছরটায় বেশ কিছু বিপর্যয় ও দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে বিশ্বের কিছু অঞ্চল। ভারতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গল থেকে ওয়েনাড ভূমিধস। এসবের কয়েকটির উল্লেখ- ১ জানুয়ারি, জাপানে ভূমিকম্প- বিভিন্ন দেশ যখন বর্ষবরণের আনন্দে মেতে ওঠে সেসময়ই প্রকৃতির রুদ্ররোষে পড়ে জাপান। বছরের প্রথম দিনেই ৭.৬ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে উদীয়মান সূর্যের দেশ। আঘাত হানে সুনামিও। প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রাণ হারান শতাধিক মানুষ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বিস্তর।

৩ এপ্রিল তাইওয়ানে ভূমিকম্প- ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তাইওয়ান। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৭.৪। মৃত্যু হয় ১০০-র কাছাকাছি মানুষের। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বড় বড় হোটেল। ফাটল ধরে একাধিক রাস্তাতে। গত ২৫ বছরের মধ্যে এটাই তাইওয়ানে হওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প। ৫ মে, বন্যায় বিধ্বস্ত ব্রাজিল- ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে ব্রাজিল। সঙ্গে দোসর প্রবল বর্ষণ। প্রকৃতির রুদ্ররোষে মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। ঘরছাড়া প্রায় দেড় লক্ষ। প্লাবনে তলিয়ে গ্রামের পর গ্রাম। বন্যার জেরে ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ রিও গ্র্যান্ডে ডো সুলে জলের তলায় চলে যায়। এই প্রদেশের রাজধানী তথা ব্রাজিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর পোর্তো আলেগ্রের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। সব মিলিয়ে অন্তত ৪৯৭টি শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত ৮০ বছরের মধ্যে এটাই ব্রাজিলের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। ৩০ জুলাই, ওয়েনাড়ে ভূমিধ্বস- কাদা মাটিতে ডুবে যায় গ্রামের পর গ্রাম। খেলনার মতো ভেসে যায় বাড়ি, গাড়ি। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রাস্তা, বিচ্ছিন্ন হয় যোগাযোগ।

তছনছ হয়ে যায় ছবির মতো ওয়েনাড। ক্রমেই লম্বা হয় মৃত্যুমিছিল। ওয়েনাড়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ৩০০।

২০ ডিসেম্বর, ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গাল- এর জেরে যা বৃষ্টি হয়, ৩০ বছরে তত বৃষ্টি হয়নি! জলের নীচে চলে যায় পুদুচেরি, উদ্ধারে নামে সেনাবাহিনী ও এনডিআরএফ। ২০ ডিসেম্বর, জার্মানিতে বিস্ফোরণ- উৎসবমুখর জার্মানিতে ' গাড়ি হামলায় মৃত অন্তত ৫। ৭ ভারতীয়-সহ আহত ২০০-র ওপর। ম্যাগডেবার্গ শহরে ক্রিসমাস মার্কেটে আচমকা কালো রঙের বিএমডব্লু নিয়ে হামলা চালায় এক ব্যক্তি। ২১ ডিসেম্বর, ব্রাজিলে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা- দক্ষিন ব্রাজিলের মিনাস গেরাইসে অঞ্চলে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন লাগে বাসে। মৃত্যু হয় অন্তত ২২ জনের। আহত হন আরও ১৩ জন। ২২ ডিসেম্বর, ব্রাজিলে বিমান দুর্ঘটনা- সাও পাওলো শহরের মধ্যে ভেঙে পড়ে বিমান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একই পরিবারের ১০ জনের। আহত হন ১৭ জন। তাঁদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দক্ষিণ ব্রাজিলের গ্রামাদো শহরের ঘটনা এটি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ পৌষ, ১৪৩১

ভারতে আসতে চান ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি

সম্পাদকীয়

ভারতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের মন্ত্রী ভারত সফর করে গিয়েছেন। তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির বার্তা বহন করে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন নয়াদিল্লিতে। তিনি বলেছেন, বর্তমান বিশ্বের যা পরিস্থিতি তাতে নয়াদিল্লি এবং কিভকে একই পথে চলতে হবে। কিভ এবং নয়াদিল্লি যদি একইপথ ধরে এগোতে থাকে তাহলে কিন্তু বিশ্ব শক্তিরা কিছুই করতে পারবে না। তিনি রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন যে রাশিয়া স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়ে একটি ছোট দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তার ফলে রাশিয়ার কোনও অধিকার নেই রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার। এখন স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদ থেকে রাশিয়াকে বাদ দিতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে বহু সুবিধা ভোগ করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়ার বিরুদ্ধে কেউ সাহস করে কোনও কথা বলতে পারছে না। কিন্তু ইউক্রেন একাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছে। আজকে ইউক্রেনকে ধ্বংস করে দেওয়ার মূলে রয়েছে রাশি।া? এর জন্য রাশিয়াকে ফল ভোগ করতে হবে। ভারতের জি-২০ সম্মেলনে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখতে চান। তিনি এখনই স্বদেশ ছেড়ে বাইরে যেতে পারছেন না। তবে তিনি ভারতের আসার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারত জি-২০ সভাপতি হিসাবে তাঁকে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে পারে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারতে আসছেন জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে। পাশাপাশি আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এসে উপস্থিত হচ্ছেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখতে চান। তাঁকে বলার সুযোগ করে দিক ভারত। এদিকে ভারত এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেনি। তবে জানতে পারা গিয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যেহেতু সম্মেলনে উপস্থিত থাকছেন সেই কারণে জেলেনস্কিকে বক্তব্য রাখার সুযোগ ভারত নাও দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, জি-২০ সম্মেলকে সামনে রেখে ভারত যুদ্ধ বন্ধ করার কথা উত্থাপন করতে পারে। তার ফলে সমস্ত রাষ্ট্র নেতারা ভারতের কথাকে গুরুত্ব দেবে। এদিকে স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হয়েছে রাশিয়া। আমেরিকা এ ব্যাপারে একটি কথা উচ্চারণ করেনি। তারা বলেছে এটা রুটিন মাফিক সিদ্ধান্ত। কোনও কিছুই করার নেই। রাশিয়া এর আগেও একবার স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হয়েছিল।

২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়ার দখল করে নেওয়ার সময়ে ভারতের নিরব সমর্থনকে সমানে নিয়ে এসেছেন জাপারোভা। ভারতের সমানে এখন তাস হল চিন এবং পাকিস্তান। জাপারোভা বলেছেন সব রাষ্ট্রই চাইছে গায়ের জোরে এগোতে তা ভারতের বোঝা উচিত। তাদেরকে ঠেকাতে না পারলে কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ভারতের সমস্যা হল চিন এবং পাকিস্তান। রাশিয়ার ক্রিমিয়ার দখল কথা ভারতের সক্ষে একটি যথেষ্ট উদাহরণ। কোথাও যদি ভুক্তভোগীরা ন্যায় না পায় তাহলে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নাহলে কিন্তু বিষয়টা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইউক্রেনের উপবিদেশ মন্ত্রী এমিন জাপারোভা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির লেখা একটি চিঠি দিয়েছেন ভারতে উপবিদেশ মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখির হাতে। এই চিঠিটি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন মীনাক্ষী লেখি। এমিন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলন জেলেনস্কি বক্তব্য রাখতে আগ্রহী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বালিতে জি-২০ সম্মেলনে জেলেনস্কি ভিডিওর কনফারেনেসর মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছিলেন। জাপারোভা বলেছেন, এই যুদ্ধে রাশিয়ার পাশে থাকার অর্থ হল ইতিহাসের অন্যায় সমর্থক হওয়া। জানা গেছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনকে সাহায্য করতে ভারত এগিয়ে আসার কথা বলেছে। শীঘ্রই কিভকে স্কুলবাস এবং অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী সাহায্য পাঠাচ্ছে ভারত। জাপারোভা বলেছেন, তিনি ভারতের উপ বিদেশ মন্ত্রী মীনাক্ষীর লেখির সঙ্গে আলোচনা করে মুগ্ধ হয়েছেন। যে অন্যায় আগ্রাসন চলছে ইউক্রেনে তা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর কথা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের সচিব রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ভারতকে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে হবে বলে জানালেন ইউক্রেনের উপ বিদেশ মন্ত্রী এমিন জাপারোভা। তিনি এখন ভারত সফর করছেন। ভারতের উপ-বিদেশ মন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রীদের সঙ্গে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারত জি-২০ সভাপতি। আগামি সেপ্টেম্বর মসে ভারতে যে শীর্ষ সম্মেলন হবে সেখানে ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ জানাক ভারত। ভারত এ ব্যাপরে ইউক্রেনে উপ-বিদেশ মন্ত্রীকে কোনও কথা দিতে পারেনি। ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন, আমরা আশা করি ভারত ইউক্রেনের ব্যাপারে আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে ইচ্ছুক। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারত যদি ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ করে তাহলে ইউক্রেন তাদের মতকে সবার মধ্যে প্রকাশ করার সুযোগ পাবে।কোনও কথা দিতে পারছে না জেলেনস্কির যোগদানের করার ব্যাপারে। সঞ্জয় বর্মার সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাপারোভা। জাপারোভা মহাত্মা গান্ধির নাম স্মরণ করে বলেছেন, ভারতের সঙ্গে ইউক্রেনের বহু ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সুবিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

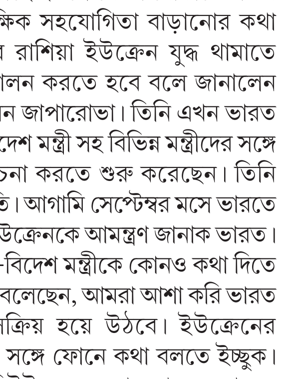

তোমার নজর যদি অন্যের কেবল খারাপটাই দেখে, তবে তুমি কখনই কাউকে ভালোবাসতে পারবেনা। আর যে সৎ দেখতে পারে না সে কখনই সৎ হয় না। যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনিই পরম পুরুষ। ধর্ম কখনও বহু হয় না ধর্ম একই আর তার কোনো প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমনিকি যত মানুষ তত মত হতে পারে কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে। সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয়.তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। কোনো মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃত পক্ষে কোনো বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমের বিভিন্নতা বলেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব । হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও সবগুলি এক একটি মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

১৭৫ বর্ষের বেথুন স্কুল নির্মাণে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের অবদান অনস্বীকার্য

'বিশেষ প্রতিবেদক

কলকাতার বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৪৯ সালে। প্রথমে এই স্কুল শুরু হয় দক্ষিণারঞ্জন মুখো পাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায়। তখন এই স্কুলের নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। পরে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে একটি জমি দান করেন স্কুল ভবন নির্মাণ করার জন্য। এই স্কুল তৈরি করার জন্য সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় একেবারে উদাসীন ছিলেন না। তিনি বেথুন স্কুলের জন্য একটি মন্ত্র লিখিত আকারে দিয়েছিলেন যা আজও এই স্কুলের আদর্শ মন্ত্র হিসাবে খ্যাত-''কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াভিযত্নতঃ''। আমরা পর পর কয়েকজন স্বনাম ধন্য বক্তিদের নিয়ে আলোচনা করবো যাঁরা এই স্কুল নির্মাণ করতে সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে এসেছিলেন। তখন কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কাব্যে এই স্কুল নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করলেও তিনি এই স্কুল গড়ার অন্যতম সমর্থক হন। সমাজে তখন এই স্কুল নিয়ে বিরোধিতার চোরাস্রোত বইতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে সেই সময়ে বেথুন সাহেব বাংলার লাট সাহেব ''লর্ড লিটলার'' এর সাহায্য এবং সমর্থন পেয়েছিলেন। যদি এ ব্যাপারে লর্ড ডালহৌসি আগেই বেথুনকে মানসিক উৎসাহ দিয়ে গিয়েছিলেন। এ বারে আমরা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ২ অক্টোবর ১৮১৪ সালে। তাঁর জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটপাড়া। এক সময়ে এই ভাটপাড়ায় বহু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সেখানে বহু সংস্কৃত টোল ছিল। বহু পণ্ডিত মানুষেরা সেখানে বসবাস করতেন। ভাটপাড়ার শিক্ষার খ্যাতি তখন সারা বাংলা দেশ অতিক্রম করে বিহারের মিথিলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পিতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির ঘরজামাই ছিলেন। ঘর জামাই থাকলেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলাফেরা করতেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় হেয়ার স্কুল এবং হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি যখন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন সেখানকার শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ডিরোজিও তখন বিতর্কিত শিক্ষক। তিনি একটি গোষ্ঠী তৈরি করলেন তার নামকরণ করা হল 'ইয়ং বেঙ্গল'। এই 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতেন ডিরোজিও। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি আবার হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি নির্ভর সংগ্রাম করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, জীবনে যা কিছু গ্রহণ করবে তাকে যুক্তির আতস কাচের মধ্যে ফেলে দিয়ে সত্য প্রত্যক্ষ করে তবেই তাকে গ্রহণ করবে। মিথ্যা বা মিথ বিষয়ক কোনও কাহিনীকে বা সমাজ ব্যবস্থা বা কুরীতিনীতিকে গ্রহণ করবে না। দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন এই 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। তিনি আবার এই গোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তাঁর বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সমর্থন করতে শুরু করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ব্রাহ্মণ হয়ে কী করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন তা নিয়ে রক্ষণশীল মহলে উত্তেজিত হতে শুরু করেছিল। কৃষ্ণমোহনের খ্রিস্টান হওয়াটা সমাজ মেনে নিতে পারেনি। তারা এর জন্য পুরো দোষটা ঘাড়ে চাপতে চেষ্টা করে ডিরোজির ওপরে। প্রচার করা হল যে ডিরোজিও হিন্দু স্কুলে ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছেন। এই শিক্ষককে আর বেশি দিন শিক্ষক হিসাবে স্কুলে রাখা চলবে না। রক্ষণশীলপন্থীরা ঠিক করলো যে ডিরোজিওকে হিন্দু স্কুল থেকে বিতারিত করতে হবে। ছাত্র অবস্থায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৩১ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকায় তিনি সমাজকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষার জ্ঞান গ্রহণ করা কথা ব্যক্ত করতেন। রক্ষণশীল মানুষকে উদারপন্থী করে তোলার জন্য তিনি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কুসংস্কার ধর্ম নীতি এবং সমাজ নীতি থেকে বের হয়ে মুক্ত মানুষ গড়ে তোলার ব্রতী হন। তাঁর পত্রিকা সেই সময়ে সমাজ কুসংস্কার থেকে শুরু করে বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। এই পত্রিকাটি পরে দ্বিভাষিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশ করার দমন নীতির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি কলকাতা পুরসভার প্রথম ভারতীয় সংগ্রাহক হিসাবে কাজ করেন। তরে পরে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে কাজ করেছেন।

জন সেবার কাজের জন্য ডেভিড হেয়ারের হাতে ষাট হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন। তা ডেভিড হেয়ার সাবেহ পরিশোধ করতে পারেননি। সেই কারণে দক্ষিণারঞ্জনকে কিছু জমি

দিয়েছিলেন। সেই জমি দান করেন তিনি বেথুন সাহেবকে স্কুল তৈরি করার জন্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখো পাধ্যায় স্বয়ং হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী থাকলেও হিন্দু ধর্মের প্রচলিত ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান করতেন। তার উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে তিনি বিধবা বিবাহ করেছিলেন। বিধবা বিবাহ করতে কোনও বাধা নেই তা তিনি স্বয়ং অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই সেই সময়ে তিনি এই করম কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই বিবাহকে কেন্দ্র করে সমাজে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যে করেই হোক দক্ষিণারঞ্জনকে এই ধর্মীয় রীতিনীতি বর্হিভূত বিবাহকে রদ করতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা কিন্তু বন্ধ করে দিতে পারেনি।। জানা গিয়েছিল যে বর্ধমানে মহারাজা তেজচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর দক্ষিণারঞ্জন কিছু আইনী বিবাদ নিয়ে বর্ধমানে মহারাজার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তেজচন্দ্রের অষ্টম স্ত্রী যুবতী সদ্য বিধবা। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন। আইনী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলাকালীন মনের আদান প্রদান ঘটে যায় তেজচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী বসন্ত কুমারীর সঙ্গে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাঁরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁকে আইনী মতে বিবাহ করেন। পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন এবং বসন্তী কুমারী। কিন্তু বসন্তী কুমারীর পিতা প্রাণচাঁদ কাপুর এই বিবাহকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি লোক লস্কর দিয়ে বসন্তী কুমারীকে পাকড়াও করেন। পিতার হেফাজত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন বসন্তী কুমারী। ১৮৫১ সালে পিতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বসন্তী কুমারী স্বামী দক্ষিণারঞ্জনকে সঙ্গে করে নিয়ে লখনইতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তখন উভয়ের প্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জানতে পারা গিয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা দক্ষিণারঞ্জনকে পরামর্শ দিয়েছিল বাংলায় না থেকে অন্য কোথা গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বসাবস করতে। তাহলে বসন্তী কুমারীর পিতা আর আক্রমণ করতে পারবে না। তাঁদের নাগাল পাবে না। স্ত্রীর পিতার নাগালের বাইরে থাকবেন তাঁরা। তবেই জীবন রক্ষা পাওয়া সম্ভব। নাহলে কিন্তু সুযোগ বুঝে পিতার তাঁদের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে কসুর করবে না। মেয়ের পালিয়ে গিয়ে আবার দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসবাস করার ইচ্ছাকে একেবারে দমন করে দেওয়ার জন্য হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে পিছু হটে আসবে না এটা পরিস্কার করে দিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। তার ফলে রাজা দক্ষিণারঞ্জন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি আর বাংলায় থাকবেন না। স্ত্রী বসন্তী কুমারীকে সঙ্গে নিয়ে লখনইতে চলে যাবেন। সেখানে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি খুবই শক্তিশালী এবং ব্রিটিশ পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয়। বসন্তী কুমারীর পিতা প্রাণ চাঁদ কাপুরে সাহস হবে না লখউনতে এসে বসন্তী কুমারী এবং দক্ষিণারঞ্জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার যতই তাঁর শক্তিশালী লেঠেল বাহিনী থাকুক। ব্রিটিশ সরকার অভয় দান করলে তিনি সেখানে চলে যান। তখন বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়নি। জোরদার আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করা ঘোরতর অন্যায় তা নিয়ে রক্ষণশীলপন্থীরা জোরদার বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল। এদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পুরাণ এবং শাস্ত্র থেকে বিধবা বিবাহ বৈধ তার বিচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে ইংরেজ সরকার বিধবা বিবাহ আইন তৈরি করে দক্ষিণারঞ্জনের বিধবা বিবাহ করার প্রায় বছর চারেক পড়ে।

বিধবা বিবাহ আইন চালু হওয়ার আগেই ১৮৫১ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হল। ব্রিটিশ সরকারকে বিতারিত করার ষড়যন্ত্র তৈরি করা হল। কিন্তু সেই সময়ে বাংলার বিশিষ্টজনেরা সিপাহী বিদ্রোহকে মদত দিতে নারাজ ছিলেন। তার ফলে সিপাহীরা বিদ্রোহ করলেও ব্রিটিশ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারেনি। সেই সময়কার শিক্ষিত সমাজ সিপাহীদের এই বিদ্রোহের মধ্যে উৎশৃঙ্খলা দেখতে পেয়েছিল। তারা অনুভব করতে শুরু করে ছিলেন যে এখনই ব্রিটিশ সরকারে ভারত থেকে বিতারিত করলে সারা ভারত জুড়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে। সেই কারণে ভারতের পণ্ডিত সমজ সিপাহীদের বিদ্রোহে সমর্থন করতে পারেনি। তার ফলে এই বিদ্রোহ অচিরেই পতন ঘটে। ব্রিটিশরা কঠিন হাতে এই বিদ্রোহকে দমন করে ফেলেছিল। সিপাহী বিদ্রোহসহ ব্রিটিশ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য ১৮৫৯ সালে শঙ্করপুরের বিদ্রোহী তালুকদারের বাজেয়াপ্ত তালুক লাভ করেন। দক্ষিণারঞ্জন তিনি লখনউয়ের অবৈতনিক কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন। অযোধ্যার তদানীন্তন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের বিখ্যাত প্রমোদ উদ্যানে ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কলেজের আইন এবং সংস্কৃত পড়ানোর জন্য তিনি তাঁর বন্ধু রাজকুমার সর্বাধিকারীকে আহ্বান করেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে 'লখনৌ টাইমস', 'সমাচার হিন্দুস্তানী' ও 'ভারত পত্রিকা' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। অযোধ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সমিতি (১৮৬১) এবং লখনউ ক্যানিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা তাঁর অন্যতম কীর্তি ছিল। তিনি সেখানে প্রাদেশিক সরকার গঠন করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। সেই কারণে সম্ভবত তখনকার রাজপুষদের কাছে তাঁর প্রভব প্রতিপত্তি নষ্ট হতে থাকে। ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো তাঁকে রাজা উপাধি দেন। ১৫ জুলাই ১৮৭৮ সালে লখনউতে পরলোকগমন করেছিলেন। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে যগের প্রয়োজন বাংলায় বহু মনীষীরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে বাংলার প্রভূত উন্নতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতাবদী থেকে উনবিংশ শতাব্দীকে বলা যেতে পারে বাংলরা জাগরণের যুগ। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের খোলস থেকে বের হয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে বাংলা। সেই আধুনিক যুগটা এসেছিল ইংরেজদের হাত ধরেই। তাদের বাংলায় আগমনের ফলে বাংলায় শুরু হয়েছিল নবজাগরণ। এই নবজাগরণের একটি মূল্যবান সফল হলো বেথুন স্কুল। আজকে সেই বেথুন স্কুল ১৭৫ বছরে পা দিল। এটা বাংলার গর্বের বিষয় বলা যেতে পারে। সারা বাংলার অহঙ্কার।

শীতের বাজার আলো করছে কপি-মুলো

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ শীত পড়ছে, সামনের সপ্তাহেই আরও জাঁকিয়ে পড়বে শীত আবহাওয়া দপ্তর বলে দিয়েছে, তাই সবজির কথা ভেবে রান্নাঘরের লোকেরা ফাঁপিয়ে উঠছে। বিশেষত পঞ্চাশ-পেরনো বাঙালিদের স্মৃতিতে, ফিরে আসতেই পারে, হয়তো আরও অনেক মনকেমনের পরদা সরিয়ে, শীত-অশনের নস্ট্যালজিয়া। কোথায় গেল ঝাঁজালো সরষের তেল অঙ্গে মাখা সেই নিখাদ চন্দ্রমুখীর আলুভাতে, তার নরম-নধর শরীর ও স্বাদ নিয়ে? সেই শরীরে টাটকা কাঁচালঙ্কার উত্তাপ ও আবেদন? আর কি কখনও শীত-রাত্রে বাঙালি ফিরে পাবে গরম রুটির সঙ্গে সাদা মাকড়া বেগুনের রাজযোটক সখ্য? বাঙালির জীবনে আর কোনও শীত কি ফিরিয়ে আনবে পালং-মুলোর আটপৌরে চচ্চড়ির পুরনো সেই স্বাদ?

শীতের নানা ধরনের কপিও আছে বাজারজুড়ে। কিন্তু তাদের স্বাভাবিক স্বাদ বাঙালির পাতে এখন আর থাকে না বললেই চলে। আর, শীতের সেই সবুজ টাটকা রসালো মৃদু-মিষ্টি কড়াইশুঁটি, যা এখন পাওয়া যায় বরফ-ঠান্ডা প্যাকেটে, বিপুল বিস্বাদে সমস্ত ঋতুতেই- কোথায় কবে কীভাবে হারিয়ে গেল তারা সন্ধেবেলা বাঙালির মুড়ি থেকে চপ সঙ্গে সেই ঝাল কাঁচা লঙ্কা। বর্তমানে দাম শুনেই মানুষের স্বাদ মিটে যায় বললেই চলে। কারণ বাজারে কোনও কিছুই আর আগের মতো সস্তা নেই। যাতে হাত দেবেন তাতেই যেন ছেঁকা লেগে যায়। সাধারম মানুষ সেই পুরানো স্মৃতি ফিরে পাবার আশায় বুক বাঁধলেও তা ফিরে কি আসে। কখনই না। প্রসাসন যতই কড়াকড়ি করুক না বাজার সেই একই জায়গায় থেকে গিয়েছে। চলতি কথায় বললে বলা যাবে হাতের বাইরে। শীতের সবজির এই অন্তর্ধান রসহ্য ভেদ করতে প্রয়োজন একজন ডিকেটটিভের। কোনও খাঁটি কলকাতাবাসীর স্মৃতিতে যে ৩০-৪০ বছর আগের বাঙালির পাতে সবজির স্বর্গস্বাদ জেগে আছে, তাতেও সন্দেহ নেই। শীতের বাজারে কতরকমের শাক! নটে, পাট, সরষে, শুষনি, ব্রাহ্মী, মেথি-

কোথায় গেল সেই বর্ণময়তা, জীবন্ত স্বাদপ্রবাহ? তবে এই একটি ব্যাপারে উত্তর আমাদের জানা। 'সবই তো হাইব্রিড। সেই স্বাদ-গন্ধ পাবো কোথায়? আর ফিরবে বলেও মনে হয় না।' এর পর ফেলুদা কি বলবে, তও আন্দাজ করা যায়। বেশির ভাগ বাঙালির সঙ্গে ফেলুদার এই নস্ট্যালজিয়া মিলবে। 'গরম শিঙাড়া, তাও তো প্রায় ঘুচেছে বাঙালি-জীবন থেকে। এখন যা পাওয়া যায়, তা অবাঙালি সামোসা, শরীর পালোয়ানের মতো, পেটে কালোমরিচের পুর। হরিহর পাড়ায় একটা নতুন খাঁটি বাঙালি শিঙাড়ার দোকান হয়েছে। অনেকদিন পর খেলাম। শিঙাড়ার খোলটা সেই আগের দিনের মতো, পাতলা, সোনালি, খাস্তা। ভিতরে পুরটা মরিচে কালো নয়, হালকা হলুদ, কাঁচালঙ্কার অল্প টাচ, একটা কিসমিস, আর টিকটিকির লেজের মতো সরু আনমিসটেকেবল ফুলকপি- ওটাই হল গিয়ে বাঙালি শিঙাড়ার সিগনেচার, চট করে আর পাওয়া যায় কি।' শীত এলে আরও এক নস্ট্যালজিয়া বাঙালি-মনে আসে বইকি। অশনের নয়, বসনের। প্রসঙ্গত, পুরনো বাঙালিদের মনে আসতে পারে শাল গায়ে ধুতি পরা বাবুদের। ওই আলো বাঙালির শীতকালীন আড্ডা থেকে বিদায় নিয়েছে। শীতের লাবণ্যকেও হারিয়েছি আমরা বহু দিন। সে বেঁচে আছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। চট করে পাওয়া যাবে পুরনো বাঙালির নস্ট্যালজিয়ার আলোয়ানের শাড়ি। বাঙালি বহু দিন থেকেই নিজেদের সেই পুরানো ইতিহাস আজ একপ্রকার ভুলতে বসেছে। কেন জানি না মনে হয় তারা বোধহয় নতুনকে নেওয়ার চেষ্টা করে পুরানোকে ভুলে যাবার পথ ধরেছে। তবে একানে একটা কথা বলতেই হয়, বাঙালি সেই বাঙালি আছে কি। কেন না বাঙালির আড্ডায় আজ আর চপ সিঙ্গারা বা বেগুনির খোঁজ পাওয়া মুশকিল। সেখানে এসেছে পশ্চিমী খাবার। পিজা,বার্গার ইত্যিদি ইত্যাদি। যদিও এদের আর বিদেশি খাবার বলা যাবে না। কারণ বললেই কেউ কেউ তর্ক জুড়ে দেবে। দাম যত্য হোক না কেন কেউ কেউ রয়েছেন এগুলো না হলে তাদের মুড ভালো হয় না। আসলে আমরা পুরানো দিনের সেই খাবারদাবারের কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। যদিও বাজার দাম আমাদের ভাবায়। তবুও প্রশ্ন হচ্ছে কেন আমরা পুরানো সেই দিনের কথা বা পুরানো সেই দিনের খাবারের বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়ে থাকবো। এখনও কেউ কেউ সেই পুরানো দিনে ফিরে গিয়ে দেখতে চান দিনটা কেমন ছিল। কিন্তু বাকিরা তা করেন কি। উত্তর না। আমরা নতুন দিনের আদবকায়দায এমন ভাবে আস্টেপিষ্ঠে মিশে গিয়েছি যে সেখান থেকে বের হতে পারছি না। শীত মানেই এখন বিয়ার বারে গিয়ে নেশাদ্রব্য গ্রহণ স্টাইল হয়ে দাড়িয়েছে। সেই ধোঁয়া ওঠা চায়ে চুমুক দিয়ে তার তৃপ্তিটা পাওয়া আমরা ভুলতে বসেছি। তাই সময় এসেছে পুরানো দিন ফিরিয়ে আনার। আমাদের সেই পুরানো দিন ফিরিয়ে আনতে হলে সকলকে একত্রিত হতে হবো। সবজির বাজারের সেই পুরানো আনন্দ ফিরিয়ে আনতে সবার াগে যেটা প্রয়োজন সেটা হল চাষিদের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনা। তারা যদি হাসে তবেই সব কিছু ঠিক থাকবে বা হবে। তার আগে ফরেদের মাঝখান থেকে সরাতে হবে। আজ তাদের জন্যই তো বাজারের সব কিছুর এত দাম। তারাই তো চাষিদের কাছ থেকে সব কিছু কম দামে কিনে নিয়ে বাজারের বেশি দামে বিক্রি করে থাকেন। তাদের হাত থেকে বাজারের এই দায়িত্ব কেড়ে নিতে হবে। তাদের শাস্তির ব্যবস্থা না করতে পারলে এভাবেই সব কিছু হবে আর মানুষ ঠকতে থাকবে। তাই সবার আগে তাদের সরিয়ে সঠিক ভাবে বাজার কন্টোল করতে পারলেই কেল্লা ফতে।

বাংলা চলচ্চিত্রের দাপুটে অভিনেতা শ্রদ্ধেয় কমল মিত্রের শুভ জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য

কমল মিত্র ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি অভিনেতা যিনি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ৯০ টির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ছবি বিশ্বাস (১৯০০ - ১৯৬২) এবং পাহাড়ী সান্যাল (১৯০৬ - ১৯৭৪) সহ তিনি বাংলা সাদা-কালো পর্দায় ৫০ এবং ৬০ এর দশকে অধিকাংশ মধ্য বয়স্ক চরিত্রে আধিপত্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তার সফলতা ৭০ দশকেও একইভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে। যদিও তিনি উত্তম কুমার এবং তনুজা অভিনীত, ১৯৬৩ সালের জনপ্রিয় বাংলা চলচ্চিত্র দেয়া নেওয়াতে, বি.কে.আর. এর ভূমিকার জন্য স্মরণীয় (প্রখ্যাত প্রশান্ত' (উত্তম কুমার, নায়কের বাবা), কমল মিত্র বিশিষ্ট পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনীতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। মথুরা এবং ভগবান কৃষ্ণের মাতুলকে নিয়ে চলচ্চিত্র কংসতে, তার কংস এর চরিত্রে অভিনয়, একটি কিংবদন্তি নেতিবাচক চরিত্রে, একজন অভিনেতা দ্বারা সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স হিসাবে গণ্য করা হয়। এই চলচ্চিত্রে তিনি মূল চরিত্রের অন্তরের বেদনা ও বাহ্যিক ক্রোধ ফুটিয়ে তুলেছেন যা আজও অতুলনীয় হয়ে রয়ে গেছে। তিনি চলচ্চিত্র কর্মজীবনের শুরুতে সমান দক্ষ ছিলেন, মহিষাসুর বধের চরিত্রে মহিষাসুর চরিত্রে অভিনয় করেন। আত্মোতসর্গ, ভক্তি এবং কঠোর পরিশ্রমের দৃষ্টান্তসরূপ তাকে স্মরণ ও সম্মান করা হয়। লৌহ কপাট (গল্প জরাসন্ধ নির্দেশনা তপন সিনহা) বদর মুন্সি তে তার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নিজের জন্য চিরস্থায়ী স্থান তৈরি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র গুলি হলঃ-নীলাঙ্গুরীয়, মহিষাসুর বধ,সব্যসাচী, বিদ্যাসাগর, আনন্দ মঠ,জিজ্ঞাসা,অগ্নিপরীক্ষা,শিল্পী, শাপমোচন,কংস,সাত নম্বর বাড়ি,পথের দাবী,বন্ধু,পরশপাথর,একটি রাত, নব বিধান,লৌহ কপাট,সাগরিকা,সবার ওপরে,হাসপাতাল,যমলায়ে জীবন্ত মানুষ, সূর্যতোরন, আসিতে আসিও না, বিভাষ,ভানু পেলো লটারি,দেয়া নেয়া, থানা থেকে আসছি,শেষ অঙ্ক,চিরদিনের,বর্ণালী,পরিনীতা,কাল তুমি আলেয়া,মনিহার,জীবন মৃত্যু,সবরমতি,পিতাপুত্র,তিন ভুবনের পারে, হারমোনিয়াম, ফুলু ঠাকুরমা, রৌদ্রচ্ছায়া, আরো একজন, অসাধারন, দক্ষযজ্ঞ।

নাবালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, শোকের ছায়া এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ১৫ বছরের এক নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের গোকুল এলাকায়। সোমবার সকালে জামালপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করে।

মৃত ওই নাবালকের নাম প্রদীপ ঘোষ ১৫ বছর বয়স গোকুল এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ পুলিশ মর্গে নিয়ে যাবে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত্রে সবার সাথে খাওয়া দাওয়া করে ঘরে শুতে যায়, সোমবার সকালে তথা সোমবার দিন সকালে ঘরের দরজা দীর্ঘক্ষণ না খোলাতে বারবার ডাকার পরে সাড়া না পেয়ে ঘরের দরজা খুলে দেখতে পায় ঝুলন্ত অবস্থায় সিলিং এর সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দড়ির সাথে ঝুলছে। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজনকে ডাকা হয় এবং পুলিশকে ডাকা হয় পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করে জামালপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠাবে বলে পুলিশ ও পরিবার জানিয়েছে। হঠাৎ কি কারণে এই আত্মহত্যার সেই বিষয় নিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে বেশি কিছু জানাতে পারেনি।

১৮১ তম পৌষ উৎসবের সূচনা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট শান্তিনিকেতনে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্য মেনে গৌর প্রাঙ্গণে ভোরবেলা বৈতালিক, সানাই, উপাসনার মাধ্যমে সূচনা হল ১৮১ তম পৌষ উৎসব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সোরেণ, বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ সহ বিভিন্ন ভবনের ছাত্রছাত্রী, আশ্রমিক, অধ্যাপক কর্মীবৃন্দ। সোমবার থেকে পূর্বপল্লির মাঠে শুরুতেই পৌষমেলা হয়ে দাঁড়াল মিলনক্ষেত্র। এদিন সকালে বৈতালিকের মাধ্যমে বোলপুরে সূচনা হয় পৌষমেলা। ১৮০০ দোকান নিয়ে শুরু হল মেলা। চলবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পরিবেশ বান্ধব পৌষমেলা। গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌষমেলার অনুষ্ঠান সূচী প্রকাশ করে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনিক স্তরে সমস্ত ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। থাকছে তিনশোর বেশি পুলিশ। ওয়াচ টাওয়ার, ড্রপগেট, পর্যটকদের গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। থাকছে বায়োটয়লেটের ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, মাঝে কয়েক বছর বিশ্বভারতী মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই রাজ্যসরকার নিজস্ব উদ্যোগে বিকল্প পৌষমেলার আয়োজন করে। এবারও ঐতিহ্য মেনে ২২ ডিসেম্বর রবিবার রাত ন'টায় গৌরপ্রাঙ্গনে বৈতালিক অনুষ্ঠান এবং রাত সাড়ে ন'টায় শান্তিনিকেতন গৃহে সানাই বাদনের মধ্য দিয়ে সূচনা হচ্ছে পৌষ উৎসব ও পৌষমেলা। তবে গ্রীন ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞার গেরোয় হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী আতশবাজি। এবার এই মেলার আরেকটি আকর্ষণ হলো আশ্রম প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কর্ণার এবং এমনকি খ্রীষ্টোৎসবে মন্দিরেও থাকছে একই ব্যবস্থা। এবারও গ্রামীণ হস্তশিল্প ও লোকশিল্পের প্রসারে থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাইবেশে নাচ, কীর্তণ, বাউল, যাত্রা সহ বিভিন্ন লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণের সংস্কৃতিমঞ্চে। ৮ পৌষ থাকছে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব। ৯ পৌষ থাকছে পরলোক গত আশ্রমবাসীদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিবাসর। অনলাইনে বুকিং সম্পূর্ণ। ২০১৯ সালে প্রথম অন লাইন বুকিং হয়। সেই সময়কার আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবার। প্রায় আঠারোশোটি স্টল থাকবে এবারের পৌষমেলায়। প্রথম দিনেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার স্টল বিক্রি করে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। এই বার কয়েক কোটি টাকা ট্রাস্টের তহবিলে ঢুকবে বলে, সূত্রের খবর। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ছয়দিনের মেলা হবে। মেলায় ক্ষুদ্র হস্তশিল্প ও লোকশিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিশ্বভারতীর অধ্যাপিকা সবুজ কলি সেন বলেন, বরাবর গ্রামীন মেলার পক্ষপাতী ছিলেন গুরুদেব। ১৮৯৪ সালে সাতই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষার দিন শান্তিনিকেতনে এই মেলার পত্তন। তার আগে কোলকাতার পানিহাটির পেনেটির বাগানে এর শুভসূচনা উৎসব আকারে হয়। শান্তিনিকেতনে মন্দিরের সামনে এই মেলা বসে। পরে একষট্টি সালে কবির শতবর্ষে যার স্থান হয় মেলার স্থান হয় মেলার মাঠে। তেতাল্লিশে দুর্ভিক্ষ, সাতচল্লিশে সাম্প্রদায়িক হানাহানির আশঙ্কা এবং বিগত দুইবছরে কোভিড সংক্রমণের কারণে এই মেলা বন্ধ থাকে। তাছাড়া কোনদিন এই মেলা বন্ধ হয় নি। শিলাইদহে থাকাকালীনও কবি দু'দুটো মেলা রাজরাজেশ্বরী ও কাত্যায়নী মেলার আয়োজন করেন। তাই বোঝা যাচ্ছে কবির কাছে মেলার গুরুত্ব কতছিল। এই মেলা কবির পিতৃদেব পত্তন করার পর, কবি নিজে শ্রীনিকেতন মেলার সূচনা করেন। কবি সমাজকে নিয়ে চলতে চেয়েছেন। কবির কাছে মেলার অর্থ ছিল মানুষের সাথে মানুষের মহা মিলন। তাঁর শান্তিনিকেতন প্রবন্ধে 'সারারাত ধরে লোকের আনাগোনার বিবরণ' আছে। এক আশ্রমিক জানান, গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায় আর মেলার উপর ছিল কবির অপত্য স্নেহ। এই পৌষমেলায় কবির সেই ভাবনার ছাপ এবার দেখতে পাওয়া যাবে। এবারেও মেলায় দোকানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। দূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে মেলা চলবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএল-৭৫-২৪, তারিখ ২০.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্সধারী এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিসন ঃ আসানসোল ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশন, প্রবেশ পথ, চারপাশের এলাকা, ইয়ার্ড, পরিষেবা ভবনে আলোকিতকরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,০৪,৪২,১৯৪.০৬ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ৪,৫২,২০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টায়। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।

ASN-280/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সান্তাক্লজের ভূমিকায় উপস্থিত হুগলি জেলা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ডক্টর সুবীর মুখার্জি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ রাত পোহালেই বড়দিন অর্থাৎ বুধবার বড়দিন উপলক্ষ্যে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে লুই- ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুলে সোমবার দুপুরে হঠাৎ সান্তাক্লজের ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ও

বিশিষ্ট সমাজসেবী সুবীর মুখার্জিকে। এই স্কুলের ছোট ছোট শিশুদের হাতে কেক পেস্ট্রি -চকলেট পানীয় জলের বোতল তুলে দিলেন কয়েকশো শিশুদের হাতে। তিনি তুলে দিলেন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডি এম ইউ সুদীপ্তা মজুমদার ও সুবীরবাবুর কন্যা রিয়া মুখার্জি এবং সুবীরবাবুর টিম জানা গেল তিনি প্রত্যেক বছর বড় দিনের আগে লুই ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুল ইটভাটা স্টেশন জেলা চাইল্ড লাইন সেন্টারে গিয়ে সান্তা ক্লজের ভূমিকায় উপস্থিত থেকে তাদের হাতে চকলেট পেস্ট্রি- কেক পানীয় জলের বোতল বিতরণ করেন এবং শিশুরা খুব খুশির সঙ্গে তা গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে সান্টা ক্লজ রূপে জেলা পরিষদ শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সুবীর মুখার্জি জানালেন, বড় দিনের আগে আমি সান্তা ক্লজ এর ভূমিকায় শিশুদের কাছে আসি এদিন উত্তরপাড়ার মাখলা লুই ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুলে এসে শিশুদের হাতে চকলেট সহ নানা জিনিসপত্র তুলে দিলাম এর আগে আমি শ্রীরামপুরে চাইল্ড লাইন সেন্টারে গিয়ে শিশুদের হাতে এসব তুলে দিয়ে আসি। এছাড়া স্টেশনে ইটভাটা সহ নানান জায়গায় গিয়ে শিশুদের হাতে তুলে দিই জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডিএমইউ সুদীপ্ত মজুমদার বললেন, সুবীরবাবু প্রত্যেক বছর শান্তা ক্লজ ভূমিকায় এসে শিশুদের হাতে চকলেট- পেস্ট্রি পানীয় জলের বোতল তুলে দেন। চাইল্ড লাইন সেন্টারে গিয়ে ডিজেবল শিশুদের হাতে সেইসব তুলে দিলেন খুব ভালো লাগলো। তিনি সমাজেরও অনেক কাজ করেন তিনি শিক্ষা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ।

ডুয়ার্সে আসছে এশিয়ান ফোক ফেস্টঃ জনজাতি সংস্কৃতির এক মহা উৎসব

দুরন্ত বার্তা, ক্রান্তি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ডুয়ার্সের বুক জুড়ে এবার বাজতে চলেছে এশিয়ান ফোক ফেস্টের সুর। লাটাগুড়ি রিসোর্ট অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মহোৎসব চলবে আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত, একসঙ্গে জনজাতি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে এবার ডুয়ার্স রূপ নেবে এক সাংস্কৃতিক মিলনস্থলে। লাটাগুড়ি রিসোর্ট অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি দেবেন্দু দেব জানিয়েছেন, এশিয়ান ফোক ফেস্টের যাত্রা শুরু হয়েছিল গত বছর থেকে। উদ্যোক্তাদের মতে, এই উৎসবের প্রধান লক্ষ্য হল ডুয়ার্সে আসা অসংখ্য পর্যটকের কাছে এখানকার জনজাতি সংস্কৃতি ও খাদ্যরীতি তুলে ধরা। ডুয়ার্সে এমন অনেক জনজাতি সম্প্রদায় রয়েছে, যাঁদের জীবনযাপন, শিল্পকলা, এবং রান্নার বৈচিত্র্য চমকে দেওয়ার মতো। এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা সেই রঙিন সংস্কৃতি সবার সামনে তুলে ধরতে চাই, বললেন দেবেন্দু দেব। উৎসবের আরও বড় আকর্ষণ হল এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিল্পীদের অংশগ্রহণ। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১০০ জনেরও বেশি শিল্পী তাঁদের নাচ, গান এবং লোকসংস্কৃতি পরিবেশন করবেন। দেবেন্দুবাবু জানিয়েছেন, এই উৎসব কেবল পর্যটকদের বিনোদন নয়, বরং জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্যও একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ। এটি তাঁদের শিল্প ও ঐতিহ্যের প্রচারেও সাহায্য করবে। উৎসবে পর্যটকদের জন্য থাকবে স্থানীয় জনজাতির রান্না করা বিশেষ খাবারের আসর। সরাসরি স্থানীয়দের হাতে তৈরি হওয়া ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমন 'আলু থুকপা' থেকে 'চান্বা'-সবই মিলবে এই উৎসবে। লাটাগুড়ির সংস্কৃতির নয়া দিগন্ত ডুয়ার্সের এই এশিয়ান ফোক ফেস্ট শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, বরং এটি স্থানীয় জনজাতি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের পথে এক বড় পদক্ষেপ। তাই নতুন বছর শুরুর আগে ডুয়ার্সের এই ঐতিহ্যের সুরে মেতে ওঠার জন্য প্রস্তুত হনই শীতে ডুয়ার্সের অরণ্যে এসে মিশে যান জনজাতি সুরের সাথে। আসুন, একসঙ্গে উপভোগ করি এশিয়ান ফোক ফেস্টের রঙিন আয়োজন।

বড়দিনে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর ২২৪ পরিষেবা চালাবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! নীল লাইন ২৫.১২.২০২৪ তারিখে পার্ক স্ট্রিট এবং সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করা সকলের সুবিধার জন্য অর্থাৎ ক্রিসমাস, মেট্রো ব্লু লাইনে গভীর রাতে পরিষেবা পরিচালনা করতে চলেছে। কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত শেষ পরিষেবা ২৩.০০ টায় ছাড়বে। এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের শেষ পরিষেবা ২২.৫৩ টায় ছাড়বে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য সেদিন। মেট্রো পরিষেবা ১৫.০০ ঘন্টা থেকে ৭ মিনিটের ব্যবধানে পরিচালিত হবে। ২০.০০ ঘন্টা পর্যন্ত। সেদিন ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা ০৬.৫০ ঘন্টা থেকে শুরু হবে, যেটি ছুটির দিন এবং ২২৪ টি পরিষেবা (১১২ আপ এবং ১১২ ডাউন) এই করিডোরের পুরো অংশে পরিচালিত হবে। প্রথম পরিষেবাঃ ০৬.৫০ টায়। নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ (কোন পরিবর্তন নেই) ০৬.৫০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ০৬.৫৫ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ০৬.৫৫ টায় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) শেষ পরিষেবাঃ - দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ২২.৫৩ টায় (২১.৩৩ ঘন্টার পরিবর্তে) কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ২২.৪৯ টায় (২১.৩০ ঘন্টার পরিবর্তে) কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত ২৩.০০ টায় (২১.৪০ ঘন্টার পরিবর্তে) ব্লু লাইনে রাত ১০.৪০ টায় বিশেষ রাতের মেট্রো পরিষেবা সেদিন উপলব্ধ থাকবে না। গ্রীন লাইন-১ মেট্রো ০৬.৫৫ ঘন্টা থেকে ৯০ টি পরিষেবা (৪৫ আপ এবং ৪৫ ডাউন) পরিচালনা করবে। ১০৬ টি দৈনিক পরিষেবার পরিবর্তে ২০ মিনিটের ব্যবধানে ২১.৪০ ঘন্টা পর্যন্ত। প্রথম পরিষেবাঃ ০৬.৫৫ টায় শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ০৭.০৫ টায়। সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) শেষ পরিষেবা ঃ ২১.৩৫ টায়। শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ২১.৪০ টায়। সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ওইদিন গ্রিন লাইন-২, পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনে সাধারণ সেবা পাওয়া যাবে।

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৬৭৪১৯০, তারিখ ০৭.১২.২০২৪। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দরপ্রস্তাবের বিশদ (দফার বিভাগ) ঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - দুই বছরের জন্য হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে ফলাফলের ভিত্তিতে বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত পরিচালনা এবং সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ও প্লাস্টিক বেইলিং মেশিনের সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। **সমতুল বিভাগ ঃ** (i) পরিষ্কার, স্যানিটেশন এবং জীবাণুনাশ করার পরিষেবা - ফলাফলের ভিত্তিতে। (ii) বায়োমেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবা। (iii) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবাতে সংগ্রহ এবং অপসারণের কাজ। (iv) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবা। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট দর। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ৪৩,৮৫,২৭৬ টাকা। **দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষ তারিখ/সময় ঃ** ২৮.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২৮.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ১২০ (দিন)। **কার্যালয়ের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসন। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ২২ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, অতিরিক্ত নথি ১ (এটিসিতে অনুরোধ কৃত)। *যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনার দেখাতে চান কি?** হ্যাঁ। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন। **বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **বায়না অর্থ ঃ** ৮৭,৭০৬ টাকা। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস)ঃ** ২৬

HWH-503/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

প্রধানমন্ত্রীর রোজগার মেলা, বেকারত্ব থেকে মুক্তি ২৬৪ জনের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত বিএসএফের রাধাবাড়ি সেক্টরের দফতরে সমগ্র দেশের সঙ্গে আয়োজন করা হয় রোজগার মেলার। মূল অনুষ্ঠানটি দিল্লি থেকে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অঞ্চলের অনুষ্ঠানটিতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার।

এদিনের এই রোজগার মেলা থেকে যুবক যুবতী মিলিয়ে মোট ২৬৪ জনের কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে কর্মসংস্থান হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া সুইটি শর্মা বলেন, আজ খুব গর্ব অনুভব হচ্ছে , কারন বিএসএফে যোগদান করে দেশ সেবার কাজ করতে পারবো, সুইটি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার কৃষ্ণা শর্মা মুখে এক গাল হাসি নিয়ে সগৌরবে বলেন, আজ খুব আনন্দের, অনেক গুলো পরীক্ষা দেবার পর আজকের এই দিনটি এসেছে। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিএসএফের উচ্চ আধিকারিক জানান, আজকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ২৬৪ জন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে চাকুরীতে যোগদান করার সুযোগ পেলো, যার মধ্যে এই রাধাবাড়ী যে রাজ্যে অবস্থিত সেই রাজ্যের কালিপিং জেলাও রয়েছে।

বাড়ছে হাতির আক্রমনে মৃত্যু, পেট চালাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিন কাটে গভীর জঙ্গলে

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স , ২৩ ডিসেম্বর ঃ পেট চালাতে প্রাণের ঝুঁকি! উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স মানেই জঙ্গল আর প্রত্যেকদিন লড়াই করে বেঁচে থাকা জঙ্গল লাগোয়া বনবস্তির বাসিন্দাদের জীবনযাপন। দিনের পর দিন ডুয়ার্সে বাড়ছে বন্যপ্রাণ ও মানুষের সংঘাতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা। ডুয়ার্স অঞ্চলের বনবস্তি বাসীদের জীবন প্রতিদিনের সংগ্রামের মধ্যেই যে আটকে থাকে! জঙ্গলের শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে তারা জ্বালানি সংগ্রহ করে, এই সংগ্রামই তাদের জন্য প্রতিনিয়ত এক বিপদময় পরিস্থিতি তৈরি করে। কিছুদিন আগে আলিপুরদুয়ারে হাতির আক্রমণে ৩ জন বনবস্তিবাসীর মৃত্যু হয়েছিল, যারা জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। এই ধরনের ঘটনা মোটেও একক নয়, বরং একটি দৈনন্দিন চিত্র। বনবস্তি বাসীরা বেঁচে থাকার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করেন, কিন্তু সেখানে তাদের জন্য বিপদ অপেক্ষা করে। হাতি বা অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের আক্রমণের কারণে তাদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয়। না হলে পেট চলবে কি করে?এদিকে, পরিবেশপ্রেমীদের মতে, যদি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার বনবস্তিবাসীদের জন্য সহজলভ্য এবং কম খরচে জ্বালানির ব্যবস্থা করতো, তবে বনবস্তির মানুষজনকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য প্রতিদিন বনভূমিতে না যেতে হতো না। একদিকে জ্বালানি সংগ্রহ, অন্যদিকে চা বাগানে কাজ করার সময়ও বনবস্তির মানুষজন বন্যপ্রাণীর আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। বনভূমি ও মানববসতির মধ্যে সঠিক সমন্বয় এবং নিরাপদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে না পারলে এই সংঘাত আরও বৃদ্ধি পাবে। সেই কারনেই, সরকারের কাছে বনবস্তির মানুষদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। দাবি জানাচ্ছেন জলপাইগুড়ি সংলগ্ন ডুয়ার্সের প্রায় প্রতিটি বনবস্তির বাসিন্দাদের একাংশ, যাতে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতে বাধ্য না হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/623 (1st Call)

Name of the work: **Repairing of trenches dug by W/S and S&D Deptt. at Rafi Ahmed Kidwai Road, AJC Bose Road, Bentinck Street and surroundings under BR-VI.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **₹ 4,92,230.52.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **90 Days**.

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/617 (1st Call)

Name of the work: **Repairing of damaged road surface at S. N. Banerjee Road, B. B. Ganguly Street, Bentinck Street etc under BR-VI.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **₹ 4,83,117.28.** Earnest Money: **₹ 9,700.00.** Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of Bid: **06.01.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on & from **26.12.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/642 (1st Call)

Name of the work: **Repairing of road at James Long Sarani from Fire Brigade to Kalatan Apartment Eastern Flank by laying hotmix in Ward No. 124 under BR-XVI.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **₹ 4,86,438.98 (excl. Contingency Amt.).** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **150 Days**.

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/567 (1st Call)

Name of the work: **Restoration of water main leakage, potholes and other disturbed portion of different roads in Ward No. 124, 123, 144 under BR-XVI.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **₹ 4,95,774.13 (excl. Contingency Amt.).** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of Bid: **10.01.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on & from **28.12.2024 (12 noon) (for Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Mech.)/(Roads), KMC invites e-tender online percentage rate in bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/ASPH/GG/ASP-28/24-25 (1st Call)

Name of the work: **Surface cleaning and desilting of batch mix plant floor (Civil Portion) inside of Asphaltum G.G. under Road's(M) Dept.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **₹ 4,09,912.04.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **270 Days**. Last date and time of submission of Bid: **02.01.2025 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 after 5 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/ASPH/PB/TKS-10/2024-25

Name of the work: **Manufacturing and delivery of load-out conveyor belt's guide roller for DM-45 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **₹ 4,800.00.** Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of Bid: **02.01.2025 - 2 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **04.01.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 (2 p.m.)**

(3) NIT No.: KMC/ASPH/PB/GM04/2024-25

Name of the work: **Maintenance and removing of slurry from slurry pits inside of the DM50 plant premises at Asphaltum Palmer Bazar Plant under Roads(M) Department.** Estimated Amount: **₹ 3,30,260.00.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Period of Completion: **182 Days**. Last date and time of submission of Bid: **04.01.2025 - 1 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **07.01.2025 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.12.2024 (after 1 p.m.)**

(4) NIT No.: KMC/DG(M)/ASP/GG/M-37/2024-25

Name of the work: **Repairing of 1.2 CuM capacity bucket of payloader WB02AR0192 with replacement of toe plate, teeth and allied works under Asphaltum Goragacha.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **07 Days**. Last date and time of submission of Bid: **11.01.2025 - 1 p.m.** Bid opening date for technical proposals: **13.01.2025 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.01.2025 (5 p.m.).** The website **https://wbtenders.gov.in. (for Sl. No. 1 & 4).**

The Dy. C. E. (Mech.)/Roads, KMC invites e-tender online item-rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/ASPH/PB/GM-06/2024-25

Name of the work: **Repairing of pump motor set fitted at slurry pond of DM45 and DM50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Amount: **Quotation (below 3 Lakh).** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of Bid: **03.01.2025 - 1 p.m.** Bid opening date for technical proposal (online): **06.01.2025 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.12.2024 (after 1 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in.** 1099/24-25

ডাকাতির আগেই গ্রেপ্তার ২ অপরাধী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ ডিসেম্বর ঃ দুবরাজপুরে ডাকাতির ছক বানচাল করল দুবরাজপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে দুবরাজপুরের পন্ডিতপুর মোড়ের কাছে দুবরাজপুর-বক্রেশ্বর রাস্তায় অসৎ উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করতে থাকে কয়েকজন যুবক। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসে ভোজালি, দড়ি, বেশ কয়েকটি মোবাইল ও এটিএম কার্ড। এরপর তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম সুধাময় গোপ ও মাধব সিং, দুজনের বাড়ি দুবরাজপুর থানার মেটেলা গ্রামে। দুজনকে সোমবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে পুলিসের পক্ষ থেকে ৭ দিনের পুলিশী হেফাজত চাওয়া হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে জানান দুবরাজপুর আদালতের সরকারী আইনজীবী রাজেন্দ্র প্রসাদ দে।

রাভা বনবস্তির বড়দিন উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২৩ ডিসেম্বর ঃ সম্প্রীতির বড়দিন। সমাজ কর্মী নবিউল আলমের দেওয়া কেক, শীত বস্ত্র হাতে পেয়ে খুশির বড়দিন জনজাতি গোষ্ঠী অধ্যুসিত রাভা বস্তিতে। মানুষ মানুষের জন্য, ভূপেন হাজারিকার সৃষ্টি এই অমর গানের মধ্যে থেকেই যেনো এক সময়ে ম্যালেরিয়ার আঁতুর ঘর সমস্যা ক্লিষ্ট ডুয়ার্সের জঙ্গল ঘেরা বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ গুলোর মুখে সামান্য হাসি ফোটাতে সমাজ সেবায় ব্রত হয়েছেন পদ্মশ্রী করিমুল হক থেকে সাজু তালুকদার সহ নবিউল এর মতো মানুষের। জলপাইগুড়ি বনবিভাগ এর মরাঘাট রেঞ্জ লাগোয়া গোসাইরহাট, খুকলুং ও মেলা বস্তি মূলত রাভা ও আদিবাসী জনজাতির এক জনপদ । তিন বস্তি মিলে মোট ২০০০ লোকের বসবাস। জঙ্গল থেকে জ্বালানির কাট সংগ্রহ ও কৃষি এই এলাকার মানুষের মূল জীবন জীবিকা । তিনটি বন বস্তিতেই রয়েছে পৃথক পৃথক চার্চ। রাত পোহালেই তাদের সব থেকে বড় উৎসব বড়দিন। জঙ্গল ঘেরা এই জনপদে বসবাসকারী দুঃস্থ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হলো শীত বস্ত্র, কেক, টুপি। একদিকে বনবস্তিতে লুকিয়ে থাকা রাভা শিল্পীদের প্রতিভা তুলে ধরতে আয়োজন করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রাভা নৃত্য সহ সংগীতের আসর। রাভা জনজাতি গোষ্ঠীর বড়দিন উৎসবে সামিল হতে এগিয়ে এসেছিলেন সমাজকর্মী নবীউল আলম। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাভা ডেভলপমেন্ট কাউন্সিলের সাধারন সম্পাদক তথা অঞ্চলের প্রাক্তন উপ প্রধান, দাউদ রাভা বলেন, উৎসবের সময় এলাকার দুঃস্থ মানুষ জনেদের কাছে শীত বস্ত্র ,তুলে দেওয়ায় সবাই খুশি। এছাড়া আমাদের এই অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামীন পর্যটন প্রকল্পে হোমস্টে রয়েছে, যেখানে পর্যটকেরা আসেন, এই সময়ে পর্যটকদের কাছেও রাভা বণ বস্তির এই বড় দিন উদ্যাপন তাদের জন্য এক বাড়তি উপহার হতে পারে ঝার আলতা ২গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান উপ প্রধান রবি রাভা, সমাজ কর্মী নোবিউল আলমের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, বছরের একটি বিশেষ আনন্দের সময়ে যে ভাবে উনি আমাদের গ্রামের দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাতে এটুকুই বলবো স্বয়ং প্রভু ওনাকে পাঠিয়েছেন এই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৪-২৫-১৯, তারিখ ঃ ২০.১২.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে ৩টি ৮-চাকা টাওয়ার কার নং ৬৫২৩, আরইউ-৮১৬ ও ৬৫২১-এর ছাদ মেরামতির সাথে সম্পর্কিত টাওয়ার কার-এর জন্য ছাদ সরবরাহ, স্থাপন, নির্মাণ ও কার্যনিয়োগ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪৪,৪৩,৭৯৮ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৮৮,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ১৩.০১.২০২৫। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৩ (তিন) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ১৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-938)

পোল্টির মুরগির ঘরে জাল মদের কারখানা, আটক তিন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার পুলিশ বেআইনি মদ তৈরি ভেস্তে দিল। সেই সঙ্গে জড়িত আটক করলো তিনজনকে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতিতে। এলাকায় পোল্ট্রি মুরগির ব্যবসার আড়ালে রমরমিয়ে চালাচ্ছিল বেআইনি মদ তৈরির কারখানা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সুতি থানার পুলিশ আজ সুতির হাঁপানিয়া পোল্ট্রি ফার্মে হানা দিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও করলো তিনজনকে এবং উদ্ধার করল ৯০ বোতল যেটি ও ৫০ বোতল তরল কেমিক্যাল। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরেই খবর ছিল সুতি এলাকায় একটি পোল্ট্রি ফার্মে বেআইনি মদ তৈরীর কারখানা চালানো হচ্ছে। সেই মতো সোমবার সেই হাপানিয়া পোল্ট্রি ফার্মে হানা দিয়ে বিকাশ, বাড়ি হাঁপানিয়া, বরুন, বাড়ি লক্ষীনারায়ণপুর এবং হৃদয়, বাড়ি দফাহাটে এই তিনজনকে মুরগির ঘরের ভেতর থেকে হাতেনাতে পাকড়াও করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সুতি থানার পুলিশ, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে আর কারা কারা এই ঘটনায় যুক্ত। কিভাবে কোথায় এই বেআইনি মদ পাচার করা হত তারও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বিজ্ঞান - পরিবেশ

২০২৪ সালে নতুন ধরনের গাণিতিক কাঠামো তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন আবিষ্কার করেছেন গণিতবিদেরা

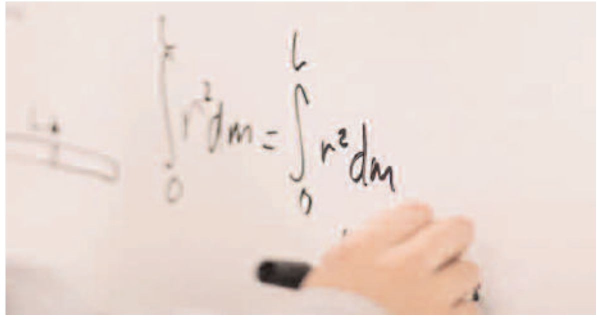

গণিতবিদেরা ২০২৪ সালে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বলা যায়। ২০২৪ সালেই এখন পর্যন্ত জানা সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যা আবিষ্কার করেছেন গণিতবিদেরা। পাইয়ের জন্য নতুন সূত্র, জোহান সেবাস্টিয়ান বাখের সংগীতের রহস্যময় নিদর্শন থেকে শুরু করে একটি নতুন ধরনের গাণিতিক কাঠামো তৈরির মতো চমক এ বছরেই তুলে ধরেছেন গণিতবিদেরা। এসব আবিষ্কারের মধ্যে কিছু কাজ ব্যবহারিক আবার কিছু কাজ তাত্ত্বিক।

নতুন আকৃতির কাঠামো

গণিতবিদেরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আকৃতির ফাটল বা ফাঁক ছাড়াই পৃষ্ঠকে আচ্ছাদন করতে পারে, এমন গাণিতিক কাঠামোর সন্ধান করছিলেন। সাধারণত বিভিন্ন কোণ ও সমতল দিক ব্যবহার করে এমন কাঠামো তৈরি করা হয়। এ বছর একটি নতুন শ্রেণির গাণিতিক কাঠামো আবিষ্কার করেছেন গণিতবিদেরা। এদের সফট সেল বলা হচ্ছে, এমন কাঠামোর আকারে একটি ন্যূনতম সংখ্যার ধারালো কোণ থাকে, আর কোনো ছেদ বা ফাটল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। যদিও প্রকৃতিতে এমন কাঠামো আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন নরম মলাস্কের নটিলাস সেল, লোহিত রক্তকণিকাসহ বিভিন্ন প্রকৃতির উপাদানে এই কাঠামো দেখা যায়।

বড় মৌলিক সংখ্যার খোঁজ

মৌলিক সংখ্যা বলতে সেই সব সংখ্যাকে বোঝায় যারা ১ ও নিজের মান দ্বারা বিভাজ্য। দীর্ঘদিন ধরেই গণিতবিদেরা বিভিন্ন মৌলিক সংখ্যা আবিষ্কারের জন্য কাজ করেছেন। ছয় বছর আগে সর্বশেষ নতুন মৌলিক সংখ্যা আবিষ্কৃত হওয়ার পর এ বছর ৪১,০২৪,৩২০ সংখ্যার বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা আবিষ্কার করা হয়েছে।

পাইয়ের মান বের করার নতুন কৌশল

সাধারণভাবে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত থেকে পাইয়ের মান বের করা হয়। প্রাচীন ব্যাবিলন সভ্যতার চার হাজার বছর ধরে পাইয়ের মান গণিতবিদেরা জানেন। এই অমূলদ সংখ্যার গণনা করা সব সময়ই একটি চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি পদার্থবিদেরা পাই গণনা করার জন্য সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি জানার জন্য স্ট্রিং তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। অ্যানিমেটেড ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখা যায়, একটি সমবাহু ত্রিভুজ আকৃতির তারের ট্র্যাক বরাবর বৃত্ত চলমান থাকলে ত্রিভুজের বাহু বৃত্তের ব্যাসার্ধের সঙ্গে মিলে যায়। বৃত্তটি যখন ট্র্যাকের চারপাশে তার ভ্রমণ সম্পন্ন করে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তের সমস্ত অবস্থানের মধ্যে সাধারণ ওভারল্যাপের ক্ষেত্রটিতে একটি রিউলক্স ত্রিভুজ গঠন করে। রিউলক্স ত্রিভুজ বলতে একটু বাঁকানো বাহুর ত্রিভুজকে বোঝানো হয়।

অসম্ভব মাত্রাকে গণনা

সবকিছু তো গণনা করা যায় না। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সবকিছু কি আসলেই গণনা করা সম্ভব? একটি নির্দিষ্ট অগণনাযোগ্য অভিব্যক্তিকে বিজি বিভার ফাংশন বলা হয়। বিভার একধরনের ধারালো দাঁতওয়ালা লোমশ উভচর প্রাণী। এসব প্রাণীর ব্যস্ততাকে রূপক অর্থে গণিতে বিজি বিভার ফাংশন নামকরণ করা হয়েছে। এই ফাংশনের মান কখনোই সংখ্যক পরিমাণের জন্য জানা যাবে না। বিজি বিভার চ্যালেঞ্জ নামে একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সম্প্রতি এই ফাংশনের পঞ্চম মান নির্ধারণে সফলতা পেয়েছেন গণিতবিদেরা। তাঁরা প্রথম দিকে এমন আবিষ্কারকে বেশ অসম্ভব ভেবেছিলেন।

জোহান সেবাস্টিয়ান বাখের লুকানো বার্তার খোঁজ

একদল পদার্থবিদ আঠারো শতকের জনপ্রিয় সুরকার জোহান সেবাস্টিয়ান বাখের লেখা মিউজিক্যাল স্কোরকে গাণিতিক নেটওয়ার্কে রূপান্তরে সাফল্য পেয়েছেন এ বছর। তাঁরা বিশ্লেষণ করে বাখের রচনার মধ্যে বিভিন্ন শৈলী বের করেছেন। বিভিন্ন সংগীতের নিদর্শন খুঁজে বের করার জন্য ইনফরমেশন থিওরি তত্ত্ব ব্যবহার করেন বিজ্ঞানীরা। বাখ কীভাবে সংগীত, গাণিতিক ও মানসিক তথ্য কাজে প্রকাশ করেন, তা জানার পথ বের করেছেন তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ সুমন কুলকার্কিনি এই গবেষণার নেতৃত্ব দেন।

আইনস্টাইনের হারানো টালির খোঁজে

গণিতবিদদের ধারণা, কোনো পুনরাবৃত্তির প্যাটার্ন তৈরি না করে একটি একক আকৃতির পৃষ্ঠকে টালি বা টাইল দিয়ে আবৃত করা যায়। এমন কাঠামোকে আইনস্টাইন টাইল বা টালি বলা হয়। অনেকেই মনে করতেন, এ ধরনের আকৃতি হয়তো থাকতে পারে। গবেষকেরা অবশেষে এ ধরনের একটি টালি আবিষ্কার করেছেন। মাথার আকৃতির এই টালি দিয়ে পৃষ্ঠকে আচ্ছাদন করা যাবে, যেখানে কোনো প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

মঙ্গল গ্রহের বিষুব রেখার কাছে রহস্যময় একটি অঞ্চলের সন্ধান

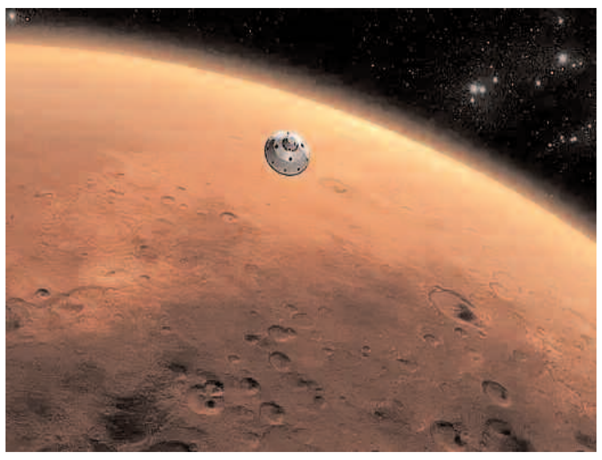

মঙ্গল গ্রহের বিষুব রেখার কাছে বেশ রহস্যময় একটি অঞ্চলের সন্ধান পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। মঙ্গল গ্রহে থাকা মাকড়সার জালটি আসলে একধরনের স্ফটিকযুক্ত খনিজের কাঠামো। কাঠামোটি ৬ থেকে ১২ মাইলজুড়ে প্রসারিত। এ ধরনের কাঠামোকে বক্সওয়ার্ক বলে, যা পৃথিবীর বিভিন্ন গুহার ভেতরেও দেখা যায়। পৃথিবীতে থাকা বিভিন্ন গুহার ছাদে ক্যালসিয়াম কার্বনেটযুক্ত খনিজ জলের কারণে ফাটল তৈরি হয়, যা ধীরে ধীরে স্ফটিকে পরিণত হয়। অন্যদিকে মঙ্গল গ্রহেও এ ধরনের কাঠামো রয়েছে। তবে মঙ্গল গ্রহের প্রায় ৩ হাজার ৮০০ একরজুড়ে অবস্থিত বক্সওয়ার্ক পৃথিবীর থেকে বেশ আলাদা। এসব কাঠামো সমুদ্রের জলের মাধ্যমে তৈরি হওয়ায় সেখানে প্রাচীন জীবনের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক কারস্টেন সিবাচ জানিয়েছেন, এ ধরনে কাঠামোতে আদি যুগে জীবাণু বেঁচে থাকতে পারত। আর তাই এসব জালে প্রাচীন জীবাণুর জীবাশ্মের প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এমন ক্রিস্টাল ক্ষেত্র তৈরি করতে কমপক্ষে ১১৩ বিলিয়ন গ্যালন লবণাক্ত ও উষ্ণ খনিজ বোঝাই জলের প্রয়োজন। নাসার গবেষকদের ধারণা, বৃহদাকার এমন ভূতাত্ত্বিক মাকড়সার জাল প্রথম মার্স রিকনেসান্স অরবিটার স্যাটেলাইটের ক্যামেরায় ধরা পড়ে ২০০৬ সালে। বিজ্ঞানী সিবাচ বলেন, মঙ্গল গ্রহের জলজ জীবাণুর প্রমাণ এই বিশাল জালের কাঠামোতে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাল আকৃতির কাঠামো একটি তিন মাইল লম্বা এওলিস মন নামের পাহাড়ের ছায়ায় অবস্থিত।

চুম্বকীয় উত্তর মেরু রাশিয়ার সাইবেরিয়ার কাছাকাছি সরে যাচ্ছে

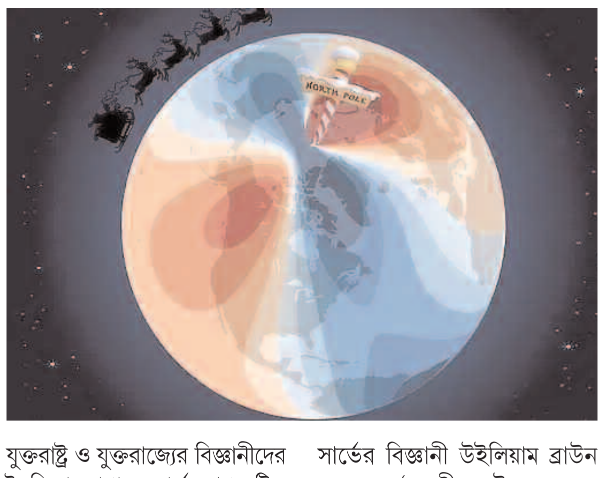

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীদের তৈরি হালনাগাদ ওয়ার্ল্ড ম্যাগনেটিক মডেলে বলা হয়েছে, চুম্বকীয় উত্তর মেরু আগামী ১ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাশিয়ার সাইবেরিয়ার কাছাকাছি সরে যাবে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ২০১৯ সাল থেকে চৌম্বক মেরু বছরে ২২ মাইল দ্রুতগতিতে সরে যাচ্ছে। ফলে আগের চেয়ে প্রায় ১১০ মাইল দূরে সরে গেছে চুম্বকীয় উত্তর মেরু। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তন সাম্প্রতিক সময়ে বেশি হলেও অনিয়মিত ভাবে দেখা যাচ্ছে। ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভের বিজ্ঞানী উইলিয়াম ব্রাউন বলেন, 'চুম্বকীয় উত্তর মেরু বর্তমানে যেমন আচরণ করছে, তেমন আচরণ আমরা আগে কখনো দেখিনি।

চুম্বকীয় উত্তর মেরু আনুষ্ঠানিক ভাবে দক্ষিণ দিকে, সাইবেরিয়ার দিকে সরে গেছে।' সত্যিকারের উত্তর মেরু হচ্ছে পৃথিবীর সেই বিন্দু, যেখানে দ্রাঘিমাংশের সব রেখা পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষে একত্র হয় এবং ৯০ ডিগ্রি উত্তরে এর অবস্থান স্থির থাকে। অন্যদিকে চুম্বকীয় উত্তর মেরু ভৌগোলিক মেরু, উত্তর গোলার্ধের এই বিন্দুতে পৃথিবীর সব চৌম্বকক্ষেত্র রেখা সরাসরি পৃথিবীর কেন্দ্রে নির্দেশ করে। চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকীয় উত্তর মেরু বছর বছর সরে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ম্যাগনেটিক মডেল অনুসারে চুম্বকীয় উত্তর মেরু ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারিতে ৮৫.৭৬ ডিগ্রি উত্তরে ও পূর্বে ১৩৯.২৭ ডিগ্রিতে অবস্থান করবে। বিজ্ঞানী ব্রাউন বলেন, 'আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ২০৩০ সালের মধ্যে চুম্বকীয় উত্তর মেরু ৮৪.৭২ ডিগ্রি উত্তরে ও পূর্বে ১২৬.০৭ ডিগ্রিতে থাকবে।' চুম্বকীয় উত্তর মেরু নানা কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বিভিন্ন নেভিগেশন যন্ত্র থেকে শুরু করে জিপিএসের মতো যন্ত্র মেরুকেন্দ্রিক। যদিও চুম্বকীয় উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে আলাদা, তাই বিষয়টির প্রভাব খুব সহজে বোঝা যায় না। প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে, ইউএস ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমো স্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সহ বিভিন্ন সংস্থা মিলে প্রতি পাঁচ বছর পরপর ওয়ার্ল্ড ম্যাগনেটিক মডেল প্রকাশ করে থাকে।

তলা দালান আকৃতির এই গ্রহাণু আসবে পৃথিবীর দিকে

ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৭৪৩ মাইল বেগে ২৪ ডিসেম্বর পৃথিবীর দিকে খেয়ে আসবে বিশাল এক গ্রহাণু। প্রায় ১০ তলা ভবনের সমান আকারের বিশাল এই গ্রহাণুকে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থানাসা 'ক্রিসমাস ইভ গ্রহাণু' নামকরণ করেছে। পৃথিবীবাসী যখন বড়দিনের সময় সান্তা ক্লজকে দেখার জন্য আকাশে চোখ রাখবে তখনই এই গ্রহাণুর উপস্থিতি দেখা যাবে। নাসার অ্যাস্টেরয়েড ওয়াচ ড্যাশবোর্ডের তথ্য বলছে, ২০২৪ এক্সএন১ নামের এই গ্রহাণু পৃথিবী থেকে ৪৪ লাখ ৮০ হাজার মাইল দূরত্ব থেকে পৃথিবীকে অতিক্রম করবে। এই বিশাল মহাজাগতিক পাথরের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো সংঘর্ষের আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে নাসা। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল গ্রিনউইচ অবজারভেটরির জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেস লি বলেন, গ্রহাণুটি খুব দূর দিয়ে অতিক্রম করবে। পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দুরত্ব তার চেয়ে প্রায় ১৮ গুণ বেশি দূর থেকে অতিক্রম করবে এই গ্রহাণু। পৃথিবীতে আঘাত করার মতো যথেষ্ট কাছাকাছি আসছে না গ্রহাণুটি। যদি গ্রহাণুটি গ্রহে আঘাত হানে, তাহলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টন টিএনটি সমতুল্য শক্তি নিয়ে আঘাত করবে পৃথিবীকে। ৭০০ বর্গ মাইল এলাকাজুড়ে আঘাত হানতে পারে গ্রহাণুটি। বড়দিনের রাতে ০২.৫৬ গ্রিনিচ সময়ে পৃথিবীর নিকটতম বিন্দুতে পৌঁছাবে এই গ্রহাণুটি। ১৯০৮ সালে রাশিয়ায় তুঙ্গুস্কায় যে গ্রহাণু আঘাত করেছিল সেই গ্রহাণুর সমান আকারের এই বড়দিনের গ্রহাণু। এবছর পৃথিবীর কাছাকাছি আসার পরে ২০৩২ সালের আগে আর পৃথিবীর ত্রিসীমানায় দেখা যাবে না গ্রহটিকে। ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির হিসাবে, পৃথিবীতে গ্রহাণুর আঘাত হানার আশঙ্কা ৫২ হাজার ঘটনার মধ্যে একবার। আইফেল টাওয়ার-আকারের সমান এই গ্রহাণু। যারা সৌখিন জ্যোতির্বিদ তাদের জন্য এই গ্রহাণু বড়দিনে দারুণ এক পর্যবেক্ষণের অনুসঙ্গই বটে। সান্তা ক্লজ না দেখা গেলেও গ্রহাণুকে দেখতে পাবেন অনেকেই।

বিজেপির ২৯ কৃষ্ণপুর কার্যালয়ে নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতিকে সংবর্ধনা

তেলিয়ামুড়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ মানুষের স্বার্থে মানুষের হয়ে কাজ করার আহ্বান জানালেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমা ঘাটস্থিত ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডল কার্যালয়ে নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাসকে সংবর্ধনা এবং প্রাক্তন সভাপতি তপন নমঃ দাসকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয় মন্ডল কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি তপন নমঃ দাস, বিজেপি খোয়াই জেলার সাধারণ সম্পাদক বিজন কর সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাসকে সংবর্ধনা জানান। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সভাপতিকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এবং প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় ধনঞ্জয় দাসকে মন্ডল সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করায়। তিনি আরো বলেন মন্ডল সভাপতিকে মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। তবেই ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলে বিজেপি সংগঠন শক্তিশালী হবে।

ছাত্রছাত্রীরা আগামীদিনে উন্নত দেশ গড়ার কারিগরঃ সাংসদ

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ আজকের ছাত্রছাত্রীরা আগামীদিনে উন্নত দেশ গড়ার কারিগর। জীবনের লক্ষ্য গড়ার পাশাপাশি সমাজ, রাজ্য ও রাষ্ট্র গড়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। সোমবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজীব ভট্টাচার্য। সোমবার বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হয় এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অতিথিরা নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, জীবনের একটা বিশাল সময় আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাটাই। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভালোবাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুজনদের সম্মান প্রদর্শন এগুলি আমাদের নৈতিকতার মধ্যে পড়ে। এই নৈতিকতা রক্ষা করাই আমাদের পরম্পরা। তিনি আরো জানান, পরিশ্রমের ফল সুখকর হয়। ছাত্রছাত্রীরা পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই আজ এই জায়গায় এসেছে। আগামী দিনে তাদের জীবনের লক্ষ্য তৈরি করার সময় এখন। তিনি আরো জানান, লক্ষ্য তৈরীর পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজকে যারা কলুষিত করছে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে।

নির্মাল্য বিশ্বাসের টেলিছবি স্বপ্নের রংমশাল

নির্মাল্য বিশ্বাসের কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় শুরু হল স্বপ্নের রংমশাল বাংলা ছায়াছবির। চার খুদে বন্ধুর খেলাধুলো আর দুরন্তপনার গল্প স্বপ্নের রংমশাল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মণি মায়ের কঠোর শাসনে তঠস্থ। তবে রনি, রোহন আর জিনিয়া এই তিন বন্ধুর সান্নিধ্যে এলেই মণি নিজের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শিশুসুলভ দুরন্তপনায় মেতে ওঠে। চার বন্ধুর ভিতর লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে তুলে ধরা হয়েছে ছবিটিতে। ছবির সিনেমাটো গ্রাফার ও সম্পাদনায় সুবীর মন্ডল। সৃজনশীল পরিচালনায় ঋষি ভট্টাচার্য। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন মণিকুন্তল দে, আদৃত মজুমদার, আর্যনীল রায় চৌধুরী, নামিষা দাস, সুদেষ্ণা দে, প্রিয়াঙ্কা রায় চৌধুরী, কৃষ্ণকলি মজুমদার, অন্বেষা নস্কর, ডঃ কুন্তল দে, আল এহরাম পিয়াদা। রূপসজ্জায় শম্পাস মেকওভার। পরিচালক নির্মাল্য বিশ্বাস জানালেন, রেওয়া ফিল্মসের উদ্যোগে ছবিটি খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে। তারপর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হবে।

গড়বেতায় শীতের সকালে পিকনিকে মেতে উঠেছে গনগনি পার্ক

দুরন্ত বার্তা,পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ ডিসেম্বরঃ সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গরবেতায়, বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নামে পরিচিত গনগনি পার্ক পর্যটকদের জন্য। শীতের মরসুমে সকাল থেকেই ভিড় জমায় এই পার্কে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এক নম্বর ব্লকের, গড়বেতা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট্ট এক গ্রাম এই গনগনি। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টা দূরত্বে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শিলাবতী নদীর ধারে অবস্থিত এই জায়গাটিকে বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বলা হয়। যদি উঁচু-নিচু ভূমিরূপ আর জঙ্গল আপনার পছন্দের হয়। একদিকে কাজুবাদামের জঙ্গলে বনভোজন, অপরদিকে কাঁকড়ে ঢাকা গিরিখাত, একদিকে শিলাবতী নদীর স্নিগ্ধ ও শান্ত ভাবে বয়ে চলা, অপরদিকে সবুজ শ্যামল আটবির মাঝে নীল আকাশের ভেতরের দিগন্তে সূর্যাস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা এক আলাদা অনুভূতি। সূর্যাস্তের সময় শিলাবতি রোম মোহিত করতে পারে। এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে হলে, সূর্যাস্তের আগেই নদী খাত থেকে উপরে উঠে আসতে হবে।

তবে শীতকালে এখানে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবহাতে একটু মনের আনন্দ পেতে পিকনিক করতে আসছেন।বর্তমানে গন গণিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম ফুলের পার্ক, ওয়াচ টাওয়ার গড়ে উঠেছে পরিবেশ প্রেমীদের জন্য। পার্কের মুখে রয়েছে কিছু দোকান সাজিয়ে বসে, দূর দুরান্ত থেকে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এখানে এসে ভিড় জমান। পরিবারের সাথে, গনগনিতে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠেছে পর্যটকদের জন্য। যাহা গ্রামবাংলায় সচরাচর দেখা যায় না। মনে হবে একটা পাহাড় গড়ে উঠেছে।

কেন্দ্র যদি একটু দয়া দেখায়, তাহলে হুগলিতে মেট্রো চলবেঃ রচনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,২৩ ডিসেম্বরঃ কেন্দ্র যদি একটু দয়া দেখায়, তাহলে হুগলিতে মেট্রো চলবে! আশাবাদী তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহর কলকাতা থেকে জেলা হওড়ায় পৌঁছে গিয়েছে মেট্রো রেল। এবার গন্তব্য হুগলি! হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্যর সঙ্গে এলাকা উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করন রচনা।সেখানেই মেট্রো নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে রচনা বলেন, ''মেট্রোটা যদি চুঁচুড়া ব্যান্ডেল পর্যন্ত আনতে পারি, মানুষের ভীষণ উপকার হয়। সেটা নিয়ে চিঠিপত্র চলছে।একটা বড় ব্যাপার। এটা কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। সেটা নিয়ে আওয়াজ তোলা হচ্ছে। সেই বিষয় নিয়েও জেলাশাসকের সঙ্গে কথা হল। ডিএম বলেছেন তা যদি করা যায় তাহলে বহু মানুষ উপকৃত হবে। ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছেন রচনা। তিনি বলেন, ''রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম, উনি তার উত্তরও দিয়েছেন। সেটা সবথেকে বড় কথা। উনি বলেছেন কীভাবে এগোনো যায়, সেটা দেখছেন। জমিও অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে এটাও দেখতে হবে, কোথায় কীভাবে এগোনো যায়, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে রচনা জানান। সরাসরি ব্যান্ডেল নয়, শ্রীরামপুর-হাওড়া সংযোগকারী পথ তৈরি হবে। রচনার কথায়, ''গোটাটাই কেন্দ্রের হাতে। তারা যদি একটু দয়াশীল হয়, দয়া দেখান, তাহলে আমরা লড়তে পারি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। মন্ত্রীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে, যদি বিষয়টা মিটে যায় তাহলে আর প্রশ্ন নেই। প্রসঙ্গত, এর আগে পেট্রাপোল থেকে সরসারি কলকাতা যাওয়ার মেট্রোরেলের দাবি তোলেন শান্তনু ঠাকুর।

Name Change

I, MD. NURUL KHAN (Old Name) S/o Late Mahammad Irsad Khan resident of Dwarigeria (Paschim), Dwari Geria, Garbeta, Paschim Medinipur, PIN- 721253, West Bengal shall henceforth be known as NURUL HASSAN KHAN (New Name) as declare before Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 23.12.2024. Md. Nurul Khan and Nurul Hassan Khan both are same and one identical person.

Name Change

I,Sohidul Mandal (Old Name) S/O-Serali Mondal, residing at, Vill-Sonatala, Po-Rupdaha, Krishnagar, Nadia, 741140, West Bengal.I have changed my name to Sahidul Mondal (New Name) by notary public Berhampore court on 23/12/2024. Sahidul Mondal&Sohidul Mandal is same one identical personperson.

Name Change

I, Jalal Sardar S/O Late Haju Sardar, Resident of Vill-Polta, P.O.-Sarapul, P.S.-Swarupnagar, Dist-North 24 Parganas, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare that my actual name is Jalal Sardar instead of Jalaluddin Sardar, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Basirhat, N. 24 Pgs. on 30/08/2012. Jalal Sardar and Jalaluddin Sardar both are same and one identical person.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী দ্বারা ট্রেন থেকে পাচারকৃত হর্নবিলের ঠোঁট বাজেয়াপ্ত

মালিগাঁও, ২৩ ডিসেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) রাঙাপাড়া নর্থ রেলওয়ে স্টেশনে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় পাচারকৃত হর্নবিলের ঠোঁট বাজেয়াপ্ত করে। বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীগুলি অবৈধভাবে পরিবহণ করা হচ্ছিল এবং অবৈধ বাজারে যার দাম আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকা। ২১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে খবর পেয়ে আরপিএফ রাঙাপাড়া নর্থের ক্রাইম প্রিভেনশন অ্যান্ড ডিটেকশন স্কোয়াড (সিপিডিএস) টিম রাঙাপাড়া নর্থ স্টেশনে ১৫৬১৩ নং. (গুয়াহাটি- মুর্কংসেলেক) লাচিত এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশির সময় একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সিপিডিএস টিম আট করে। এরপর ওই ব্যক্তিটির কাছে একটি ব্যাগ পাওয়া যায়, যার ভেতর থেকে ৪টি (চার) হর্নবিল পাখির ঠোঁট উদ্ধার হয়। বাজেয়াপ্ত করা হর্নবিলের ঠোঁটগুলির মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। এরপর হর্নবিলের ঠোঁট সহ ধৃত ব্যক্তিটিকে আরপিএফ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭২-এর বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের অন্তর্গত সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর হর্নবিলের ঠোঁট ও ধৃত ব্যক্তিকে অসমের বন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ ট্রেনের মাধ্যমে অবৈধ বন্যপ্রাণী সামগ্রী এবং বিপন্ন প্রজাতির পরিবহণ প্রতিরোধ করতে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যে কোনও অবৈধ সামগ্রীর পরিবহণ প্রতিরোধ করতে রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনে নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আসছে আরপিএফ। অবৈধ পরিবহণকারীদের এই ধরনের চোরাই সামগ্রী পাচারের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে নিরলস লড়াই চালানো হচ্ছে।

যমজ তারার সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

প্রথমবারের মতো দারুণ এক মহাজাগতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন জার্মানির কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। মহাজাগতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণের সময় কৃষ্ণগহ্বরকে প্রদক্ষিণ করা যমজ তারার সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের কেন্দ্রে 'সাজিটেরিয়াস এ প্লাস' নামে বিশালাকারের একটি কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে। পৃথিবী থেকে প্রায় ২৭ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাস প্রায় ২ কোটি ৩৫ লাখ কিলোমিটার। বিশাল এই কৃষ্ণগহ্বরকে প্রদক্ষিণ করছে যমজ তারাগুলো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে একটি বাইনারি স্টার সিস্টেমের দুটি তারা একে অপরকে প্রদক্ষিণ করছে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে, মিল্কিওয়ের প্রায় দুইতৃতীয়াংশ নক্ষত্রই একক নক্ষত্র। আর বাকি সব বাইনারি বা একাধিক তারা সিস্টেমের অংশ। বড় তারকারা বেশির ভাগই জুটি আকারে অবস্থান করে থাকে। বাইনারি স্টার সিস্টেম নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বেশি। এই কাঠামোর মাধ্যমে কক্ষপথের গতি ও দূরত্ব পর্যালোচনা করে তারার ভর সম্পর্কে জানা যায়। বিজ্ঞানীরা অনেক বছর আগেই বাইনারি স্টার সিস্টেম সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি অবস্থান করছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যদিও এত দিন মহাজাগতিক এ ঘটনা শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির (ইএসও) শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে তারার আলোর অবস্থান পরিমাপ করার পাশাপাশি কৃষ্ণগহ্বরকে প্রদক্ষিণ করা যমজ তারার সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

পুরুলিয়ার 'নাটুয়া নৃত্য', এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ এবার দিল্লির রাজপথ কাঁপাবে পুরুলিয়ার লোকশিল্পের সঙ্গে জড়িত নাটুয়া নৃত্য। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার ডাক পেল পুরুলিয়ার লোকশিল্পের সঙ্গে জড়িত নাটুয়া নৃত্য দল। জেলার ১০০ জন নাটুয়া শিল্পীরা সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। তারই প্রস্তুতি শুরু দিয়েছেন নাটুয়া শিল্পীরা। আগামী ২৬ ডিসেম্বর দিল্লির উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবেন তারা। প্রায় একমাস সেখানেই অনুশীলন করবেন শিল্পীরা। তারপর প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে তাঁরা নাটুয়া নৃত্য অনুষ্ঠান প্রদর্শন করবেন। সাবেক মানভূমের এই বিশেষ নৃত্য ৬০০-৭০০ বছর ধরে নিজ ঐতিহ্যবহন করে চলেছে। নাটুয়া নাচ হল পৌরুষ দীপ্ত একটি বিশেষ নৃত্য। সুগঠিত ও বলিষ্ঠ দেহের পুরুষেরা এই নাচের সঙ্গে যুক্ত থাকে। নাটুয়া নৃত্যের মূল লক্ষ্য দৈহিক শক্তির প্রদর্শন করা। ঢাল ও তলোয়ার দিয়ে আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলা প্রদর্শন করাই এই নাচের মূল বৈশিষ্ট্য। দিল্লির সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসের মহ অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার ডাক পেয়েছে পুরুলিয়ার বলরামপুরের বীরেন কালিন্দির নাটুয়া নৃত্যের দল। ডাক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দেড়শো জন দক্ষ নাটুয়া শিল্পীদের সংগ্রহ করে বলরামপুরের মাঠে নাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন শিল্পীরা। দিল্লির রাজপথে রাজকীয় পদ্ধতিতে উদ্‌যাপিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিদের মধ্যে সামিল থাকেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের মান্যগণ্য ব্যক্তিরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন বিদেশ থেকে আগত অতিথি, জনপ্রতিনিধিরাও। সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ, বায়ুসেনার আকাশ পথে মহড়া দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংস্কৃতির বিবিধের মাঝে মহান মিলনের রং ফুটিয়ে তোলার জন্য সামিল করানো হয়ে থাকে বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতিক ও লোকসংস্কৃতিক নৃত্য সংগীত অনুষ্ঠান। এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে সেই নৃত্য সংগীত অনুষ্ঠানের মধ্যে সামিল হতে চলেছে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক নাটুয়া নৃত্য। দেশের মাঝে শুধু পুরুলিয়া নয় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য প্রস্তুত নাটুয়া শিল্পীর। ২০১৩ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার ডাক পেয়েছিল পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীরা। সেই অনুষ্ঠানে সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল ছৌ নৃত্য। সেই গল্পের কি পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ২০২৫ - এর প্রজাতন্ত্র দিবসে? তারই অপেক্ষায় পুরুলিয়াবাসী।

শুরু বাৎসরিক পুষ্প প্রদর্শনী

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য বিধানসভার বাৎসরিক পুষ্প প্রদর্শনী এদিন থেকে শুরু হয়েছে। দুপুরে এক অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি বলেন, ঐতিহ্যবাহী এই প্রদর্শনী রাজ্যের সবথেকে বড় পুষ্প প্রদর্শনী। সাত দশক আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এর সূচনা হয়। যুগস্লাভিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এর উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনী আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

NOTICE INVITING TENDER
Memo No - 181/Maji/15th CFC& 182/Maji/15th CFC
E -tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of tender dropping **01/01/2025 upto 4:00PM,** For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত কাকুটিয়া গ্রাম নিবাসী তথা হাল সাকিম, পোস্ট, থানা, জেলা জামতাড়া, ঝাড়খন্ড নিবাসী চিত্রা সরকার স্বামী স্বর্গীয় রঞ্জিত প্রসূন সরকার ওরফে রঞ্জিত সরকার, রঞ্জন সরকার, রজত সরকার, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ সরকার ওরফে রাজেন্দ্র সরকার বীরভূম জেলার বোলপুর থানার ১০৬ নম্বর জে. এল. ভুক্ত কাকুটিয়া মৌজার এল. আর, খতিয়ান নং ৬৩৬, ৬৩৫, ৬৩৩ ভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ৬২, ৪২৩, ২০৫২, ২১০১, ৩২৪৭, ৩৩৫০, ৩৪২৪, ৩৬৫৫ দাগের সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ ও হস্তান্তর / বিক্রয় করিবার নিমিত্ত্য বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত সুপুর গ্রাম নিবাসী নিখিল বাছাড় পিতা স্বর্গীয় ভুবন বাছাড় এবং কাশীপুর গ্রাম নিবাসী মনিরুল মল্লিক পিতা জয়নাল মল্লিক ও মঞ্জুর খান পিতা মরহুম গুল মহম্মদ খান মহাশয়ত্রয়কে সিউড়ী D.S.R. অফিসের ২০১৫ সালের ৪ নং বহির ২২০নং দলিল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে উপরোক্ত নিখিল বাছাড়, মনিরুল মল্লিক ও মঞ্জুর খান মহাশয়ত্রয় উপরোক্ত দাগ সকলের সম্পত্তি বোলপুর এডিএসআর অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত ২০২৪ সালের ১২৫৩৫, ১২৫৩৪ এবং ১২৫২৪ নম্বর কোবালা দলিল মূলে সাহিল খান, পিতা মঞ্জুর খান মোতাহার মল্লিক, পিতা মনিরুল মল্লিক উভয়ের সাকিম কাশীপুর, পোষ্ট ও থানা-বোলপুর, জেলা-বীরভূম এবং রাজীব দুর্লভ, পিতা স্বর্গীয় কিশোর দুর্লভ সাকিম চাকদহ জেলা নদীয়া, হাল সাকিম নুরপুর, পোস্ট-সপুর, থানা-বোলপুর, জেলা বীরভূম এই তিনজনকে হস্তান্তর বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত হস্তান্তর বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে B.L. L.R.O. বোলপুর অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে। নচেৎ উপরোক্ত সাহিল খান, মোতাহার মল্লিক এবং রাজীব দুর্লভ এই তিনজনের নামে আইন অনুযায়ী মিউটেশন / রেকর্ড হইয়া যাইবে।

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-
Corrigendum has been added to the following NIT.

NIT No.	Name of Projects	Last Date of Bid Submission
41/GPW/WBFDC/2024-25	**2024_FDCL_778250_1**	**26.12.2024**

Details of corrigendum against NIT No. 41/GPW/WBFDC/2024-25 can be seen at https://wbtenders.gov.in

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
দূরভাষ ঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩, ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩
কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
H.M.C-এর পার্ক অ্যান্ড গার্ডেন বিভাগের কাজের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত ই-টেন্ডারগুলি আমন্ত্রিত হচ্ছে। এলাকা। স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের কাজের প্রকৃতিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নির্বাহী প্রকৌশলী বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে **https://www.wbtender.gov.in** বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১১.০১.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত। HMC কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ব্যতিরেকে কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ **ED/06/P&G/24-25** তারিখঃ ২১-১২-২০২৪
১২৭(৩)/২৪-২৫
২৪।১২।২৪
সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for Providing Delineators, Crash barriers, Signages etc of Municipal Road regarding Road Safety Measures within Tarakeswar Municipality.

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2024_MAD_789570_1	24.12.2024	27.01.2025	29.01.2025

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in
Chairman
Tarakeswar Municipality

বধূ নির্যাতনের দায়ে আটক স্বামী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ লাগাতার শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলছিল। দিনের পর দিন বাড়ছিল অত্যাচার। শেষমেষ উপায় না পেয়ে স্বামীর নামে অভিযোগ দাযের। স্ত্রীর করা অভিযোগের ভিত্তিতে বধূ নির্যাতনের দায়ে আটক স্বামী। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানা এলাকার ঘটনা। ধৃত স্বামীর নাম বিষ্ণু শাহ। ২০২০ সালে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার চম্পাসারির বাসিন্দা বিষ্ণু শাহ-এর সঙ্গে জ্যোতি শাহ- এর প্রেম করে বিবাহ হয়। অভিযোগ, বিয়ের মাস খানেক পর থেকে জ্যোতিকে পনের জন্য চাপ দিতে থাকে তার স্বামী। এবং এর জন্য তাকে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে হেনস্থাও করা হচ্ছিল। পাশাপাশি পনের দাবি দিন দিন বেড়েই চলছিল বলে অভিযোগ। শেষমেষ গত ১৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা জ্যোতি শাহ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং আশপাশের মানুষের বয়ান শোনার পর গতকাল রাতে অভিযুক্ত বিষ্ণু শাহ কে তার চম্পাসারির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ। সোমবার ধৃত বিষ্ণু শাহ কে শিলিগুড়ি জেলা দায়রা আদালতে তোলা হয়। যদিও অভিযুক্তের দাবি, তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। তার স্ত্রী যে অভিযোগ করেছে তা পুরোপুরি মিথ্যে। তার তরফে এরকম কোনো দাবি করা হয়নি। পাল্টা তার অভিযোগ, তার স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে তার ওপর মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার ত দন্তে নেমেছে পুলিশ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দাঙ্গার মূল মাথা বলে আক্রমণ রাজ্যের মন্ত্রীর

বি আর আম্বেদকর কে অপমানের অভিযোগে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর কে অপমানের অভিযোগে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বেলাগাম আক্রমণ রাজ্যের মন্ত্রী এবং ব্লক তৃণমূল সভাপতির। গুজরাট দাঙ্গার মূল নায়ক, দাঙ্গাবাজ এবং গুণ্ডা বলে আক্রমণ। অন্যদিকে আরেকটি প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নাম না করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার শারীরিক গঠন নিয়ে মহিষ বলে কুৎসিত আক্রমণ জেলা তৃণমূল সভাপতির। দুই টাকার অযোগ্য নেতারা কুরুচিকর মন্তব্যই করবে পাল্টা খোঁচা বিজেপির। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে রাজ্য- জুড়ে প্রতিটি ব্লকে আম্বেদকার কে অপমানের অভিযোগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে ব্লকে ব্লকে এদিন প্রতিবাদ কর্মসূচি হয় তৃণমূলের। তার অঙ্গ হিসেবেই মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এবং ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস হরিশ্চন্দ্রপুর সদরে শহীদ মোড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে। প্রথমে সমগ্র হরিশ্চন্দ্রপুর জুড়ে একটি প্রতিবাদ মিছিল পরিক্রমা করে। পরবর্তীতে শহীদ মোড়ে হয় ধিক্কার সভা। সেখানে মঞ্চ থেকে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন গুজরাট দাঙ্গার মূল মাথা ছিলেন অমিত শাহ। তিনি একজন দাঙ্গাবাজ। আরো একধাপ এগিয়ে মন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েই ব্লক তৃণমূল সভাপতি জিয়াউর রহমান দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গুন্ডা বলে বেলাগাম আক্রমণ করেন। সংবাদ মাধ্যমের সামনেও জিয়াউর রহমান দাবি করেন অমিত শাহ গুজরাট দাঙ্গায় জেল খেটেছেন। উনি একজন গুন্ডা তাই গুন্ডা বলেছেন। আর বি আর আম্বেদকার কে নিয়ে উনি যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন সেটা একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে করতে পারেন না। অন্যদিকে চাঁচল ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে আরেকটি প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়। যার নেতৃত্ব দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। সেখান থেকে বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি। তাই ওনার পদত্যাগের দাবি জানিয়েছি। এই মন্তব্য সামনে আসতেই বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের উপর থেকে নিচুতলা সন্ত্রাসবাদিতে ভর্তি। অযোগ্য দু টাকার নেতারা তাই এই ধরনের মন্তব্য করছে। মন্তব্য পাল্টা মন্তব্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, উনি গুজরাট দাঙ্গার নায়ক ছিলেন। তাই আমি বলেছি। আর বি আর আম্বেদকর কে নিয়ে যেমন মন্তব্য। তার ধিক্কার জানাচ্ছি। জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, উনি খুন ডাকাতির একজন ক্রিমিনাল। কোনভাবেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য না। অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। ব্লক তৃণমূল সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, উনি দাঙ্গা করেছেন। জেল খেটেছেন। একজন গুন্ডা। তাই সেটা বলেছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর উনি যেটা বলেছেন তার জন্য পদত্যাগ চাইছি। উত্তর মালদা জেলা বিজেপির সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, দুই টাকার অযোগ্য নেতা সব। এদের কোন যোগ্যতা নেই। তাই এই ধরনের মন্তব্য করছে।

বাবা ও দাদাকে নৃশংস ভাবে খুন করে পলাতক অভিযুক্ত, জোড়া খুনে চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কোচবিহারে জোড়া খুনে চাঞ্চল্য। কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের ডাওয়াগুড়ি বৈশ্যপাড়া এলাকায় নিজের বাবাকে খুন করে শোকেসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি এক পিসতুতো দাদাকেও মেরে সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত যুবক পলাতক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রণব বৈশ্য নামে বছর ত্রিশের ওই যুবক নেশা করতেন। সোমবার সকালে বাড়ির বারান্দায় রক্ত পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীরা। অনেক ডাকাডাকির পর কেউ সারা না দেওয়ায় পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিস এসে দেখতে পারেন একটি কম্বলে মোড়া অবস্থায় শোকেসের ভেতর রয়েছে বাবা বিজয় কুমার বৈশ্য - এর মৃতদেহ। ছেলে প্রণব কুমার বৈশ্য বাড়িতে ছিল না। এরপরে স্থানীয় মানুষজনের সন্দেহ হয় কারণ এই বাড়িতেই থাকত প্রনব বৈশ্যের এক পিসতুতো দাদা গোপাল রায়, গত একমাস ধরে সেও নিখোঁজ ছিল। এরপরে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্কে প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় পাওয়া যায় গোপাল রায়ের মৃতদেহ। দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এলাকার মানুষের দাবি প্রণব বৈশ্য ভীষণ নেশা করতেন। তিনি এই দুটো খুনের জন্য দায়ী।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু বিজ্ঞানমেলা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বীরভূম জেলায় দীর্ঘদিন দিন বাদে এই প্রথম কোনো অবর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু বিজ্ঞানমেলা। দু'জন করে পঞ্চাশজন শিশুর পাঁচিশটি টিমের প্রায় আড়াইশো মডেল প্রদর্শিত হয় দক্ষিণ চক্রের এই দখলবাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক সংসদের চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক। তিনি বলেন, আমার দীর্ঘ ছয় বছর চেয়ারম্যান হিসাবে স্থলাভিষিক্ত আছি। এই প্রথম আমি দেখলাম এই রকম ভাবে এত সুন্দর কোন স্কুল এত সুন্দর বিজ্ঞান মেলা করলো। সারা জেলায় বত্রিশটি চক্রে চব্বিশশো এক স্কুলে এই মডেল অনুসৃত হবে। এরফলে বিজ্ঞান সচেতনতার প্রসার ঘটবে। এইব্যাপারে দখলবাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফিদা হোসেন বলেন, সাড়ে তিন মাস আগে পরিকল্পনা হয়। শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এত সুঃদর প্রদর্শনী হয়েছে। এর আগে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজ্যস্তর পর্যন্ত যায়। তার ফলশ্রুতিতে বিধানসভায় লাইভ অধিবেশন দেখতে তাদের সুযোগ দেওয়া হয়। এই দক্ষিণ চক্র ছাড়াও অন্যান্য চক্রের কিছু ছাত্র এই বিজ্ঞান মেলায় অংশ গ্রহণ করে।

জেলা জুড়ে অবৈধভাবে চলছে গ্যাস রিফিলিং, নীরব দর্শক প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কার্যত প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় অলিগলিতে মুড়ি- মুড়কির ন্যায় অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে অবৈধভাবে চলছে গ্যাস রিফিলিংয়ের কাজ। পাড়ার মুদির দোকান ও অনেক বসতবাড়িতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গ্যাস ভর্তির কাজ হচ্ছে। এইসব পাড়া বা দোকানের সামনে দিয়ে গেলে গ্যাসের তীব্র গন্ধ সবসময় পাওয়া যায়। তা থেকে যখন তখন ঘটতে পারে মারাত্মক ও ভয়াবহ ঘটনা। তাছাড়া একটি বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, এই অসাধু ব্যবসায়ীরা গ্যাস খোলা বাজারে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্যাস ব্যবসায়ী বলেন, 'বাজারে এই গ্যাসের চাহিদা প্রচুর। আমাদের দোষ দিয়ে লাভ কি, খরিদ্দার চায় তাই আমরা বিক্রি করি। বাড়ির গ্যাস শেষ হয়ে গেলে অনেক সময় বুকিং করে পাওয়া যায় না, তখন তারা বাজারের এই খোলা গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। জানি কাজটা অবৈধ ও মারাত্মক কিন্তু কি করবো পেট চালাতে হবে তো।' প্রসঙ্গত, জেলার সদর শহর বালুরঘাট সহ বুনিয়াদপুর ও গঙ্গারামপুরের বিভিন্ন পাড়ার দোকান বা রাস্তার ধারে বিভিন্ন জায়গায় দোকান গুলিতে উঁকি দিলেই দেখতে পাওয়া যায় গ্যাস ভর্তির কাজ চলছে। এসবকিছুই প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘটছে। তবুও তাদের এব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে প্রশাসন। এই বিষয়ে এক পরিবেশবিদ ও সাহিত্যিক দিলীপ তালুকদার বলেন, 'অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈধভাবে গ্যাস ভর্তির কাজটা যেমন খুব ঝুঁকির তেমনি এটা বেআইনি কাজও বটে। জানি না প্রশাসন সব জেনেও চুপ কেন? অতি স্বত্তর বেআইনি গ্যাস ভর্তির কাজগুলিকে প্রশাসনের বন্ধ করা দরকার। এটাও ঠিক যারা একাজ করছেন তারা শুধুমাত্র পেটের দায়ে করছেন। বাজারের জিনিষের দাম অগ্নিমূল্য হওয়াতে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন অনেকেই, তাই তারা অধিক মুনাফা লাভের আশায় এই কাজ করছেন। আসলে সর্বোপরি সরকারকে অর্থনৈতীক ব্যবস্থা ও দ্রব্যমুল্যের সঠিক ভাবে নিয়ত্রণ করা দরকার।'

Office of the Block Development Officer
Purbasthali-I Development Block
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER
1. e-Tender Reference No-P-I/38/1474/EO/15th F.C./2024-25,Dated-20/12/2024 Tender ID: 2024_ZPHD_788732_1 to 8 has been floated 8nos tender at Different places under Purbasthali-I Panchayat Samity.
2. e-Tender Reference No-P-I/39/3671/BDO/MDW_2024-25, Dated-21/12/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_789055_1 to 3 has been floated Construction of one no. A.W.C, Kundapara, Barodhek Paschimpara, Damodarpar under Purbasthali-I Development Block fund MDW_2024-25. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.
Sd/-Block Development Officer/E.O.
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 10(2NDCALL)/DGP/5th SFC/2024-25 & 11(2NDCALL)/DGP/15th FC/2024-25 12/DGP/15TH FC & SBM/2024-25** Dated: **17-12-2024**. The last date for online submission of tender **31-12-2024 up to 11:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

CHHATNA-1 GRAM PANCHAYAT
UNDER CHHATNA DEVELOPMENT BLOCK, CHHATNA, BANKURA
Notice Inviting e-Tender
eTender Notice No.04/15th CFC/Chh/CHH1GP/2024-25
Memo No-1537 Dated-19/12/2024
Pradhan Chhatna-1 Gram Panchayat Block Chhatna, Inviting e-Tender of different scheme which are available in **www.wbtenders.gov.in web site.**
Sd/- Pradhan
Chhatna-1 Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
72/GPW/WBFDC/2024-25	**Supply of Outdoor Gym Equipment's at Banabitan Park, Salt Lake**	**24.12.2024**	**31.12.2024**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

e-Tender Notice
The Undersigned hereby inviting Re-e-tender vide ref. no.-**209/JGP/NIT/15TH CFC/2024-25, 210/JGP/NIT/15TH CFC/2024-25 and 211/JGP/NIT/15TH CFC/2024-25 Dt. 23.12.2024** from prospective bidders from **23/12/2024, 18.00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Jahannagarh G.P.

NIQ No-03/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP of 2024-25 dt. 23/12/2024
Sealed quotation is invited by Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9 th Floor, Kol-91 from Bonafied Agencies/Organization, Contractors & General order suppliers for "Procurement of Cartridge for SPMU and DPMU-II" Last date of receiving application is- **02/01/2025 up to 2.00 P.M**. All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9 th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".
Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI,
DPMU-II, WBMIFMP
Irrigation & Waterways Dte.

District Horticulture Office, Jalpaiguri
Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri
TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited from interested Parties/firms/organizations for quoting rate on Farm Inputs which are **Purchase** by the Jalpaiguri Horticulture Research & Development Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri. For details please visit **http://www.wbtenders.gov.in**. or contact District Horticulture Office, Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri.
Sd/-
Asst. Dir. of Horticulture, Jalpaiguri
Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm

নির্ধারিত এবং অ-নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : আরটি_ইএল_টিআরডি_১৮_২৪-২৫; তারিখ: ১৯-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং. :** আরটি_ইএল_টিআরডি_১৮_২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে: দুই বছরের জন্য (২৪ মাস) কাটিহার ডিভিশনে আওতাধীন ডালখোলা, আলুয়াবাড়ি রোড, বাগডোগরা এবং নিউ জলপাইগুড়িতে পিএসআই ডিপোর জন্য পিএসআই নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং অ-নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ২,২৬,৯৮,০৮৪.৪৩/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৩,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৬-০১-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায় বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১৬-০১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE PANCHAYAT SAMITY
Joypur Panchayat Samity, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-12/E.O/J.P.S./2024-25
E-tenders are invited by the undersigned from the eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to **3.00 PM of 31/12/2024** for 01 nos. of work. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Sd/- Executive officer
Joypur Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites e-tender online item/percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/FLOWER/24-25
Name of work : **Arrangement for holding Annual Flower Show at Br.-XVI;** Estimated Cost : ₹ **Quotation invited (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **7 Days**;
(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/144/030/24-25/BUSTEE
Name of work : **Const. of U/G sewer at slum area of Srichandra Pally near Pre. No. 19 in Ward No. 144;** Estimated Cost : ₹ **2,94,306.51 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.01.2025 - 12 Noon (for Sl.No.1) & 03.01.2025 - 12 Noon (for Sl. No.2)**; The tender will be opened on : **08.01.2025 - 12 Noon (for Sl. No. 1), 06.01.2025 - 12 Noon (for Sl. No. 2)**; The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 (5 pm) (for Sl. No. 1 & 2)**. The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Civil)/Br.- V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/037/30/2024-2025
Name of work : **Restoration of passage and footpath at 22 Kartick Bose Street, 166/H/73 Keshab Chandra Sen Street and other different places in Ward No. 037, Br.-V;** Estimated Cost : ₹ **3,63,250.70 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/050/20/2024-2025/BUSTEE/2nd Call
Name of work : **Uttaran Signage at Entry Point of S.B. Dey St., Gomes Ln. and other bustee Br.-V location in Ward No. 50;** Estimated Cost : ₹ **4,91,460.14 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **45 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.01.2025 - 11 am (for Sl.No.1) & 03.01.2025 - 11 am (for Sl. No.2)**; Date and time of opening of Tender : **08.01.2025 - 11 am (for Sl.No.1) & 06.01.2025 - 11 am (for Sl. No.2)**; The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 (5 pm) (for Sl. No. 1 & 2)**. The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/EE-III/014/32/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repairing of passage at 16/1/H/43, 16/1/H/48/19, M.P. Road and its surrounding areas in Ward No. 14 disturbed by W.S. Deptt.;** Estimated Cost : ₹ **3,57,861.00**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **60 Days**;
(2) NIT No. : KMC/EE-III/014/B11/24-25 (1st Call)
Name of work : **Improvement of Bustee passage at B/32/1/H, 32/1, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14;** Estimated Cost : ₹ **2,63,483.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **40 Days**; Last date and time of submission of bid : **04.01.2025 Upto 12.00 noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of opening of Tender : **06.01.2025 on or after 12.00 noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details shall be available on and from **24.12.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**. The website **https://etender.wb. nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/22/2024-2025/D
Name of work : **Restoration of paver block & IPS footpath near 22, 27B, Southend Park, 11, 7A Panchanantala Rd. etc. in Ward No. 090 disturbed by CESC & natural wear and tear;** Estimated Cost : ₹ **4,73,153.72 (Including GST & CESS)**; Earnest Money: ₹ **9,500.00**; Period of Completion : **90 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.01.2025 - 12.00 noon**; Date of opening of Tender : **14.01.2025 - 12.00 noon**; The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (5 pm).**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/035/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee drainage system at 3No. & 7No. Lake Colony, 61, 64 Garcha Road etc. in Ward No. 086;** Estimated Cost : ₹ **2,98,953.38 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **120 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.01.2025 - 12.00 noon**; Date of opening of Tender : **08.01.2025 - 12.00 noon**; The bid forms and other details are available on and from **26.12.2024 (5 pm)**. The website **https://etender.wb. nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/IX/076/043/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Repairing of bustee I.P.S. passage at 1, Durga Das Lane, 1/2C, Ashu Babu Lane, 8/1, 10, Jagannath Sarkar Lane in Ward No. 076;** Estimate Amount : ₹ **2,99,476.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
(2) NIT No. : KMC/IX/076/042/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Repairing of bustee I.P.S. passage at 52A/1A, 43, 50/H/1, Nazir Lane in Ward No. 076;** Estimate Amount : ₹ **2,99,432.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **02.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on : **04.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **23.12.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2).**
(3) NIT No. : KMC/IX/079/041/2024-2025
Name of work : **Repairing of toilet blocks within Garikhana bustee in Ward No. 079;** Estimate Amount : ₹ **2,99,553.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
(4) NIT No. : KMC/IX/080/036/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of bustee drain at Taratala Colony in Ward No. 080;** Estimate Amount : ₹ **1,98,112.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
(5) NIT No. : KMC/IX/080/039/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Repairing of toilets at different bustee areas in Ward No. 080;** Estimate Amount : ₹ **1,99,216.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
(6) NIT No. : KMC/IX/079/039/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Enlargement of bustee sewer line and ancillary works at 13/H/34 Braunfield Row and surrounding areas in Ward No. 079;** Estimate Amount : ₹ **2,99,217.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **03.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 3 to 6)**; Tender will be opened on : **06.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 3 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 (5 pm) (For Sl. No. 3 to 6).** The website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 to 6)**.

The **Executive Engineer (Civil)/Br.- X, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
NIT No. : X/098/029/2024-2025/R
Name of work : **Maintenance of Park near Shanti Chakra Playground at Paddapukur Area of Ward No.98 under Borough No. X;** Estimated Value : ₹ **2,94,204.11 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,885.00**; Time of Completion : **45 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.01.2025 - 12.00 noon**; Date and time of opening of bid : **06.01.2025 - 12.00 noon**; The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.nic.in.**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.- XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XI/110/063/24-25/R/BUSTEE
Name of work : **Construction of C.C. Road at Sardar Para from H/O Abhik Sardar to H/O Surojit Sardar in Ward No. 110, Br.-XI;** Estimated Amount : ₹ **1,63,120.67 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,300.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **04.01.2025 - 12.00 noon**; The tender will be opened on : **06.01.2025**; The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 (5 pm).**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XI/104/028/2024-25/R/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of sanitary latrines at Elora Road, Ajanta Road and other bustee area in Ward No. 104;** Estimated Value : ₹ **1,45,160.79 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Time of Completion : **30 Days**;
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XI/103/037/2024-25/R
Name of work : **Improvement of road by providing kerb & channel with hot mix near 11A B.M. Mondal Road, 16 Central Road in Ward No. 103;** Estimated Value : ₹ **2,75,642.27 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Time of Completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **04.01.2025 - 12.00 noon (Sl. No. 1 to 3)**; Date and time of opening of bid : **06.01.2025 at 12.00 noon (for Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 (5 pm) (for Sl. No. 1), 27.12.2024 (from5 pm) (for Sl. No. 2 & 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1), & https://etender.nic.in (for Sl. No. 2 & 3).** 1101/24-25

বিনোদ কাম্বলি গুরুতর অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি ভারতের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বরঃ বিনোদ কাম্বলির শারীরীক পরিস্থিতি নিয়ে নানা চিন্তা ছিলই। কিছুদিন আগেই মুম্বই একটি অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। যেখানে মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তাতেও কেমন একটা অসংলগ্ন দেখাচ্ছিল বিনোদ কাম্বলিকে। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ তিনি। এর আগেও নানা ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছিল, যেখানে ভারতের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার ভালো ভাবে হাঁটতে অবধি পারছিলেন না। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হল সচিনের বাল্যবন্ধু তথা ক্রিকেট সতীর্থ। সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-এর খবর অনুযায়ী, বিনোদ কাম্বলিকে মুম্বইয়ের থানে অঞ্চলের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৫২ বছরের বিনোদ কাম্বলিকে। তাদের খবর অনুযায়ী, ভর্তির সময় পরিস্থিতি গুরুতর

হলেও আপাতত স্থিতিশীল অবস্থা বিনোদ কাম্বলির। তাঁর আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরেই লড়াই চলছে। বোর্ডের থেকে পাওয়া মাসিক ৩০ হাজার টাকার পেনশনে দিন গুজরান দায়। তবে অতীতেও চিকিৎসার প্রয়োজনে বাল্যবন্ধু সচিন তেন্ডুলকর আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। সদ্য ভারতের ৮৩-র বিশ্বজয়ী দলের ক্যাপ্টেন কপিল দেব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই রয়েছেন। শর্ত একটাই, সঠিক চিকিৎসা এবং রিহ্যাবের মাধ্যমে তাঁকে পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে হবে। এক মাস আগেও হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল কাম্বলিকে। সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের শারীরিক সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন ৫২ বছর বয়সি ক্রিকেটার। কাম্বলি বলেন, ''আমার মুত্রত্যাগে সমস্যা হচ্ছিল। যখন তখন মুত্র বার হয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় আমার ছেলে জেসাস ক্রিশ্চিয়ানো, স্ত্রী ও ১০ বছরের মেয়ে আমাকে খুব সাহায্য করেছে। ওরাই আমাকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছে। এক মাস আগে মাথা ঘুরে এক বার পড়ে গিয়েছিলাম। তার পরে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল।''

বক্সিং ডে টেস্টে রেকর্ডের হাতছানি

অনন্য হ্যাটট্রিকের সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন রাহুল?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি এ বার আসবে ভারতে নাকি থেকে যাবে অস্ট্রেলিয়ায়? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য দুই দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের নজর সিরিজের বাকি থাকা দুই টেস্টে। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে বক্সিং ডে টেস্ট। পারথ টেস্ট জিতে ভারত সিরিজ শুরু করেছিল। অ্যাডিলেড টেস্ট অজিরা ছিনিয়ে নিয়ে সিরিজে সমতা ফেরায়। এরপর ব্রিসবেনে তৃতীয় টেস্ট ড্র। ফলে সিরিজের স্কোরলাইন এখন ১-১। শেষ দুই টেস্ট মেলবোর্ন ও সিডনিতে। ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার লোকেশ রাহুল এই আসন্ন বক্সিং ডে টেস্টে এক অনন্য হ্যাটট্রিকের নজির গড়তে চলেছেন। এই সিরিজে ভারতের সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী এখনও লোকেশ রাহুল। তিনি মেলবোর্নে কীসের হ্যাটট্রিক গড়তে পারেন? এ বারের বর্ডার গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্ট খেলা হয়নি রোহিত শর্মার। পারথ টেস্ট চলাকালীন তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়েছিল। তাই তিনি পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছিলেন। সেই সময় লোকেশ রাহুলকে টিম ম্যানেজমেন্ট সুযোগ দেয় যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করার। চলতি বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ৬টি ইনিংসে ৪৭ গড়ে এখনও ২৩৫ রান করেছেন রাহুল। যার মধ্যে রয়েছে ২টি হাফসেঞ্চুরি। বক্সিং ডে টেস্টে এ বার এক অনবদ্য হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাহুল। আসলে রাহুলের সামনে সুযোগ রয়েছে বক্সিং ডে টেস্টে সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক করার। ডান হাতি ব্যাটার এর আগে ২০২১ সালে সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১২৩ রান করেছিলেন। এরপর একই ভেনুতে ২০২৩ সালে ১০১ রান করেছিলেন। এ বার মেলবোর্নে আসন্ন বক্সিং ডে টেস্টে সেঞ্চুরি করতে পারলেই হ্যাটট্রিকের রেকর্ড গড়বেন। এ বছর ৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন রাহুল। তাতে ৩৯.০৮ গড়ে ৪৬৯ রান করেছেন রাহুল। রয়েছে ৪টি হাফসেঞ্চুরি।

ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ে ১৯৭ রানের বিস্ফোরণ, ফের চর্চায় শেফালি ভার্মা

রাজকোট, ২৩ ডিসেম্বরঃ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত অক্টোবরে শেষবার খেলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তিন ম্যাচের সিরিজে মাত্র ৫৬ রান করেছিলেন। ফর্মে না থাকার জন্য ভারতীয় টিম থেকে বাদও পড়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে খেলতে দেখা যায়নি তাঁকে। সেই তিনিই কিনা প্রবল ভাবে ফিরলেন রানে। এতটাই যে মাত্র ৩ রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি মিস করলেন শেফালি ভার্মা। মেয়েদের সিনিয়র ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে হরিয়ানার ক্যাপ্টেন। নেতার যাবতীয় দায়িত্ব একাই পালন করছেন। বাংলার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বিস্ফোরক ১৯৭ করলেন। যা দেখে চাখধাঁধিয়ে গিয়েছে অনেকেরই। নির্বাচকদেরও বুঝিয়ে দিয়েছেন শেফালি, ভারতীয় দলে ফেরার জন্য তিনি তৈরি। ৩ মাসের মধ্যেই শেফালি যে নিজের ফর্ম ফিরে পাবেন, তা বুঝতে পারেননি অনেকেই। কিন্তু শেফালি নিজেকে তৈরি করেছিলেন বড় রানের জন্য। রাজকোটে বাংলার বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন হরিয়ানার মেয়ে। অনেকটা বীরেন্দ্র শেহওয়াগ স্টাইলে ব্যাট করেছেন। রিমা সিসোদিয়াকে নিয়ে শুরুটা করেছিলেন চমৎকার। কিন্তু ৭২ বলে ৫৮ করে আউট হন রিমা। কিন্তু শেফালিকে থামানো যায়নি। শুরু থেকে আগ্রাসী মোড়েই ছিলেন। রিমা আউট হওয়ার পর আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন। মাত্র ১১৫ বলে ১৯৭ করেন। বাংলার বিরুদ্ধে ৩৮৯ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করেছে হরিয়ানা। ১১টা বিশাল ছয় মেরেছেন যেমন, ২২টা চারও বেরিয়েছে তাঁর ব্যাট থেকে। তাণ্ডব চালানোর পর শেষ পর্যন্ত মিতা পালের বলে আউট হন শেফালি। শেফালির দুরন্ত ফর্ম ভারতের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত সিংকেও স্বপ্ন দেখাতে পারে নতুন করে। শেফালির মতো তরুণীর ছন্দ আগামী বছর ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের জন্যও জরুরি। আপাতত শেফালি অবশ্য মন দিয়েছেন মেয়েদের সিনিয়র টুর্নামেন্টেই। হরিয়ানাকে চ্যাম্পিয়ন করাই লক্ষ্য তাঁর।

বক্সিং ডে টেস্টের আগে চাপে হিটম্যান

পার্ট টাইম বোলারের কাছে নাস্তানাবুদ রোহিত!

মেলবোর্ন, ২৩ ডিসেম্বরঃ আর দিনদু'য়েক পর মেলবোর্নে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বক্সিং ডে টেস্ট। তার আগে রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের উদ্বেগ বাড়িয়েছিলেন রোহিত শর্মা। এমসিজিতে ব্যাটিং অনুশীলনের সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি। বাঁ হাঁটুতে তাঁর চোট লেগেছিল। অনুশীলন থামিয়ে আইস প্যাক হাঁটুতে বেঁধে রোহিতকে বসে থাকতেও দেখা গিয়েছিল। পরে বাংলার তারকা পেসার আকাশ দীপ প্রেস কনফারেন্সে জানিয়েছিলেন, রোহিতের যে চোট লেগেছে, তা ক্রিকেটে স্বাভাবিক। সেটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। বক্সিং ডে টেস্ট খেলতেও রোহিতের সমস্যা হবে না বলেছিলেন আকাশ। চোট আতঙ্ক কেটে গেলেও রোহিতের চিন্তা কিন্তু কাটছে না। কারণ, বক্সিং ডে টেস্টের আগে অনুশীলনের সময় পার্ট টাইম বোলারের কাছে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে রোহিতকে। সেই ভিডিয়ো ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সোমবার সকাল সকাল নেটদুনিয়ায় ঘুরছে রোহিতের এক ভিডিয়ো। যেখানে দেখা গিয়েছে নেটে তিনি দেবদত্ত পাড়িক্কালের ডেলিভারি সামলাতে সমস্যায় পড়ছেন। দেবদত্ত অফ-স্পিন বোলিং করেন। তবে তিনি নিয়মিত বোলিং করেন না। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে কখনও উইকেট পর্যন্ত নেননি দেবদত্ত। সেই তিনিই কিনা রোহিতকে বল করে চাপে ফেলে দিলেন। দেবদত্তর ডেলিভারি দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি রোহিতকে এলবিডব্লিউ আউট করেছেন। এ বারের বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে রোহিত শর্মার ব্যাটে রানের খরাই দেখা গিয়েছে। পারথ টেস্টে তিনি খেলেননি। সেই সময় ছিলেন তিনি পিতৃত্বাকালীন ছুটিতে। এরপর অ্যাডিলেডে দিনরাতের টেস্টে ফেরেন রোহিত। দুই ইনিংসে করেন ৩ ও ৬। আর ব্রিসবেনে প্রথম ইনিংসে করেন ১০। এই রান রোহিতের নামের পাশে বেমানান। বক্সিং ডে টেস্টের আগে নেটেও তাঁকে ছন্দে দেখা যাচ্ছে না। যে কারণে ভারতীয় শিবিরেও চাপ বাড়ছে।

ছল-বল-কৌশল! বক্সিং ডে টেস্ট শুরুর আগেই পিচ বিতর্ক

মুখ খুললেন কিউরেটর

মেলবোর্ন, ২৩ ডিসেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গত দুই টেস্ট সিরিজই জিতেছে ভারত। এ বার হ্যাটট্রিকের লক্ষ্য। পারথে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারত। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট হারলেও সিরিজ এখন সমতায়। ব্রিসবেনে তৃতীয় টেস্টে ভারতকে বাগে পেয়েও ফলো-অন করতে না পারায় জয়ের সুযোগও পায়নি অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের এখনও দু-ম্যাচ বাকি। যেন তেন প্রকারেণ এই দুই ম্যাচ জিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেই লক্ষ্য। যে কারণে ছল-বল-কৌশল থেকেও পিছপা হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া! মেলবোর্নের পরিস্থিতি যেন তাই বলছে। টেস্ট শুরুর আগেই পিচ বিতর্ক। ভারতীয় দলকে দেওয়া হয়েছে ব্যবহৃত প্র্যাক্টিস পিচ। অথচ অজি টিমের প্র্যাক্টিসের জন্য তরতাজা! ব্যবহৃত পিচে অনুশীলন করায়

ভারতীয় ব্যাটারদের সেই অর্থে প্রস্তুতিই হচ্ছে না। বিশেষ করে যে সমস্ত ব্যাটারদের নতুন বল সামলাতে হতে পারে। ব্যবহৃত পিচে না তো পর্যাপ্ত ঘাস রয়েছে, আর না বাউন্স। ছবি দেখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অথচ মেলবোর্নে গ্রিনটপ অপেক্ষা করছে ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য। এমন পিচে প্র্যাক্টিস দেওয়ায় না-খুশ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। অসমান বাউন্স, টার্ন, গতির হের ফের। ম্যাচে হয়তো এরকম পরিস্থিতি আসবে পঞ্চম দিনে। এমনকি নাও আসতে পারে। এই পিচে প্র্যাক্টিসের কারণে লোকেশ রাহুল, রোহিত শর্মা চোটও পেয়েছেন। পিচ বিতর্কে মুখ খুলেছেন মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের কিউরেটর ম্যাট পেজ। তাঁর দাবি, নিয়ম অনুসরণ করেই প্র্যাক্টিস পিচ দিয়েছেন। চরম সমালোচনার মুখে পড়ে ম্যাট পেজ বলছেন, ''ম্যাচের তিন দিন বাকি রয়েছে। সেই অনুযায়ীই পিচ তৈরি করা হয়েছে। কোনও টিম যদি আগে ভাগেই প্রস্তুতি শুরু করে দেয়, পিচের পরিস্থিতি এমনই হবে। ওরা যদি আজ থেকে প্র্যাক্টিস শুরু করত, তরতাজা পিচই পেত। এটাই আমাদের নিয়ম।'' ম্যাট পেজের কাছে কি ভারতীয় দলের সূচি ছিল? বিসিসিআই কি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে সূচি দিয়েছিল? সেই প্রশ্নে খাবি খেলেন পেজ। বলেন, ''হ্যাঁ, আমাদের কাছে প্র্যাক্টিস সূচি দেওয়া ছিল। তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতীয় বোর্ডের মধ্যে কী কথা হয়েছে আমি তা জানি না।''

খেলরত্ন পুরস্কারের তালিকায় নেই মনু ভাকের, বিতর্ক চরমে

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বরঃ আর কি করলে তবে সম্মান মেলে? শুধুই কি ভুল? নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে? মনু ভাকেরকে নিয়ে তোলপাড় সারা দেশ। মাস চারেক আগে অলিম্পিকে ইতিহাস তৈরি করেছেন হরিয়ানার মেয়ে। একই অলিম্পিক থেকে জোড়া পদক এর আগে কোনও ভারতীয় মেয়ে পাননি। নর্ম্যান প্রিচার্ডের জোড়া পদকের সাফল্য শতাব্দী প্রাচীন। স্বাভাবিক ভাবেই মনুই এখন ভারতীয় খেলার মুখ। তরুণী শুটার আগামী দিনে আরও পদকের লক্ষ্য স্থির করেছেন। তিনি চান পরের অলিম্পিকেও যেন পদকের ধারাবাহিকতা রাখতে পারেন। অল্পের জন্য অলিম্পিকে পদকের হ্যাটট্রিক করতে পারেননি। সেই তাঁকেই কিনা ভারতীয় খেলার সবচেয়ে বড় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হল! ধ্যানচাঁদ খেলরত্নের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মনু ভাকেরকে, এমনই খবর। ১২ সদস্যের কমিটি, যাঁর মাথায় বিচারপতি ভি রামাসুব্রাহ্মণ রয়েছেন।

এই কমিটি খেলরত্নের জন্য বিবেচনা করেনি মনুর নাম। বিতর্ক বাড়তেই ক্রীড়ামন্ত্রক আবার দাবি করেছে, মনু পুরস্কারের জন্য আবেদন করেননি। কিন্তু মনুর বাবা রামকৃষ্ণ আবার বলেছেন, মেয়ের পক্ষ থেকে তিনি আবেদন করেছিলেন। তারপর আর সাড়া মেলেনি। এতেই বেড়েছে বিতর্ক। অনেকেই বলছেন, অলিম্পিকে ইতিহাস তৈরির পর কেন তাঁকে খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই মনুই দাবিদার। ভারতীয় হকি টিমের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত সিং, প্যারা-অ্যাথলিট প্রবীণ কুমার রয়েছেন খেলরত্নের তালিকায়। মনুর বাবা রামকৃষ্ণ কিন্তু বলে দিয়েছেন, ''যদি পুরস্কারের জন্য ভিক্ষেই করতে হয়, তা হলে অলিম্পিকে জোড়া পদক জেতার কি মূল্য? এক সরকারি কর্তা ঠিক করে ফেলেছেন সব। কমিটির সদস্যরা চুপ করে রয়েছেন। কোনও মতামত পর্যন্ত দিচ্ছেন না। এটা কেন যে হচ্ছে, আমি বুঝতেই পারছি না। এই পথে দেশের অ্যাথলিটকে উৎসাহ দেওয়া হবে? আমরা খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু কমিটির তরফে কিছুই বলা হয়নি। তা হলে অভিভাবকরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের খেলার জন্য উৎসাহ দেবেন! তাঁরা তো সন্তানদের পদস্থ সরকারি অফিসার হওয়ার জন্যই উৎসাহ দেবেন।''

৯ গোলের রোমাঞ্চ শেষে জয়ের হাসি লিভারপুলের

লন্ডন, ২৩ ডিসেম্বরঃ টটেনহাম কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলুর ভক্ত আর্নে স্লট। লিভারপুল কোচ ভক্ত পোস্তেকোগলুর দলের খেলার ধরনে। স্লটের মতে, পোস্তেকোগলুর দলের খেলা দেখাটাও 'আনন্দের'। আনন্দদায়ক সেই খেলাটা খেলেই এবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি ৩৯টি গোল করেছে লন্ডনের ক্লাবটি। এই গোলের সর্বশেষ ৩টি আজ নিজেদের মাঠে স্লটের লিভারপুলের বিপক্ষেই করেছে টটেনহাম। তবু ম্যাচ শেষে পোস্তেকোগলু নন, ম্যাচ জয়ের হাসি হেসেছেন আর্নে স্লট! টটেনহাম হটস্পার স্টেডিয়ামে গোল-উৎসবের ম্যাচে টটেনহামকে ৬-৩ গোলে হারিয়েছে স্লটের লিভারপুল। লিগে দুই ম্যাচ পর জয়ের দেখা পাওয়া দলটি তাতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আরও জাঁকিয়ে বসল। ১৬ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে বড় দিনের উৎসব করবে লিভারপুল। ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলা চেলসির। যারা আজ পয়েন্ট হারিয়েছে এভারটনের

সঙ্গে ড্র করে। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ, গোল-পাল্টা গোলের ম্যাচটিতে লিভারপুল প্রথমার্ধেই এগিয়ে গিয়েছিল ৩-১ গোলে। ৯ গোলের ম্যাচের প্রথম গোলটি লিভারপুল পায় ২৩ মিনিটে। লুইস দিয়াজের গোলে এগিয়ে যাওয়া দলটি ৩৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। ৪১ মিনিটে জেমস ম্যাডিসনের দূর পাল্লার গোলে ব্যবধান কমায় টটেনহাম। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দমিনিক সবোসলাইয়ের গোলে ২ গোলের ব্যবধান নিয়ে বিরতিতে যায় লিভারপুল। বিরতি থেকে ফেরার পর ৫৪ ও ৬১ মিনিটে সালাহর জোড়া গোলে ৫-১ গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। খেলা তো শেষই যারা ভেবেছিলেন তাদের আবার ম্যাচে চোখ ফেরাতে বাধ্য করে টটেনহাম ২ গোলে করে। ৭২ মিনিটে দেয়ান কুলুসেভস্কি ও ৮৩ মিনিটের ডমিনিক সোলাঙ্কির গোল ৫-৩ বানিয়ে দেয় স্কোরটাকে। গোল করাটাই যখন সবচেয়ে 'সহজ' কাজ, নাটক তো হতেই পারে-এই ভাবনাটাকে বেশিক্ষণ ডানা মেলতে দেননি লুইস দিয়াজ। কলম্বিয়াম উইঙ্গার ৮৫ মিনিটে গোল করে ম্যাচের সব উত্তেজনাই শেষ করে দেন।

দল পরিবর্তনের শীর্ষে সবুজ-মেরুন! ২০২৪ সালের তালিকায় বাগানের এই চার ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ফুটবলে ২০২৪ সালের ট্রান্সফার উইন্ডো ছিল বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। অনেক বড় খেলোয়াড়রা নিজেদের নতুন ক্লাবে যোগ দিয়েছেন এবং কিছু খেলোয়াড় দ্রুতই নিজেদের স্থান তৈরি করে ফেলেছেন। কিছু ক্ষেত্রে, ট্রান্সফারগুলি শুধুমাত্র ক্লাবের জন্য নয়, বরং পুরো আইএসএলের উল্লেখযোগ্য ছিল। ২০২৪ সালে ভারতীয় ফুটবলে হওয়া সেরা ১০ ফুটবলারের দল পরিবর্তন কিংবা ট্রান্সফারের তালিকায় রয়েছেন মোহনবাগানের প্রাক্তন চার ফুটবলার। যা বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ন হয়ে উঠেছে বছর শেষের আগে।

১০. লালরিনলিয়ানা হানামতে

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট থেকে চেন্নাইয়িন এফসি তে যাওয়া ২১ বছর বয়সি এই মিডফিল্ডার প্রথম ম্যাচ থেকেই নিজের জাত চিনিয়েছেন। তাঁর উন্নতির জন্য, হানামতে অক্টোবর মাসে ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের জার্সি গায়ে হয়ে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে নিজের আন্তর্জাতিক ফুটবলে পা রেখেছিলেন। তাঁর খেলায় ধারাবাহিকতা তাঁকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

৯. আনোয়ার আলি

কলকাতা ময়দানের এক শিবির ছেড়ে অন্য শিবিরে যাওয়া কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল আনোয়ার আলিকে। তবে বাগান থেকে ইস্টবেঙ্গলে যাওয়া পর লাল-হলুদ জার্সিতে আনোয়ার আলি প্রাথমিকভাবে প্রত্যাশা মতো খেলতে পারেননি, কিন্তু এখন তিনি রেড অ্যান্ড গোল্ড ব্রিগেডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন। ২৪ বছর বয়সি এই ডিফেন্ডার দলের প্রতি অত্যন্ত আস্থা তৈরি করেছেন এবং ক্লাবের উন্নতির জন্য অপরিহার্য।

৮. জাভি হের্নানডেজ

বেঙ্গালুরু এফসি থেকে জামশেদপুর এফসিতে যোগ দেওয়া স্প্যানিশ মিডফিল্ডার জাভি হের্নানডেজ ১০টি আইএসএল ম্যাচে ৩ গোল করে ক্লাবের প্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁর

নেতৃত্ব এবং খেলার দক্ষতা জামশেদপুরকে সেরা দলে পরিণত করতে সাহায্য করছে।

৭. উইলমার জর্ডান গিল

পাঞ্জাব এফসি থেকে চেন্নাইয়িন এফসিতে যোগ দেওয়া কলম্বিয়ন স্ট্রাইকার উইলমার জর্ডান গিল চেন্নাইয়িনের শীর্ষ গোলদাতা। ৬ গোল করার পর, যদিও তাঁর কিছুটা ফর্ম কমেছে, তবুও তিনি গোল্ডেন বুটের দৌড়ে আছেন।

৬. নিখিল পুজারি

হায়দরাবাদ এফসি থেকে বেঙ্গালুরু এফসিতে যোগ দেওয়া ২৯ বছর বয়সি এই ভারতীয় ফুটবলার ২০টি আইএসএল ম্যাচে অংশ নিয়ে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং পারফরম্যান্স বেঙ্গালুরুকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

৫. হুগো বুমোস

মোহনবাগান থেকে ওড়িশা এফসিতে যোগ দেওয়া এই ফরাসি মিডফিল্ডার আইএসএলে ১১ ম্যাচে ৩ গোল এবং ৪টি অ্যাসিস্ট করেছে। তাঁর ক্রিয়েটিভ পাসিং এবং আক্রমণাত্মক খেলা ওড়িশা এফসির পারফরম্যান্সের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

৪. আকাশ সাঙ্গওয়ান

চেন্নাইয়িন এফসি থেকে এফসি গোয়াতে যোগ দেওয়া এই লেফ্‌ট-ব্যাক খেলোয়াড় ২টি অ্যাসিস্ট দিয়ে নিজের মেধা প্রমাণ করেছেন। এছাড়া, আকাশ তাঁর আন্তর্জাতিক অভিষেকও করেছেন অক্টোবর মাসে, যখন তিনি ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে খেলেন।

৩. নোয়া সাদাউই

এফসি গোয়া থেকে কেরালা ব্লাস্টার্সে যোগ দেওয়া মরোক্কান ফরোয়ার্ড নোয়া সাদাউই আইএসএলে ৪ গোল এবং ৪ অ্যাসিস্ট করে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছেন। যদিও তাঁর সাম্প্রতিক ফর্ম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, তবুও তিনি ব্লাস্টার্সের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

২. অপুইয়া

মুম্বাই সিটি থেকে বাগানে যোগ দেওয়া অপুইয়া মিডফিল্ডে অসাধারণ ভূমিকা পালন করছেন। ২৩ বছর বয়সি এই খেলোয়াড় দলটির সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তিনি মোহনবাগানের আইএসএল শিল্ডে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদী মেরিনার্সরা।

১. আর্মান্ডো সাদিকু

বাগান ছেড়ে এফসি গোয়াতে যোগ দেওয়া এই ৩৩ বছর বয়সি স্ট্রাইকার ১১টি আইএসএল ম্যাচে ৮ গোল এবং ২টি অ্যাসিস্ট করেছেন। সাদিকু বর্তমানে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ২০২৪ সালে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা সাইনিং হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন।

এছাড়াও, মাদিহ তালাল, জিকসন সিং, রাহুল ভেকের মতো খেলোয়াড়েরা এই তালিকায় স্থান না পেলেও তাঁদের ট্রান্সফারগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২০২৪ সালে ভারতীয় ফুটবলের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে, যেখানে নতুন মুখ এবং পুরানো তারকারা সমানভাবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করছেন।

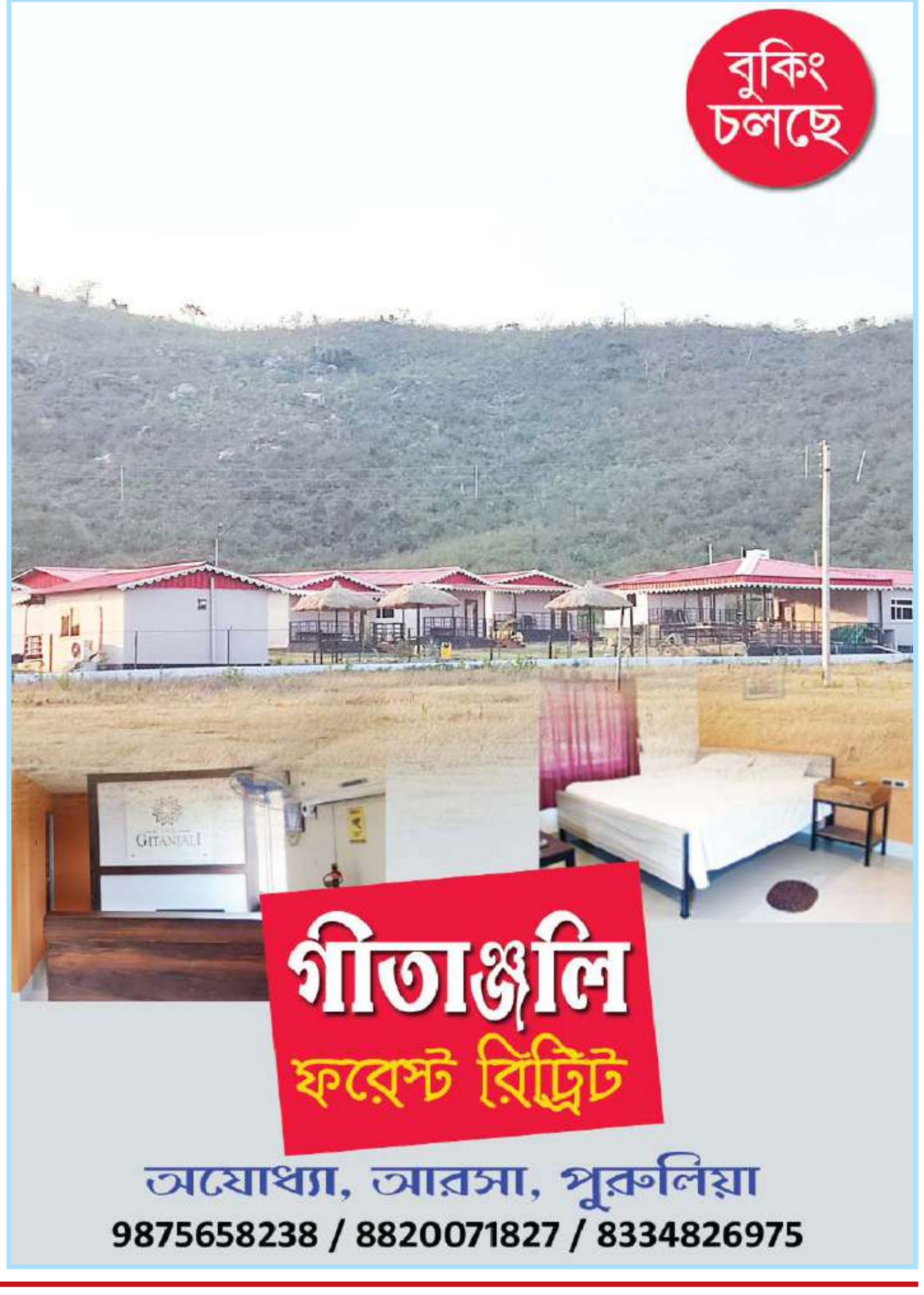

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com